বাঙালির মেয়ের

নীতি-শিক্ষা।

(পুত্রীর প্রতি পিতার উপদেশ)

ডাক্তরশ্রীযদুনাথমুখোপাধ্যায়প্রণীত।

কলিকাতা

যোড়াশাঁকো ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্,

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

১২৯৬। শ্রাবণ।

মূল্য ১৲ টাকা।
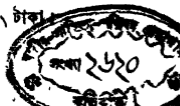
রাণাঘাট
চিকিৎসা প্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

"বাঙালির মেয়ের নীতি-শিক্ষা" নাম দিয়া এক খানি বই লিখিবার ইচ্ছা আমার অনেক দিন থেকেই ছিল। নানা কারণে এ পর্য্যন্ত কাজে তা ঘটিয়া উঠে নাই। এখন কোনও রকমে সে ইচ্ছা পুরাইলাম বটে। কিন্তু যে উদ্দেশে বই খানি লিখিলাম, সে উদ্দেশ্য এতে সিদ্ধি হবে, ভরসা করিয়া এমন কথা বলিতে পারি না। এমন এক খানি বৈয়ের দরকার ছিল—পাঠকদের মধ্যে যদি একজনও এ কথা বলেন, তবে আমি শ্রম সার্থক মনে করিব। যাঁদের জন্যে বই লিখিলাম, এ সংসারের সুখ দুঃখ যাঁদের হাতে, যাঁদের শিক্ষা না হইলে, যাঁদের উন্নতি না হইলে, দেশের খাটি উন্নতি কখনও হইবে না; তাঁরা যদি এ বৈয়েব আদর করেন, তবেই জানিলাম, আমার বাসনা ষোল কলায় পূর্ণ হইল।

বাগাঘাট
২২শে শ্রাবণ ১২৯৬। } শ্রীযদুনাথমুখোপাধ্যায়।

শুদ্ধিপত্র।

পাত	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭০	৯	চেয়েও	চেয়ে।

৭০ পাত ১২র ছত্র——"আলাদা ব্রতও নাই"—এই তিনটী কথার আগে "আলাদা যজ্ঞও নাই" এই তিনটী কথা পড়।

সূচীপত্র।

প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থ সর্গ।

বাঙালির মেয়েদিগের

নীতি-শিক্ষা।

(পুত্রীর প্রতি পিতার উপদেশ)

প্রথম সর্গ।

মা, তোমাকে যা বলি, বেশ মন দিয়া শুন।

মেয়েদের লেখা পড়া শিখিতে নাই—লেখা পড়া শিখিলে তাদের ঢের অনিষ্ট হয়; আমাদের দেশের চৌদ্দ আনা লোকের আজও এ বিশ্বাস আছে। এ বিশ্বাসের ফল কি? ফল মন্দ নয়। পারৃতি পক্ষে আপনার আপনার বাড়ীতে মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইতে কেউ চেষ্টা করেন না। অনেকে বলেন, মেয়েরা লেখা পড়া শিখিয়া ইষ্টের চেয়ে দেশের অনিষ্টই বেশী হইয়াছে। আমি বলি সে বিদ্যার দোষ

নয—বিদ্যা শিখাইবার দোষ। বিদ্যা শিখাইবার কি দোষ, তা বলি। সমাজের অবস্থা বুঝি না—মেয়েদের যে ভাবে সংসার আশ্রম করিতে হয় বা করিতে হইবে তা বুঝি না—ছেলে মেয়ের প্রকৃতির তফাত কত তা বুঝি না—এই সব না বুঝিয়া, না ভাবিয়া মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইতে যাই। কাজেই, লেখা পড়া শিখাইতে গিয়া তাদের দিয়া সংসারের অনিষ্টই বেশী করিয়া ফেলি। ক খ শিখিল, বর্ণ পরিচয় হইল, বানান করিতে শিখিল, দু এক ছত্র পড়িতে শিখিল, সহজ সহজ বৈ পড়া এক আধটু অভ্যাস হইল, এক আধটু লিখিতেও শিখিল; মনে করিলাম মেয়েকে লেখা পড়া শিখানর কাজ মোটামুটি এক রকম হইল। এখন সে আপনিই দেখে শুনে করে কর্ম্মে লইবে। শিশুকে হাঁটিতে শিখাইয়া তাকে পথের মাঝখানে ছাড়িয়া দেওয়া আর এ রকম কাজ করা—দুই-ই সমান। দুয়েতেই সমান

বিপদ্। শিশু হাঁটিতেই শিখিয়াছে—পথের ভাল মন্দ সে কিছুই শিখে নাই। তেমনি, মেয়ে খালি পড়িতেই শিখিয়াছে—বৈয়ের ভাল মন্দ সে কিছুই শিখে নাই। তাকে তা মোটে শিখানই হয় নাই। না শিখাইলে সে কেমন করিয়া শিখিবে? না শিখিলে, না উপদেশ পাইলে, কি ভাল, কি মন্দ, এ জ্ঞানটা মোটেই হয় না। ভাল, মন্দ, জ্ঞান না হইলে মন্দর হাত এড়াইতে পারা যায় না। মন্দর কাছেও যাবে না—ভালর কাছ ছাড়া একটুও হবে না—মন্দর কি দোষ, ভালর কি গুণ—শিশুর জ্ঞান হইতেই মা বাপে যদি তাকে এ সব না শিখাইতে আরম্ভ করেন, তবে শিশুর মন্দ শিক্ষা হইবারই সম্ভাবনা বেশী। মন্দ শিক্ষাটা আপনিই হয। মন্দ হইবার জন্যে চেষ্টা করিতে হয় না। ভাল হইবার চেষ্টা যদি না কর, তবে মন্দ আপনিই হইয়া পড়িবে। বিনা আরাধনায় ভাল আসে না। কিন্তু মন্দটা

আপনিই আসিয়া জোটে। এ সংসারের নিয়মই এই। দেখ, ভাল গাছ, মন্দ গাছ, দুই-ই আছে। কিন্তু জমী পড়িয়া থাকিলে তাতে মন্দ বৈ ভাল গাছ কখনও হয় না। চেষ্টা করিয়া ভাল গাছ করিতে হয়। কিন্তু মন্দ গাছের জন্যে চেষ্টা করিতে হয় না—মন্দ গাছ আপনিই হয়। জমীর সঙ্গে আর আমাদের মনের সঙ্গে বেশ তুলনা দেওয়া যায়। যে জমীতে চাষ দেওয়া হয় না—যে জমী পড়িয়া থাকে, সে জমীকে পতিত জমী বলে। যার শিক্ষা হয় নাই, যে ভাল উপদেশ পায় নাই, তার মন আর পতিত জমী দুই-ই সমান। পতিত জমীতে শিয়ালকাঁটা, ধুতুরো, বনমূল প্রভৃতি আগাছা বৈ ভাল গাছ হয় না। তেমনি, যার শিক্ষা হয় নাই—যে ভাল উপদেশ পায় নাই, তার মনে মন্দ বৈ ভাল জিনিশ জায়গা পায় না। ছেলে বেলা যে শিক্ষা হয়—যে অভ্যাস হয়, সে শিক্ষা—সে অভ্যাস কখনও

ঘুচাইতে পারা যায না। ছেলে বেলা মন্দ শিক্ষা হইলে—মন্দ অভ্যাস হইলে, পরে হাজার বিদ্যা বুদ্ধি সুশিক্ষা হইলেও সে মন্দ শিক্ষা—সে মন্দ অভ্যাস ঘোচে না। তাতেই বলি, শিশুদের মন্দ শিক্ষা—মন্দ অভ্যাস যাতে না হইতে পায়, মা বাপের সে চেষ্টা নিয়ত থাকিলে ভাল হয। ছেলেরা বড় হইয়া স্কুলে কলেজে পড়িযা, দশ জনের কাছে গিযা, ভদ্র সমাজে বেড়াইযা, দেখিযা শুনিয়া ঠেকিযা শিশু বেলার মন্দ শিক্ষা—মন্দ অভ্যাস কতক শুধ্‌রে লইতেও পারে। কিন্তু, মা, তোমাদের সে আশা মোটেই নাই। বড় হইলে তোমাদের বাড়ীর বাহিরই হইবার যো নাই। এই জন্যে, শিশু বেলা থেকে তোমাদের নীতি শিক্ষার যত দরকার, ধরিতে গেলে, ছেলেদেরও তত নয়। আর এই জন্যেই, মা, তোমার ভাইদের চেয়ে তোমাকে শিখাইতে এত বেশী যত্ন করিছি। তোমার ভাইদের চেয়ে

তোমাকে নীতি শিখাইতে বেশী যত্ন করিছি—এখনও করি বলিয়া যাঁরা ভাল লেখা পড়া জানেন, বেশ বুঝেন, তাঁদেরও মধ্যে অনেকে আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। সংসার আশ্রমের সুখ দুঃখের আসল কারণ তাঁদের বিশেষ জানা নাই বলিয়াই তাঁরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন।

এ সংসারের সুখ দুঃখ, মা, তোমাদেরই হাতে। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। স্বামী বেশ লেখা পড়া জানেন—বেশ দশ টাকা উপায় করেন—কোনও অভাব নাই—দশে মানে, দশে গণে। তাঁর নিজের যে সব গুণ আছে, তাতে তাঁর সর্ব্বদাই সুখে থাকিবার কথা। কিন্তু স্ত্রী ভাল নয় বলিয়া এমন সুখের সংসারও তাঁর কাছে অরণ্য বলিয়া বোধ হয়। তাঁর এমন সুখের সংসার দুঃখের সাগর হয় কেন? এর কারণ আর কি? তাঁর স্ত্রীর অশিক্ষা। তাঁর

স্ত্রীর অশিক্ষার জন্যে দোষী কে ? তিনি নন—তাঁর শ্বশুব শাশুড়ী। শিশু বেলা মেয়ে মা বাপেব কাছে থাকে। শিশু বেলা বিয়ে হইলেও মেয়ে মা বাপের কাছ ছাড়া হয় না। এর আগেই বলিছি, ছেলে বেলা মন্দ শিক্ষা হইলে—মন্দ অভ্যাস হইলে, পরে হাজার বিদ্যা বুদ্ধি সুশিক্ষা হইলেও সে মন্দ শিক্ষা—সে মন্দ অভ্যাস ঘোচে না। তাতেই বলি-তেছি, মা বাপেরই ত্রুটিতে মেয়েব মন্দ শিক্ষা হয়। মেয়ের সেই মন্দ শিক্ষাবই ফলে তাঁর স্বামীর সুখের সংসার দুঃখের সাগব হইয়া পড়ে। তবেই দেখ, যাঁর মেয়ে হয়, তাঁর দায় কত ? লোকে বলিয়া থাকে কন্যা-দায। কিন্তু কন্যা-দায়েব আসল অর্থ কি, তা আমরা বুঝি না। বিয়েব রাত্রে পাত্রকে হীরের আংটি, ঘড়ি, ঘড়ির চেইন্, রূপর দান-সামগ্রী, নগদ হাজার দু হাজার টাকা দিলে কন্যা-দায় ঘোচে না। হীরের আংটি, ঘড়ি, ঘড়ির চেইন্, রূপর

দান-সামগ্রী, নগদ হাজার দু হাজার টাকা লইয়া এ সংসারের সুখে আমাকে একবারে জলাঞ্জলি দিতে হইবে—এ জানিতে পারিলে, পাত্র মিছে জিনিশের লোভে আসল বস্তু হারাইতে কখনও রাজি হইতেন না। খুব জাঁক জমক কবিয়া মেয়ের বিয়ে দিলেও কন্যা-দায় ঘোচে না। আবাব খুব গরিবানা ভাবে মেয়েব বিয়ে দিলেও কন্যা-দায় ঘোচে না। কন্যা-দায় তবে ঘোচে কিসে? কিসে তা বলি। বব কন্যা দুয়েরই ইষ্ট বজায় রাখিযা মেযের বিয়ে দিতে পারিলে কন্যা-দায় ঘোচে। বরেব ইষ্ট পাত্রী ভাল হয। কন্যার ইষ্ট পাত্র ভাল হয। দেখিতে ভাল হইলেই পাত্র ভাল হয না। যে শিক্ষার ফলে পুরুষ অন্য পুরুষের কাছে দেবতার আদর পান, মা বাপের কাছে যদি সেই শিক্ষা হইয়া থাকে, তবেই পাত্রকে ভাল পাত্র বলা যায়। তেমনি, দেখিতে ভাল হইলেই পাত্রী ভাল হয় না। যে শিক্ষার

ফলে মেয়ে মানুষ অন্য মেয়ে মানুষেব কাছে দেবীর আদর পান, মা বাপের কাছে যদি সেই শিক্ষা হইয়া থাকে, তবেই পাত্রীকে ভাল পাত্রী বলা যায়।

যে শিক্ষার ফলে মেয়ে মানুষ অন্য মেযে মানুষের কাছে দেবীব আদর পান, মেয়েকে সে শিক্ষা সহজে দেওয়া যায় না—সে শিক্ষা মেয়ের সহজে হয না। মা বাপে নিয়ত চেষ্টা করিলে—নিয়ত যত্ন করিলে তবে মেয়ের সে শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা—সে যত্ন যখন তখন করিলে হয় না। শিশু-বেলা থেকে মেয়েকে নীতি শিখাইতে আরম্ভ করিলে মেয়ের সে শিক্ষা হইতে পারে। কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে মেয়ের আদর কোথায় ? আদরের জিনিশ না হইলে ত তার উন্নতির জন্যে চেষ্টা হয় না ! এ দেশে মেয়ের আদরও নাই—মেয়ের উন্নতির জন্যে চেষ্টাও নাই। দেশের উন্নতিও সেই জন্যে এত ! এ দেশে

মেয়ের অনাদর গোড়া থেকেই দেখা যায়। মেয়ে হইলে উলু পড়ে না। ছেলে হইলে উলু ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে—উলুর শব্দে কান ঝালা পালা হইয়া যায়। মেয়ে হইলে ধোপা নাপিত বাদ্যিকরের মুখ থাকে না। ছেলে হইলে ধোপা, নাপিত, বাদ্যিকর জোর করিয়া বিদায় লইয়া যায়। টাকা কড়ি, কাপড় চোপড়, শাল রুমাল, থাল, ঘড়া, ঘটি, গাড়ু বকশিশ লওয়াকে বিদায় লওয়া বলে। গোড়ায় মেয়ের অনাদরের পরিচয় মোটামুটি এই। এ রকম অনাদরের পরিচয় মেয়ে তখন কিছুই জানিতে পারে না। তার পর জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে পরিচয় এক আধটু পাইতে আরম্ভ করে। জ্ঞান হওয়ার পর মেয়ে অনাদর বা অযত্নের পরিচয় না পাইলেই ভাল হয়। মেয়ের অযত্নের পরিচয় আর কি? খাওয়া, পরা, শোআ—এই তিনটীতেই সে পরিচয় বেশ পাওয়া যায়। ছেলের পাতের

মাখা চট্‌কান ভাত তরকারি ছাড়া মেয়ের ভাগ্যে ভাল আহার প্রায়ই জোটে না। ছেলের ছাড়া কাপড়, ছেঁড়া কাপড় ভিন্ন মেয়ের ভাগ্যে ভাল কাপড় প্রায়ই ঘটে না। ছেলের পাছ-তলায় শোআইতে পারিলে, ভাল বা আলাদা বিছানায় মেয়েকে শোআইবার ব্যবস্থা প্রায়ই করা হয় না। "মর" গালি ছেলেকে দেওয়া হয় না। কিন্তু "মর" গালি খাওয়া মেয়ের অঙ্গ-ভার। ছেলেকে মেয়ে "মর" গালি দিলে, মেয়ের কেবল প্রাণ-দণ্ড হইতে বাকী থাকে। মেয়েকে ছেলে "মর" গালি দিলে, মেয়ের তা আশীর্ব্বাদ বলিয়া লইতে হয়। ছেলে, মেয়েকে মারিলে দোষ নাই। মেয়ে, ছেলেকে মারিলে তার নিস্তার নাই। জ্ঞান হওয়ার পর মেয়ের অযত্নের পরিচয় মোটামুটি এই। অযত্নে ভাল জিনিশও মন্দ হইয়া যায়। যাকে ভাল করিতে হবে, তার যত্ন আগে চাই। কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে সবই

উল্টো। যারা ভাল না হইলে সংসার আশ্রমের দুঃখ কখনও ঘুচিবে না—দেশের খাটি উন্নতি কখনও হইবে না, তাদেরই অযত্ন করা আমাদের নিয়ম! ভাবিয়া দেখিলে এর মত অবিবেচনার কাজ—এর মত অকাজ আর নাই। মেয়েরা ভাল না হইলে সংসার আশ্রমের দুঃখ কখনও ঘুচিবে না—দেশের খাটি উন্নতি কখনও হইবে না—এ ধারণাই আমাদের নাই। এ ধারণাই যদি আমাদের না থাকে, তবে, মা, তোমরা যে যত্নের জিনিশ, তাই বা কেমন করিয়া জানিব? তার মত কাজই বা কেমন করিয়া করিব? আমাদের দেশের লোকের সে জ্ঞানই নাই। সে জ্ঞান যে কখনও হবে, তারও কোনও লক্ষণ দেখিতেছি না। তবে জায়গায় জায়গায় মেয়েদের কিছু কিছু লেখা পড়া শিখান হইতেছে বটে। কিন্তু মেয়েরা সে রকম লেখা পড়া শেখায় কোন কাজ হইতেছে না—কোন কাজ হইবে বলি-

য়াও বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস, মেয়েরা সে রকম লেখা পড়া শেখায় কাজের চেয়ে অকাজই বেশী হইতেছে। তা হইবেই ত। তা ত হইবারই কথা। সংসার আশ্রমের সুখ হইবে—দেশের খাটি উন্নতি হইবে বলিয়া ত আমরা মেয়েদের লেখা পড়া শিখাই না। সাহেবরা মেয়েদের লেখা পড়া শিখান—আমরা শিখাই না। সাহেবেরা এ জানিতে পারিলে আমাদের ঘৃণা করিবেন বলিয়াই আমরা মেয়েদের লেখা পড়া শিখাই! মেয়েদের লেখা পড়া না শিখাইলে সাহেবরা ঘৃণা করিবেন—সাহেবরা অসভ্য বলিবেন। এই অসভ্য অপবাদ ঘুচাইবার জন্যে যাঁরা মেয়েদের লেখা পড়া শিখান, সুখের চেয়ে সংসার আশ্রমের দুঃখই তাঁদের বেশী। তাঁদের দুঃখের পরিচয় এক কথায় দিতেছি।

স্ত্রী লেখা পড়া শিখিয়াছেন; বাড়ীতে দাস দাসী খাটে; রাঁধুনি বামণে রাঁধে; স্বামী

আফিশে কাজ করেন; রোজ বেলা দশটার মধ্যে খাওআ দাওআ করিযা আফিশে যান। এক দিন সকাল বেলা চাকর আসিয়া বলিল, বাবু মহাশয়, আজ্ বুঝি আপনার আফিশ কামাই হয়, বামণ ঠাকুরেব জ্বর হইয়াছে। বাবু আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা কি কবিতেছেন ? চাকব বলিল তিনি উপরের ঘবে কেদেরায বসিয়া কার্পেট বুনিতেছেন। ঝি তাঁকে বামণ ঠাকুরের অসুখের কথা বলিয়াছে; তাতে তিনি কোনও কথা কন নাই। তবে আমার আফিশের কাপড় চোপড় শীঘ্র আন্; আফিশে গিযা জল টল খাব এখন। এই বলিয়া কাপড় চোপড় পবিয়া বাবু আফিশে চলিয়া গেলেন। ঝি, চাকর, দু জনেই কর্ত্রীব কাছে গিয়া বলিল—বাবু আজ্ না খাইযাই আফিশে গেলেন। তা যান; তাতে আমি ডরাই না; আমাব এত সুখে কাজ নাই; আমি রাঁধিয়া ভাত দিতে পারিব না ; দুখান গহনা

দিতেন, তা না হয় না দিবেন—কার্পেট বুনিতে বুনিতে এই রকম ঘজ্ ঘজ্ করিয়া বকিতে লাগিলেন। ঝি, চাকর অবাক্ হইয়া চলিয়া গেল। স্বামীকে যে স্ত্রী রাঁধিয়া ভাত দিতে অপমান মনে করেন, ব্যামো পীড়া হইলে স্বামীর সেবা শুশ্রুষা সে স্ত্রীর কাছে যে একবারে সম্ভবই নয়, তা কি, মা, আর বলিতে হবে? স্বামীর সঙ্গে যাঁর এমন ব্যবহার, শ্বশুর শাশুড়ির বা আর আর গুরুজনের মান সম্ভ্রম তাঁর কাছে কত দূর থাকে বা থাকিতে পারে, তা ত বুঝিতেই পারিতেছ। অসভ্য অপবাদ ঘুচাইবার জন্যে মেয়েদের যে রকম লেখা পড়া শিখান হয়, সে রকম লেখা পড়া শিখানর ফল এই। অসভ্য অপবাদ ঘুচাইতে গিয়া সংসার আশ্রমের সুখে যদি এই রকম করিয়া জলাঞ্জলি দিতে হয়, তবে সে সভ্য নাম কিনিবার দরকার কি?

স্বামীর সঙ্গে যিনি এমন ব্যবহার করিলেন

মা বাপের কাছে ছেলে বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি শিক্ষা পাইলে, তিনিই আবার দেবীর মত ব্যবহার করিতেন। বেলা হইল, এখনও রান্না চড়িল না, বামণ ঠাকুরের জ্বর হইয়াছে, আজ্ বুঝি বাবুর আফিশ কামাই হয়। ঝি আসিয়া এই কথা বলিলে, তিনিই উত্তর করিতেন, সে কি ঝি। আমি থাকিতে সে ভাবনা কেন? আমার বাঁচিয়া থাকা তবে কি জন্যে? দাস, দাসী, বামণে তাঁর সকল কাজই করে। তাদেরই জন্যে স্বামীর সেবায় শরীর খাটান আমার ভাগ্যে ঘটে না। স্বামীর সেবায় যদি শরীর খাটাইতে না পারিলাম, তবে আমার এমন শরীরে কাজ কি? আজ্ আমার সুপ্রভাত—আজ্ আমার পরম সৌভাগ্য যে, স্বামীর সেবায় শরীর খাটাইবার অবকাশ পাইলাম। রাঁধিয়া ভাত দিব, পরিবেশন করিব, কাছে বসিয়া খাওয়াইব— এর বাড়া ভাগ্য আমার আর কি হইতে

পারে? এখন, মা, একবার তুলনা করিয়া দেখ, স্ত্রীর মুখে কোন্ কথাটা শোভা পায়। তাতেই বলি, নীতি-শিক্ষার গুণে মেয়ে মানুষ দেবীর প্রকৃতি পান। আবার সেই নীতি-শিক্ষার অভাবে মেয়ে মানুষ পেত্‌নীর (প্রেতনীর) চেয়েও অধম হয়। কিন্তু সে নীতি-শিক্ষা মেয়ের সহজে হয় না। এ কথা এর আগেই বলিছি। খুব শিশু বেলা থেকে অর্থাৎ কথা ফুটিতেই—জ্ঞান হইতেই মেয়েকে পাখী পড়ানর মত মা বাপে যদি নীতি শিখা-ইতে আরম্ভ করেন, তবেই মেয়ের যথার্থ নীতি-শিক্ষা হইতে পারে। খালি নীতি শিখাইলেই হবে না। মা বাপের আচার ব্যবহারে মেয়ে যেন সে নীতির পরিচয় পায়। উপদেশের চেয়ে দৃষ্টান্তের বল ঢের বেশী। মা, কখনও মিছে কথা বলিও না—বাপ মায়ের এই নীতি কথা মেয়ে শিখিয়া রাখিল। কিছু দিন পরে মেয়ে জানিতে পারিল, বাপ মা দু

জনেই মিছে কথা বলেন। তখন কি, সে নীতি কথার উপর মেয়ের ভক্তি থাকে, না থাকিতে পারে? সে নীতি কথা মেয়ে আর মানে না। মা বাপের যে রকম আচার ব্যবহার দেখে, মেয়ে ঠিক্ সেই রকম আচার ব্যবহার শিখে। শিশুরা যা দেখে তাই শিখে—নিয়মই এই। তাতেই বলি, নীতি শিখানও চাই—নিজের আচার ব্যবহারে সে নীতির পরিচয়ও দেওয়া চাই। নীতি শিখাইয়া, নিজের আচার ব্যবহারে সে নীতির পরিচয় দিয়া—খালি এ করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকা হবে না। মেয়ের সঙ্গ-দোষ না ঘটে, নীতি শিখানর সঙ্গে সঙ্গে সেটী-রও দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। নৈলে, নীতি শিখানর কোনও ফলই ফলিবে না। মা বাপে মেয়েকে যত্ন করিয়া নীতি শিখান। কিন্তু ঝগড়া করা, খারাপ কথা বলা, গালি দেওয়া, হিংসা করা, মিছে কথা বলা, চুরি

করা, ফাকি যেওয়া—খেলিবার সঙ্গিদের কাছে এই সব কুশিক্ষা—এই সব মন্দ অভ্যাস মেযের রোজই হয। এতে মা বাপের নীতি শিখানয যা করে বা করিতে পারে, তা ত বুঝিতেই পারিতেছ। তাতেই বলি, মেযের সঙ্গ-দোষ যাতে না হইতে পারে, মা বাপ বিধি মতে যেন তার উপায করেন। নৈলে, তাদের সব যত্ন, সব চেষ্টা বিফল হবে। কুসঙ্গের যেমন দোষ, সুসঙ্গের তেমনি গুণ। সঙ্গ-দোষে মানুষ প্রেতের চেযে অধম হয। আবার সঙ্গ-গুণে মানুষ দেবতার মত হন। তাতেই লোকে বলিযা থাকে—যদি না পড়াবি পো, তবে সভায নিযে গিযে থো। কথায কথায আমরা এ কথা বলিযা থাকি। এ কথাটার অর্থ কি? ছেলেকে গুণ জ্ঞান শিখান যদি তোমার না ঘটিযা উঠে, তবে তাকে ভদ্র সমাজে—ভদ্র লোকের কাছে রাখিযা দেও; তা হইলে তারও আচার

ব্যবহার ভদ্র লোকেব মত হইবে। ভদ্র লোকের বাড়ী চাকব থাকিলে চাষারও আচার ব্যবহার রীতি নীতি কথা বার্ত্তা ভদ্রের মত হয। তবেই দেখ, সুসঙ্গেব গুণ কত। তাতেই বলি, নীতি শিক্ষার যেমন দবকার, সুসঙ্গেরও তেমনি দরকাব। ভদ্র বংশ, ভদ্র সন্তান, দস্তুব মত লেখা পডা শিখিযাছেন, কিন্তু সঙ্গ-দোষে তিনি ভদ্র হইতে পাবেন নাই —এ পবিচয আজ্ কাল্ যেথানে সেখানে পাওয়া যায। সঙ্গ-গুণেব আব সঙ্গ-দোষেব ফলাফলের একটী সুন্দব গল্প আছে। সে গল্পটী তোমাকে বলি, শুন।

একটী গাছে টৈযা পাখীর দুটী ছা হয়। এক পাখী-মাবা সেই ছা দুটী লইযা গিয়া একটী ছা এক চামাবের (মুচিব) কাছে বিক্রি করে; আর একটী ছা এক ঋষিকে (মুনিকে) দেয। চামারের পাখী চামারের আচাব ব্যবহার রীতি নীতি শিখিতে লাগিল। ঋষির পাখী ঋষির আচাব

ব্যবহার রীতি নীতি শিখিতে লাগিল। এক দিন দুপর বেলা ভারি রৌদ্রের সময় এক পথিক পথশ্রান্ত হইয়া চামারের বাড়ীর ঠিক্ কাছেই একটী গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিল। চামারের পাখী পথিককে সেখান থেকে উঠাইয়া দিবার জন্য তাকে গালি মন্দ দিতে লাগিল। পথিক সেখান থেকে উঠিয়া গিয়া সেই ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইল। ঋষি (মুনি) আশ্রমে ছিলেন না। পথিককে আশ্রমের দিকে আসিতে দেখিয়া আসুন্, বসুন্, বিশ্রাম করুন্ বলিয়া ঋষির পাখী তার বিস্তর আদর করিল। ঋষির পাখীর ভদ্র ব্যবহারে আশ্চর্য্য হইয়া পথিক তার সুখ্যাতি আর চামারের পাখীর নিন্দা করিতে লাগিল। পথিকের মুখে নিজের সুখ্যাতি আর চামারের পাখীর নিন্দা শুনিয়া ঋষির পাখী বলিল, মহাশয়, আপনি যে পাখীর সুখ্যাতি করিতেছেন, সেও যে পাখী, আর যে পাখীর নিন্দা

করিতেছেন, সেও সেই পাখী। চামারের পাখীরও কোন দোষ নাই, আমারও কোনও গুণ নাই। চামারের দোষেই চামারের পাখীর দোষ, আর ঋষির গুণেই আমার গুণ। চামারের কাছে থাকে বলিয়াই সে পাখী চামারের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সব শিখিয়াছে। আর আমি ঋষির কাছে থাকি বলিয়াই ঋষির আচার ব্যবহার রীতি নীতি সব শিখিয়াছি। আমার যে সুখ্যাতি করিতেছেন, সে সুখ্যাতি ঋষির। আর চামারের পাখীর যে নিন্দা করিতেছেন, সে নিন্দা চামারের।

পাঠশালে, স্কুলে, কলেজে, মেয়ে ছেলে পড়া শুনা করিতেছে বলিয়াই যেন মা বাপে নিশ্চিন্ত না থাকেন। ঋষির পাখীর কথা যেন তাঁদের মনে থাকে। ছেলে মেয়ের সঙ্গ-দোষে অনেক মা বাপকে চির দিনের জন্যে সংসার আশ্রমের সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে।

তাতেই বাবে বারে বলিতেছি, ছেলে মেয়ে-দেব খালি নীতি শিখাইয়া মা বাপে যেন কখনও নিশ্চিন্ত না থাকেন। নিশ্চিন্ত থাকিলেই ঠকিবেন। মেয়ের শিক্ষা মায়েরই কাছে বেশী হয। ধবিতে গেলে, ছেলে মেয়ে দুয়েরই শিক্ষা মাযেবই কাছে বেশী হয়। কেন না, শিখিবার যে সময, শিশুরা সে সময় মাযেবই কাছে থাকে। শিখিবার সময়ই শিশু বেলা। শিশু বেলা যে শিক্ষা হয়—যে অভ্যাস হয, সে শিক্ষা, সে অভ্যাস কখনও ঘুচাইতে পাবা যায না। এ কথা এব আগেই বলিছি। তবেই দেখ, ছেলে মেয়ের মন্দ শিক্ষাব জন্যে, মন্দ অভ্যাসের জন্যে মায়ের মত দাযী আর কেউই না। ছেলে মেযের মন্দ শিক্ষাব জন্যে, মন্দ অভ্যাসের জন্যে মা সব চেয়ে বেশী দাযী—এ যদি স্থির হইল, তবে ঘরে ঘরে শিশু বেলা থেকে মেযেব দস্তুর মত নীতি শিক্ষা হওয়া যে নিতান্ত

আবশ্যক, তা কি আর বলিতে হবে ? মেয়ে প্রথমে বাপের বাড়ীর ঝি থাকেন, তার পর শ্বশুর বাড়ীর বৌ হন, তার পর মা হন। বাপের বাড়ীর ঝি নীতি-শিক্ষা না পাইয়া শ্বশুর বাড়ী গেলে, তিনি ভাল বৌ-ই বা কেমন করিয়া হইবেন—ভাল মা-ই বা কেমন করিয়া হইবেন ?

আমাদের সমাজের উপস্থিত যে নিয়ম আছে, তাতে বাপের বাড়ীর ঝির নীতি শিক্ষা সম্ভব নয় বলিলেই হয়। সে নিয়ম আর কি ? বিয়েতে কন্যা-কর্ত্তার কাছে বেশী করিয়া টাকা কড়ি গহনা পত্র লওয়ারই দিকে বর-কর্ত্তার দৃষ্টি। কেবল টাকা কড়ি গহনা পত্রেরই দিকে বর-কর্ত্তার দৃষ্টি থাকিতে বাপের বাড়ীর ঝির নীতি-শিক্ষা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় কেন, তা বলি। এর আগেই বলিছি, আদরের জিনিশ না হইলে তার উন্নতির জন্যে চেষ্টা হয় না। এ দেশে মেয়ের আদরও নাই—

মেয়ের উন্নতির জন্যে চেষ্টাও নাই। মেয়ের আদর দূরে থাক; ভদ্র লোকের ঘরে মেয়ে হইলে মা বাপের মাথায় মাথায় ভাবনা পড়িয়া যায়। মা বাপের এ রকম ভাবনার কারণ আর কি? মেয়ের বিয়েতে টাকা খরচ। উপ্‌রো উপ্‌রি দুই মেয়ে হইলে পোআতিকে গঞ্জনা দিতে কেউ ছাড়ে না। পোআতির এ রকম গঞ্জনার কারণ আর কি? মেয়ের বিয়েতে টাকা খরচ। আমি জানি, একটী পোআতির উপ্‌রো উপ্‌রি চারি মেয়ে হয়। পাঁচ বারের বার গর্ভ হইলে সে বলে, এ বারে যদি মেয়ে হয়, তবে আমি আঁতুড় ঘরেই গলায় দড়ি দিব। মেয়ে পুরুষের গঞ্জনা এবারে আমি আর সইতে পারিব না। পোআতির মনের এ রকম কষ্টের কারণ আর কি? মেয়ের বিয়েতে টাকা খরচ। মেয়ের বিয়েতে যদি টাকা খরচ না হইত, তবে মেয়ে হইলে মা বাপে এত ডরাইতেনও না, মেয়ের এত

অনাদরও হইত না। আজ্ খাই আমার এমন নাই; কিন্তু দু শ টাকার কমে মেয়েব বিয়ে দিতে পারিব না। এ টাকা আমি পাই কোথায়? একটী মেয়ে হইলেও বা যা হোক্, ভিক্ষা সিখ্‌খা করিয়া আনিয়া কোনও রকমে উদ্ধার হইতে পারিতাম। এ অবস্থায় বাপের বাড়ী মেয়ের আদর যত হয় বা হইতে পারে—মেয়েব নীতি-শিক্ষা যত হয় বা হইতে পারে, তা ত বুঝাই যাইতেছে। মেয়ে মা বাপের কি কাজে লাগেন? খাইয়া পরিয়া মানুষ হইয়া পরের ঘরে যান! শুদু এতেই মেয়েব যত্ন না হইবাব কথা। তার উপর মেয়ের বিয়েতে অত টাকা খরচ। এতে মা বাপে মেয়ে না হওয়াব প্রার্থনা করিবেন, আশ্চর্য্য কি? তাতেই বলি, আমাদের সমাজের উপস্থিত যে নিয়ম আছে, তার একটু এ দিক ও দিক্ করিলে দেশের যার পর নাই হিত হয়। এব আগেই বলিছি, হীরের আংটি, ঘড়ি,

ঘড়ির চেইন, রূপর দান সামগ্রী, নগত হাজার দু হাজার টাকা লইয়া এ সংসারের সুখে আমাকে একবারে জলাঞ্জলি দিতে হইবে—এ জানিতে পারিলে পাত্র মিছে জিনিশের লোভে আসল বস্তু হারাইতে কখনও রাজি হইতেন না। বর-কর্ত্তাই কি মিছে জিনিশের লোভে আসল বস্তু হারাইতে প্রস্তুত? কখনই না। তাতেই বলি, কন্যা কর্ত্তাদের কাছে কেবল টাকা কড়িই লওয়ার বন্দোবস্ত না করিয়া, বর-কর্ত্তারা সেই সঙ্গে পাত্রীদের নীতি-শিক্ষার পরিচয় লওয়ার ব্যবস্থা যদি করেন, তবে যথার্থই সংসার আশ্রমের সুখের সেতু (সাঁকো) বাঁধা হয়, সমাজের উন্নতির পাকা ভিত গাঁথা হয়, দেশের শ্রীবৃদ্ধির গোড়া পত্তন করা হয়। এর আগেই বলিছি, দেখিতে ভাল হইলেই পাত্রী ভাল হয় না। যে শিক্ষার ফলে মেয়ে মানুষ অন্য মেয়ে মানুষের কাছে দেবীর আদর পান, মা বাপের কাছে যদি

সেই শিক্ষা হইয়া থাকে, তবেই পাত্রীকে ভাল পাত্রী বলা যায়। পাত্রীব সে শিক্ষার পরিচয় লইবার উপায় কি? উপায় আছে—বেশ উপাযই আছে।

১। স্বামি-ভক্তি আর স্বামীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে তুমি মা বাপের কাছে যে শিক্ষা পাইয়াছ, বৈ পড়িয়া যা শিখিয়াছ, পরিষ্কার কাগজে, ভাল কালিতে, স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া দেও।

২। শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিলে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন? কেমন করিয়া তাঁদের সেবা শুশ্রূষা কবিতে হয়?

৩। শ্বশুর শাশুড়ি ছাড়া আর আর গুরুজনদেব কেমন করিয়া সন্তুষ্ট বাখিবে?

৪। স্বামীর ছোট ভাই ভগিনীদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিবে?

৫। শ্বশুর-বাড়ীর চাকর চাকরাণীদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিবে?

৬। প্রতিবাসিনীদেব সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিবে ?

৭। তুমি যদি কোনও অন্যায় কাজ কর, আর সেই অন্যায় কাজের জন্যে তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী, কি স্বামী, কি আর কোনও গুরুজন, কি অপর কেউ তোমাকে বকেন, তবে তাঁদের সঙ্গে তখন তুমি কি রকম ব্যবহাব করিবে ?

৮। তুমি যদি কোনও ক্ষতি লোক্শান কর, আব তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী, কি স্বামী তা জানিতে না পাবেন, তবে তুমি কি করিবে?

৯। অপরেব কাছে তোমার অন্যায কাজেব পবিচয পাইযা তোমার শ্বশুর, শাশুড়ী, কি স্বামী সেই অন্যায় কাজের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কি উত্তর দিবে ?

১০। পবেব বৌ ঝিব ভাল কাপড় চোপড়, গহনা পত্র দেখিযা হিংসা করার বিশেষ দোষ কি? সে হিংসা বা দোষ নিবারণের উপায় কি?

১১। শ্বশুর-বাড়ী গিয়া ভোর থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত গৃহস্থালি কাজ কর্ম্ম কখন্ কি করিবে, এক এক করিয়া লেখ।

পাত্রীকে এই সব প্রশ্নের উত্তর লিখিতে দিলে, তাঁর সে শিক্ষার পরিচয় বেশই পাওয়া যায়। সে শিক্ষার পরিচয় যে পাত্রীর না পাইবেন, বর-কর্ত্তা যদি সে পাত্রী পছন্দ না করেন, তবে বাপের বাড়ীর ঝির নীতি-শিক্ষার জন্যে সমাজের আর কিছুই করিতে হইবে না; ভাল বৌ, ভাল মা পাইবারও জন্যে আর কিছুই করিতে হইবে না। এ ছাড়া, এতে সমাজের আর একটী প্রকাণ্ড উপকার হবে। সে উপকার আর কি? দস্তুর মত নীতি শিক্ষা না হইলে মেয়ের বিয়ে হবে না, জানা থাকিলে, নিতান্ত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিবার জন্যে মা বাপে ব্যস্ত হইতে পারিবেন না—ব্যস্ত হইবার যো থাকিলে ত ব্যস্ত হই-বেন। তবেই দেখ, এক লাঠিতে সাত সাপ

মরিল কি না ? টাকা কড়ি সম্বন্ধে আজ্ কাল্ বিয়েতে যে নিয়ম হইয়াছে, তাতেও নিতান্ত অল্প বয়সে ছেলের কি মেয়ের বিয়ে ঘটিয়া উঠিতেছে না। পাস্-করা পাত্রের দর বেশী, যার যটা পাস্, তার দর তত বেশী বলিয়া ছেলে এক আধটা পাস্ না করিলে মা বাপে তার বিয়ে দেন না—বিয়ে দিতে চান না। এণ্ট্রান্স্, এল্ এ, বি এ, এম্ এ, এই চারিটি পাস্ করিলে ছেলে বিয়েতে ঢের টাকা পাবে মনে করিয়া অনেক জায়গায় মা বাপে ছেলের এম্ এ পাস্ করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন, আর কন্যা-কর্ত্তাদের নিয়ত ফিরাইতে থাকেন। এ দিকে দেখ, ছেলের দর বাড়াইবার দিকে মা বাপের নিয়ত দৃষ্টি থাকায় নিতান্ত অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে কাজেই ঘটে না। ও দিকে দেখ, মেয়ের বিয়ের টাকা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া নিতান্ত অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মা বাপের ঘটিয়াই

উঠে না। ছেলের দর বাড়াইবার দিকে মা বাপের দৃষ্টি থাকায় হানি নাই—বরং ইষ্টই আছে—কেন না, ছেলের গুণ জ্ঞান শিক্ষা হয আর নিতান্ত অল্প বয়সে বিয়ে ঘটে না। কিন্তু মেয়ের বিয়ের টাকা সহজে সংগ্রহ করিয়া উঠিতে না পাবার ভয মা বাপের থাকা ভাল নয়। তাতে সমাজের অনিষ্ট বৈ ইষ্ট নাই। কেন না, তাতে মেযের অনাদর বাড়ে বৈ কমে না। যেখানে মেয়ের অনাদর, সেখানে মেয়ের নীতি-শিক্ষা বা গুণ জ্ঞান শিক্ষা সম্ভবই না। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। তাতেই বলি, যে শিক্ষার ফলে মেয়ে মানুষ অন্য মেয়ে মানুষের কাছে দেবীর আদর পান, বর কর্ত্তারা সে শিক্ষার পরিচয পাওযা পাত্রী পছন্দের যদি একটী শর্ত্ত করেন, তবে স্ত্রীর অশিক্ষার দরুণ স্বামীর সুখের সংসাব দুঃখের সাগর হইবার ভয আর থাকিবে না। অনেকে এ কথা বলিতে পারেন, পাত্রীব নীতি-

শিক্ষার পরিচয় পাইবার জন্যে বর-কর্ত্তাদের অত পেড়াপীড়ি বা অত জেদ করিবার দরকার নাই। সুশিক্ষিত পাত্রের হাতে পড়িলে পাত্রীর নীতি-শিক্ষা হইতে কি বাকী থাকে ? আমি বলি খুব থাকে। মেয়ে যখন শ্বশুরের ঘর করিতে যায়, তখন প্রায় পেকে চুকেই যায়। তখন তার নীতি-শিক্ষার সময় থাকে না বলিলেই হয়। শিশু বেলা যে অভ্যাস হয়, যে শিক্ষা হয়, সে অভ্যাস—সে শিক্ষা কখনও ঘুচে না—কখনও ঘুচাইতে পারা যায় না। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। ছেলের চেযে মেয়ে সহজেই পাকা। পাঁচ বছরের মেযের যে রকম পাকামি, কথা বার্ত্তার যে রকম বাঁধুনি, কথার মারি পেঁচ—কথাব ফের ফার সে যেমন বুঝে, তাতে আট বছরের ছেলে তার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। লোকে বলে, আবালে না নোআলে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ্ ট্যাঁশ্। তাতেই বলি,

মা, শ্বশুর-বাড়ীতে থাকা মেয়ের নীতি-শিক্ষা হয় না—হইতে পাবে না। মিছে কথা বলা, চুরি করা, ফাকি দেওয়া, চুরি করিয়া খাওয়া, গালি দেওয়া, নিন্দা করা, হিংসা করা—বাপের বাড়ীতে মেয়ের এ সব মন্দ অভ্যাস হইলে, শ্বশুর-বাড়ী গিযা তার সে সব মন্দ অভ্যাস কি ঘুচে, না কেউ ঘুচাইতে পাবে? কখনই না। মনে করিলে, যত্ন করিলে, স্বামী স্ত্রীকে লেখা পড়া শিখাইতে পারেন, ছুঁচের কাজ শিখাইতে পারেন, আর আর শিল্প কর্ম্ম শিখাইতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীর যে শিক্ষা হইলে স্বামীর সংসার আশ্রমের যথার্থ সুখ হয, সে শিক্ষা তাঁর কাছে হয় না—হইতে পাবে না—সে শিক্ষা হইবার সময থাকে না। সে শিক্ষার সময উৎরে গেলে তবে স্ত্রী স্বামীর কাছে আসেন। তাতেই বলি, এ রকম করিয়া লিখাইয়া নীতি-শিক্ষার পরিচয় যে পাত্রীর না পাইবেন, বর-কর্ত্তা যেন সে পাত্রী পছন্দ না করেন—পাত্র যেন তাঁকে

সে পাত্রী পছন্দ করিতে না দেন। বাপ, খুড়ো, জ্যেঠা, পাত্রী পছন্দ করিয়া আসিলে, পাত্র তার উপর কোনও কথা বলিতে পারেন না, কোনও কথা বলিবার তাঁর যো নাই—এ কথা খুব সত্য। কিন্তু আমি বলি, মন্দ স্ত্রীর অনু-রোধে পড়িয়া শেষে ভাই, বাপ, খুড়ো, জ্যেঠার সঙ্গে দ্বন্দ্ব মারি করার চেয়ে, পদে পদে গর্হিত কর্ম্ম করার চেয়ে, জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনের নিন্দা কুড়ানর চেয়ে, চির জীবনের মত আপনার সুখে জলাঞ্জলি দেওয়ার চেয়ে, প্রথমে সামান্য চক্ষু-লজ্জা ঘুচাইয়া বাপ, খুড়ো, জ্যেঠাকে মনের কথা খুলিয়া বলা লক্ষ গুণে ভাল।

যাঁরা সম্বন্ধ করিতে আসিবেন, তাঁদের কাছে লিখিয়া নীতি শিক্ষার পরিচয় দিতে না পারিলে বিয়ে হবে না—এটা বড় শক্ত কথা। খালি এতেই, খালি এই ব্যবস্থাতেই, নীতি শেখায় আর লেখা পড়া শেখায় মেয়েদের বিশেষ মনোযোগ হইবার কথা। এ ব্যবস্থায়,

মেয়েদের দস্তুর মত নীতি না শিখাইয়া, দস্তুর মত লেখা পড়া না শিখাইয়া মা বাপেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। নিশ্চিন্ত থাকিবার যো কি? তবেই দেখ, মেয়েদের নীতি শিখাইবার এটী কেমন যুক্তি, কেমন উপায়। তা ছাড়া, এ রকম পরীক্ষায় পাত্রীর গুণ, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা—এ সমস্ত জানিতে কিছুই বাকী থাকে না। পাত্রীর গুণ জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যার উপর পাত্রের জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে, এটা আমরা দেখিয়াও দেখি না, মানিয়াও মানি না। তাই, কাণা নয়, খোঁড়া নয়, বোবা নয়, খালি এই তিনটী পরিচয় পাইলেই আমরা পাত্রী পছন্দ করিয়া আসি! শেষে অবুঝ আধ-বোধ পাত্রী গতাইয়া চির-জীবনের মত পাত্রের সুখ শান্তিতে জলাঞ্জলি দিই! এতে আমাদের, আমাদের সমাজের, আমাদের দেশের এমন দুর্দ্দশা না হবে কেন।

পাঠশালে, স্কুলে, কলেজে নীতি শিখানর ব্যবস্থা কোন খানেই নাই। তাতেই, এখনকার ছেলে মেয়েদের ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি খুবই কম দেখা যায়। নীতি-শিক্ষা না হইলে, খালি লেখা পড়া শিখিলে চরিত্র ভাল হয় না—ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি হয় না। শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা না হইলে স্বভাব চরিত্র ভাল হইতে পাবে না। ছেলে মেয়ের নীতি-শিক্ষার দিকে মা বাপেরও মনোযোগ নাই, স্কুল কলেজের কর্ত্তাদেরও দৃষ্টি নাই। তাঁদের কেবল লেখা পড়া শিখানরই দিকে দৃষ্টি। ছেলে মেয়েদের খালি লেখা পড়া শিখাইয়া আমাদের কি লাভ হইয়াছে? লাভ মন্দ হয় নাই। পণ্ডিতের কথা, প্রেতের আচরণ—ঘরে ঘরে এই পরিচয় পাওয়াই আমাদের লাভ! এই মাত্র বলিলাম, নীতি-শিক্ষা না হইলে—খালি লেখা পড়া শিখিলে চরিত্র ভাল হয় না—ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি হয় না। ধর্ম্ম কর্ম্ম কাকে বলে?

সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা, অর্চ্চা, কেবল একেই ধর্ম্ম কর্ম্ম বলে, তা নয়। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করার নাম ধর্ম্ম। মা বাপকে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, তাদের বাধ্য হওয়া, তাঁদের সেবা শুশ্রূষা করা, তাঁদের কষ্ট নিবারণ করা, তাদের দুঃখ দূর করা, তাঁদের অভাব ঘুচাইয়া দেওয়া—এ সবই ধর্ম্ম কর্ম্ম। ছেলে মেয়েকে নীতি শিখান—ছেলে মেয়েকে লেখা পড়া শিখান—এ সবও ধর্ম্ম কর্ম্ম। যে কাজে পরের হিত হয়, সমাজের হিত হয়—দেশের হিত হয়, সেই কাজকেই ধর্ম্ম কর্ম্ম বলে। সমাজের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে কাজ করিবে, তাতেই ধর্ম্ম হবে। অকাজ আর অধর্ম্ম এক কথা। যে কাজে পরের অনিষ্ট হয়—সমাজের অনিষ্ট হয়—দেশের অনিষ্ট হয়, সেই কাজকেই অকাজ বলে। সেই অকাজ করার নাম অধর্ম্ম।

ঘরে ঘরে মেয়েদের শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা না হইলে সংসার আশ্র-

মের সুখ শান্তি কখনও হইবে না, সমাজের শ্রীবৃদ্ধি কখনও হইবে না, দেশের খাটি উন্নতি কখনও হইবে না—তোমাকে নীতি শিখাইতে বসিয়া রোজই এই কথা বলিতাম বলিয়া, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে, ঘরে ঘরে মেয়েদের শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা হয়, এমন উপায় আছে কি না? উপায় আছে, ভাল উপায়ই আছে, সে উপায়ের কথা এর পর বলিব—এই উত্তর দিয়া তোমাকে তখন ক্ষান্ত করিতাম। এত দিনের পর, আজ্ তোমাকে সেই উপায়ের কথা বলিলাম। খালি সেই উপায়টীর কথা না বলিয়া, তার সঙ্গে আরও ঢের কথা বলিলাম। আরও যে ঢের কথা বলিলাম—তাও যে সে কথা নয়—নীতি-কথা। নীতি শিখানর গুণ, নীতি না শিখানর দোষ, সুসঙ্গের গুণ, কুসঙ্গের দোষ, কেবল এই সব কথাই বলিলাম। তোমাকে যদি নীতি না শিখাইতাম, তোমার যদি নীতি-

শিক্ষা না হইত, তবে এ সব কথা শুনিয়া তোমার আহ্লাদ হইত না। তাতেই বলি, নীতি-শিক্ষার কি গুণ। যথার্থ নীতি-শিক্ষা হইলে, নীতি-কথা ছাড়া আর কোনও কথা ভাল লাগে না; নীতি-কথা ছাড়া আর কোনও কথা শুনিয়া সুখ হয় না। এই জন্যে, মেয়েদের নীতি-শিক্ষার এত দরকার। মেয়েদের নীতি-শিক্ষা হইলে, তাঁরাই যখন আবার ছেলে মেয়ের মা হন, তখন তাঁরা আপনার আপনার ছেলে মেয়েকে নীতি না শিখাইয়া কখনই থাকিতে পারেন না। এর আগেই বলিছি, ছেলে মেয়ে দুয়েরই শিক্ষা মায়েরই কাছে বেশী হয়। কেন না, শিখিবার যে সময়, শিশুরা সে সময় মায়েরই কাছে থাকে। তাতেই বলি, মা, মেয়েদের নীতি-শিক্ষার বড় দরকার!

দ্বিতীয় সর্গ।

মা, তোমাকে লইয়া যাইবার জন্যে তোমার শ্বশুর-বাড়ী থেকে লোক আসিযাছে। কথা ফুটিতেই—জ্ঞান হইতেই পাখী-পড়ানর মত করিয়া তোমাকে যে নীতি শিখাইয়াছি, এ গাঁয়ের—এ দিকের সকলেই তোমার সে নীতি-শিক্ষার পরিচয় পাইয়াছে। তুমি কখনও মিছে কথা বল না; কখনও পরের জিনিশ লও না; কখনও কারো চড়া কথা বল না; কখনও কাবো গালি দেও না, কখনও কারো সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কর না; কখনও কারো নিন্দা কব না; কখনও কারো হিংসা কর না; কখনও কারো ক্ষতি কর না; কারো মনে কষ্ট হয়, এমন কাজ তুমি কখনও কর না—এ দিকের সকলেই তা জানে, এ দিকের সকলেই সে পরিচয় পাইয়াছে। এখন তোমার শ্বশুর-বাড়ীর সকলে, শ্বশুরের গাঁয়েব সকলে সে

পরিচয় পাইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়, তোমাকে এত কষ্ট করিয়া নীতি শিখানর শ্রম আমাব সার্থক হয়। শ্বশুর-বাড়ী গিয়া কাব্ সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করিতে হয়, কি রকম করিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে হয়; সকলকে কি রকম করিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হয—তোমাকে অনেক বার তা বিশেষ করিযা বলিছি। এখন শ্বশুর-বাড়ী যাবে, সেখানে গিযা নীতি-শিক্ষার পবিচয় তোমাকে কথায কথায় দিতে হবে; এই জন্যে, সে সব নীতি কথা আর একবাব ভাল করিয়া বলি, মন দিযা শুন।

স্বামী পরম গুরু। স্বামীকে ভক্তি করা, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা কবা, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা—স্ত্রীলোকের এই তিনটীই কাজ। এই তিনটী কাজ ছাড়া স্ত্রীলোকেব আব কাজ নাই। এই তিনটী কাজে স্ত্রীলোকেব আব আর সকল কাজই বুঝায়। স্ত্রীলোকের যে

কাজে এই তিনটী কাজের একটীবও পরিচয় পাওয়া না যায়, সেইটীই তাঁদের অকাজ। বেশ করিয়া ঠাউবে দেখিলে, খতিয়ে দেখিলে, মন দিয়া ভাবিয়া দেখিলে, এ কথাটী ঠিক্ কি না, বেশ বুঝিতে পাবিবে। যত ঠাউরে দেখিবে, যত খতিযে দেখিবে, যত ভাবিযা দেখিবে, এ কথাটী ঠিক্ বলিযা ততই তোমার মনে হইবে।

সাক্ষাৎ দেবতা মনে করিয়া স্বামীকে ভক্তি করিবে।

যে মেয়ে স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন, মা বাপের কাছে তাঁরই যথার্থ নীতিশিক্ষা হইয়াছে। এখন, মা, তোমার স্বামিভক্তির পরিচয় পাইযা তোমার শ্বশুর-বাড়ীর সকলে, সে গাঁযেব সকলে সুখ্যাতি কবিলে তোমাকে নীতি শিখানব শ্রম আমার সার্থক হয। এ দেশে মেযেদের নীতি শিখানব

পদ্যি (পদ্ধতি) নাই। কাজেই, তারা স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখে না। মেয়েরা স্বামীকে যে ভক্তি করিতে শিখে না, শ্বশুর বাড়ী গিয়া তুমি তার পরিচয় হাতে হাতে পাবে। তুমি আমার কাছে যে সব নীতি-কথা শুনিয়াছ, যে সব নীতি শিখিয়াছ, সেখানকার বৌ ঝিদের আচার ব্যবহার ঠিক্ তার উল্টো দেখিবে। সেখানকার বৌ ঝিদের আচার ব্যবহার উল্টো দেখিয়া, পাছে তোমার মন খারাপ হয়, এই জন্যে তোমাকে আগে থাকিতে বলিয়া দিতেছি যে, তোমার শিক্ষায় আর তাদের শিক্ষায় ঢের তফাত—আকাশ পাতাল তফাত। তোমার শিক্ষার সঙ্গে তাদের শিক্ষার তুলনাই হয় না। তুমি শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি শিখিয়াছ। তারা শিশু বেলা থেকে কেবল কুনীতিই শিখিয়াছে। কাজেই, তুমি গিয়া তাদের আচার ব্যবহার সব উল্টো দেখিবে বৈ আর কি ? তোমার নীতির

পরিচয় পাইযা তারা তোমাকে কথায কথায ঠাট্টা করিবে, বিদ্রুপ করিবে। তারা মনে করিবে, আমরা যা শিখিয়াছি তাই ঠিক্; আর তুমি যা শিখিয়াছ, তা ঠিক্ নয। তুমি স্বামীকে ভক্তি করিতে শিখিয়াছ; তারা স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে শিখিযাছে। তারা স্বামীকে যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে শিখিয়াছে—তারা স্বামীকে যে রকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, সে পরিচয় তোমাকে আগে দিই। সে সব পরিচয় পাইলে তুমি শ্বশুর-বাড়ী গিযা খুব সাবধান হইতে পারিবে—নিজের সুশিক্ষার পরিচয় তাদের কাছে সাহস করিযা দিতে পারিবে।

অমুক, অমুককে ভক্তি করে। ভক্তি করে তার প্রমাণ কি? তার প্রমাণ দেয কে? মনের কথা কেউই জানিতে পারে না। ভক্তির কথা শুনিলে, ভক্তির কাজ দেখিলে তবে লোকে ভক্তির পরিচয় পায়। আমা-

দের এ হতভাগ্য দেশে মেয়েদের কথা শুনিয়া তাঁদের স্বামি-ভক্তির পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না। ভক্তির পরিচয় পাওয়া দূরে থাক, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, গালি মন্দ, নিন্দা—তাঁদের কথায় কেবল এই সব পরিচয়ই পাওয়া যায়। মেয়ে মহলের এমনি কুশিক্ষা যে, স্বামীকে যিনি যত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে পারিবেন, গালি মন্দ দিতে পারিবেন, নিন্দা করিতে পারিবেন, স্বামীকে যত বকিতে পারিবেন, স্বামীকে যত তিত বিরক্ত করিতে পারিবেন, স্বামীর সঙ্গে যিনি যত ঝগড়া করিতে পারিবেন, তার বাহাদুরি তত বেশী, তাঁর গৌরব—তাঁর মান তত বেশী। স্বামীকে তিনি বলিবার যো কি? যিনি স্বামীকে "তিনি" বলিবেন, মেয়ে মহলে তাঁর আর রক্ষা নাই। ঠাট্টা বিদ্রুপের ভয়ে দু তিন দিন তিনি মুখ দেখাইতেই পারেন না। ও, সে, সেই, ঐ, বলেছে, করেছে, দিয়েছে, নিয়েছে, রয়েছে, বকেছে, শুনেছে; এই সব

তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কথা ছাড়া স্বামীর সম্বন্ধে কাবো কাছে আব কোনও কথা বলিবার যো নাই। আমাব বেশ মনে আছে, এক গৃহস্থের বাড়ীব পুরুষেবা অন্য গাযে এক দিন নিমন্ত্রণ খাইতে গিযাছিলেন। নিমন্ত্রণ খাইযা ফিরিযা আসিতে তাদেব একটু বাত্রি হয। আব আব সকলকে দেখিযা এক জনেব স্ত্রী জিজ্ঞাসা কবিলেন, আমাদেব বাড়ীব সে মিন্‌শে কোথায। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি শুনিযা এক জনকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, এত বাত্রে উনি কৃষাণেব (মাহিন্দাবেব) খোঁজ কবিতেছেন কেন? তিনি হাসিযা উত্তব কবিলেন, উনি কৃষাণেব খোঁজ কবিতেছেন না; স্বামীব খোঁজ করিতেছেন!!! আমি একবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম। ভদ্র লোকের মেয়ে, ভদ্র লোকেব স্ত্রী, ছেলে পিলের মা, তাঁর মুখে স্বামীর সম্বন্ধে এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্যেব কথা। বাপের বাড়ীতে মেয়েব

নীতি-শিক্ষা না হইলে, শ্বশুর-বাড়ী গিয়া তিনি এই রকম অশিক্ষাবই পরিচয় দেন—তাঁব কাছে এই বকম অশিক্ষারই পরিচয পাইবাব কথা। স্বামীকে আবাব ঠাট্টা বিদ্রূপও কম কবা হয না। মাযেব কাছে বা ভগিনীর কাছে বসিযা স্বামীব চা'ল চলন, আকার প্রকার, ভাব ভঙ্গি, কথা বার্ত্তা লক্ষ্য কবিযা যে মেযে ঠাট্টা বিদ্রূপ কবিতে পাবে, সে মেযে খুব চালাক চতুব মেযে। শ্বশুব-বাডীতে জামাই-যের ভাগ্যে এই রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রাযই ঘটিয়া থাকে। স্বামীব ভগিনীদেব কাছে বা পাড়া প্রতিবাসীব বৌ ঝিদেব কাছে বসিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিযা যে বৌ এই রকম ও আবও অনেক রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ কবিতে পারে, সে বৌ খুব চালাক চতুব বৌ। বাপেব বাডী মেযেব নীতি-শিক্ষাব পবিচয এই। শ্বশুব-বাডী বৌ'র নীতি শিক্ষাব পবিচয এই। লোকে বলে "মর" গালির বাড়া গালি নাই।

স্বামীকে সে গালিও দেওয়ার ক্রটি করা হয না! তুই মর্, তুই গোল্লায় যা, তুই মর্‌বি কবে, তুই মরিলে আমি বাঁচি, তুই মবিলে আমার আপদ্ যায়, ভাঙা ওড়া—ঘব যোড়া—স্বামী উপস্থিত থাকিলে তাঁকে এই রকম ও আরও ঢের রকম গালি দেওযা হয়! সে মরুক্, সে গোল্লায যাক্, সে মরিবে কবে, সে মরিলে আমি বাঁচি, সে মরিলে আমার আপদ্ যায়—স্বামী উপস্থিত না থাকিলে—তাঁকে এই রকম ও আরও ঢের রকম গালি দেওয়া হয! সে গোল্লায যাক্, সে গোল্লায় যাক্, সে গোল্লায় যাক্, বলিয়া কখন কখন মাটিতে বাঁ পায়ের লাথিও তিনবার মাবা হয়!!!

যে দেশে সীতা সাবিত্রীর জন্ম, যে দেশের স্ত্রীলোকের স্বামি-ভক্তি অন্য অন্য দেশে উপমা-স্থল হইয়া রহিয়াছে, সে দেশে স্বামীকে এত অভক্তি! স্বামীকে এত তুচ্ছ তাচ্ছিল্য!

এ অভক্তির, এ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কারণ আর কি? নীতি-শিক্ষার অভাব। মেয়েদের নীতি-শিক্ষার অভাবে সংসার আশ্রমের যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্ত্রী যখন স্বামীকে বকিতে থাকেন—স্বামীকে গালি দিতে থাকেন, কি স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে থাকেন, সে বকুনি শুনিয়া, সে গালি শুনিয়া, বা সে ঝগড়া দেখিয়া, স্ত্রীর কাছে স্বামীর এমন দুর্দ্দশা হইতেছে, অপরিচিত লোকে তা কখনই ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারেন না। তিনি নিশ্চয়ই মনে করেন, রাঁধুনি বামণ, বাড়ীর গমস্তা, কি খান্‌শামার এই রকম শাস্তি হইতেছে।

তার পর আবার বলি, সাক্ষাৎ দেবতা মনে করিয়া স্বামীকে ভক্তি করিবে। খালি মনেতে তোমার সে ভক্তি থাকিলে চলিবে না। কাজে, কথায়, দুয়েতেই তোমার সে ভক্তির পরিচয় দেওয়া চাই। অশিক্ষিত মেয়েদের

ঠাট্টা বিদ্রুপের ভয়ে স্বামীকে কখনও অভক্তি করিবে না, স্বামীকে বা স্বামীর সম্বন্ধে কখনও অভক্তির কথা বলিবে না। স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কখনও ঠাট্টা বিদ্রুপ করিবে না। স্বামকে কখনও নিন্দা করিবে না; স্বামীর নিন্দাও কখনও শুনিবে না। স্বামীর নিন্দা যেখানে শুনিবে, সেখানে থাকিবে না। স্বামীর নিন্দা যেখানে হবে, সেখানে কখনও যাবে না। স্বামীর উপর কখনও বিরক্ত হবে না। স্বামীর উপর কখনও রাগ করিবে না। বিরক্ত হইয়া বা রাগ করিয়া স্বামীকে কখনও কর্কশ কড়া কথা বলিবে না। কোনও কাজে বিরক্ত হইয়া স্বামী তোমাকে বকিলে, তাঁর সঙ্গে কখনও উত্তর করিবে না। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। কখনও কোনও কাজে স্বামীর অবাধ্য হবে না। সর্ব্বদা স্বামীর আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিবে। স্বামী যখন

যা বলিবেন, তাই করিবে। স্বামীর কথায় কখনও অভিমান করিবে না। অভিমান করিলে স্বামীকে অভক্তি করা হয়, স্বামীকে অমান্য করা হয। স্ত্রীব অভিমানে স্বামী যত বিরক্ত, তত আর কিছুতেই না। অভিমান আর অহঙ্কাব এক কথা। যাঁর যত অহঙ্কাব, তাঁর তত অভিমান। অভিমান বড় মন্দ জিনিশ। অভিমান করিলে স্বামীর কাছে স্ত্রীর মান বাড়ে না। অভিমানে স্ত্রীব মান খাটো হয। অভিমান করিলে স্ত্রীকে স্বামী অসার মনে কবেন। যে স্ত্রীকে স্বামী অসাব মনে করেন, সে স্ত্রীর মান কোথায়? তবেই দেখ, অভিমান কবার দোষ কত। স্বামীব উপব জেদ করিয়া কখনও কোনও কাজ করিবে না। এই কবিব বা এই লইব বলিয়া স্বামীব কাছে কখনও জেদ করিবে না। এই লইব বলিয়া জেদ করিলে স্বামীকে অভক্তি করা হয়, স্বামীকে অমান্য করা হয়। স্বামীর উপর

জেদ করিয়া কোনও কাজ করিলে বা করিতে গেলে স্বামীকে অপমান করা হয। তাতেই বলি, স্বামীর উপর জেদ করিয়া কোনও কাজ করা, বা করিতে যাওয়া বড়ই মন্দ। জেদে মানুষের হিত অহিত জ্ঞান থাকে না। মেয়ে মানুষে জেদ করিযা যখন কোনও কাজ করেন বা করিতে যান, তিনি মেযে মানুষ কি পুরুষ মানুষ, তখন তাঁর সে জ্ঞানও থাকে না। এমন অকাজ নাই, যা জেদে হয না। মেয়ে মানুষে এ কথাটা যেন কখনও না ভুলেন। জেদে অনেক মেযে মানুষ অনেক সময় অনেক অকাজ করিযাছেন। জেদে অনেক মেযে মানুষ সংসারের সুখে একবারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। তাই বলি, মেযে মানুষে জেদ যেন কখনও না করেন। জেদে মেযে মানুষের সকল গুণ নষ্ট করে। জেদ অহঙ্কারের বাড়া। কখনও কোন কাজে স্বামী যেন তোমার অহ-ঙ্কারের পরিচয় না পান। অহঙ্কারের মত

দোষ আর নাই। অহঙ্কারে লঘু গুরু জ্ঞান থাকে না। যাঁর অহঙ্কার আছে, তিনি কখনও কারো প্রিয় হইতে পারেন না; তাঁকে কেউ ভাল বাসে না। অভিমান, জেদ, বাগ, এ তিনই এক—এ তিনেতেই অহঙ্কাবের পরিচয দেওযা হয়। তাতেই বলি, অভিমান কখনও করিবে না, জেদ কখনও করিবে না, রাগ কখনও করিবে না। রাগ সোজা জিনিশ নয। আর আর অকাজের কথা ছাড়িযা দেও, রাগে অনেক মেযে মানুষ আপনার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট কবে।

স্বামীর উপর রাগ করিযা ভাত না খাওয়া—উপস করিয়া থাকা ত নিত্য ঘটনা। এ পরিচয় ত রোজই পাওযা যায়। স্বামীর উপর বাগ করিয়া বোচ্‌কা বেঁড়ো বাঁধিয়া বাপের বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থাও অনেক স্ত্রীলোকে করেন। স্বামীব উপর রাগ করিযা যে স্ত্রী বাপের বাড়ী যান, বা বাপের বাড়ী যাওযার

ব্যবস্থা করেন, সে স্ত্রীর অসাধ্য ক্রিয়া নাই—তিনি সবই পারেন। স্ত্রীর এই ব্যবহারে স্বামী আত্মীয় স্বজনের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করেন। স্ত্রীর এই ব্যবহারে স্বামীর লজ্জা হইবারই কথা বটে। কেন না, স্ত্রী যাঁর বশে না থাকেন, তাঁকে যেমন হীন হইয়া থাকিতে হয়, তেমন আর কাকেও না। স্ত্রীর কাছে স্বামীর মান নাই, স্ত্রী স্বামীর বশে নাই—এ কথা শুনিতেও নাই, বলিতেও নাই। এ কথা এতই দূষ্য কথা! কিন্তু এখনকার কালে এ কথা আর দূষ্য কথা নয়। এখনকার কালে স্ত্রীর কাছে যাঁর মান আছে, তাঁর বড় ভাগ্য। আবার বলি, যে দেশে সীতা সাবিত্রীর জন্ম, যে দেশের স্ত্রীলোকের স্বামি-ভক্তি অন্য অন্য দেশে উপমার স্থল হইযা রহিযাছে, সে দেশে স্ত্রীর কাছে স্বামীর মান থাকা সৌভাগ্যের কথা হইয়াছে! এর মত আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

স্বামীর অমতে কখনও কোনও কাজ করিবে না। স্বামী যে কাজ করিতে নিষেধ করিবেন, সে কাজ তুমি কখনও করিবে না— আর শত সহস্র লোকে বলিলেও তুমি সে কাজ করিবে না। কেন না, স্বামী তোমার ইষ্ট যেমন বুঝিবেন, তোমার কল্যাণ যেমন চাইবেন, তেমন আর কেউই না। টাকা কড়ি, কাপড় চোপড়, জিনিশ পত্র, স্বামী যখন যা দিবেন, সন্তুষ্ট হইয়া তা লইবে। কিছুতেই অসন্তোষ প্রকাশ করিবে না। অসন্তোষ প্রকাশ করিলে স্বামীকে অভক্তি করা হয়। কথায় বা কাজে তোমার অসন্তোষের পরিচয় স্বামী যেন কখনও না পান। অসন্তোষ বড় মন্দ জিনিশ। অসন্তোষে কখনও কোনও সুখ হইতে দেয় না। যে স্ত্রীর মন অসন্তুষ্ট, তিনি সুখের সাগরে থাকিয়াও সুখ পান না, স্বামী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাঁকে সুখী করিতে পারেন না। যাঁকে সুখী করিবার

ইচ্ছা, তাঁকে সুখী করিতে না পারিলে যেমন কষ্ট, তেমন কষ্ট আর কিছুতেই না তবেই দেখ, স্ত্রীর অসন্তোষে স্বামীর কত কষ্ট। সাক্ষৎ দেবতা মনে করিয়া যাঁকে ভক্তি করিতে হইবে, এই রকম করিযা তাঁকে কষ্ট দেওযা কত বড় অসঙ্গত আচরণ, তা বুঝিতেই পারিতেছ। তোমাব নিজের অভাব. বা সংসারের অভাব স্বামীকে এমনি মিষ্টি কথায় জানাইবে, এমনি বিনয় করিয়া বলিবে যে, তিনি যেন সন্তুষ্ট হইযা সে অভাব মোচন করেন। অনেক স্ত্রীলোক নিজেব অভাব বা সংসারের অভাব জানাইতে গিয়া স্বামীব চৌদ্দ পুরুষেব খবব লইয়া তবে ছাড়েন।

স্বামী বাড়ীতে বসিযা নিজেব কাজ কর্ম্ম করিতেছেন; স্ত্রী উপরের ঘরে চেযারে বসিযা মেঘনাদ-বধ-কাব্য পড়িতেছেন। ভিজে কাঠ ধরাইতে বামণ ঠাকুরের চকের জলে, নাকের জলে হইয়া যাইতেছে—ঝি গিয়া এই কথা

বলিলে, স্ত্রী নামিয়া আসিয়া স্বামীর চক মুখ নাকের দুর্দ্দশা, বামণ ঠাকুরের চক মুখ নাকের দুর্দ্দশার বাড়া করিয়া দিয়া গেলেন। ঘরে চাইল না থাকিলে স্বামীর খোআরের সীমা থাকে না। ডাল, তেল, নুন ফুরাইলে স্বামীর দুর্দ্দশার এক শেষ হয়। কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে স্বামীর রক্ষা থাকে না। এক বার চাহিয়া গহনা না পাইলে, স্বামীকে লুকাইয়া থাকিতে হয়। ফর্ম্মাইশের জিনিশ অপছন্দ হইলে স্বামীর বাড়ীর মধ্যে যাইবার যো থাকে না। স্বামীকে বকিবার অছিলে পাইলে—স্বামীকে তিরস্কার করিবার সুযোগ পাইলে বড় খুসী। স্বামীকে আমি খুব জব্দ করিয়া রাখিয়াছি—স্বামী আমার কাছে যেন জুজু—আমার কাছে স্বামীর সুখে সচ্ছন্দে থাকিবার যো কি? আমি কি স্বামীকে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে দিই? লোকে আমাকে বাহাদুর মেয়ে মানুষ বলিয়া ধন্যবাদ দেয়।

এই সব কথা মনে হইলে স্ত্রীর আহ্লাদ ধরে না। আমাদের দেশে আজ্ কাল্ এই রকম স্ত্রীলোকেরই ভাগ বেশী। আমি বলি এ দোষ স্ত্রীলোকের নয়; এ দোষ তাঁদের মা বাপের। মা বাপে যত্ন করিয়া যদি তাঁদের শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি শিখাইতেন, তবে তাঁরা এ রকম ব্যবহারের পরিচয় কখনই দিতেন না। তাতেই বলি, মা বাপের কাছে মেয়ের নীতি-শিক্ষার এত দরকার।

পরের বৌ ঝির ভাল কাপড় চোপড়, গহনা পত্র দেখিয়া কখনও হিংসা করিও না। অমুকের ভাল ভাল কাপড় আছে, ভাল ভাল গহনা আছে, আমার নাই—এ বলিয়া মনে দুঃখ করিলে বা কারো কাছে দুঃখ প্রকাশ করিলে স্বামীকে অভক্তি করা হয়। যদি বল, এতে কেমন করিয়া স্বামীকে অভক্তি করা হয়। কেমন করিয়া, তা তোমাকে এক কথায় বলিয়া দিতেছি।

অমুকের স্বামী অমুককে ভাল ভাল কাপড় দিয়াছেন, ভাল ভাল গহনা দিয়াছেন, আমার স্বামী আমাকে তেমন কাপড় দেন নাই, তেমন গহনাও দেন নাই। এখন একবার ভাবিয়া দেখ, এ কথা বলিলে স্বামীকে খাটো করা হয় কি না। এ কথা মনে ভাবিলেও স্বামীকে খাটো করা হয়, এ কথা মুখে বলিলেও স্বামীকে খাটো করা হয়। সাক্ষাৎ দেবতা মনে করিয়া যাঁকে ভক্তি করা উচিত, মনে বা কথায় তাঁকে খাটো করিলে, তাঁকে কেমন ভক্তি করা হয় বুঝিতেই পারিতেছ। পরের বৌ ঝির ভাল কাপড় চোপড়, গহনা পত্র দেখিয়া হিংসা না করিয়া ভাবিবে, আমার স্বামী আমাকে যে কাপড় চোপড়, গহনা পত্র দিয়াছেন, অনেকের ভাগ্যে তা ঘটে না। স্বামীর প্রসাদে আমার যা আছে, শত শত স্ত্রীলোকের তা নাই। কাপড় চোপড়, গহনা পত্রের কথা দূরে থাক্, অনেকে দু বেলা পেট

ভরিয়া ভাত খাইতেই পায় না। এ ভাবিলে তোমার মনে হিংসা হবে না, স্বামীকেও অভক্তি করা হবে না। পরের শ্রী দেখিলে, সে শ্রীর দিকে দৃষ্টি না করিয়া, আমার যা আছে, শত শত লোকের, সহস্র সহস্র লোকের তা নাই—নিয়ত কেবল এই-ই ভাবিবে। তা হইলে তোমার অসন্তোষেরও কোন কারণ থাকিবে না, তোমার হিংসারও কোন কারণ থাকিবে না। তোমার চেয়ে যাঁদের অবস্থা ভাল, তাঁদের দিকে কখনও চাইবে না। তোমার চেয়ে যাঁদের কষ্ট বেশী, তোমার চেয়ে যাঁদের অবস্থা মন্দ, তাঁদেরই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি করিবে। আপনার আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবার উপায়ই এই। আপনার আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিলে এ সংসার থেকে সুখ একবারে উঠিয়া যায়। সন্তুষ্ট থাকার বিস্তর গুণ। যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, তাঁর দুঃখ কিছুতেই নাই; সবেতেই তাঁর সুখ। অসন্তুষ্ট

থাকার বিস্তর দোষ। যিনি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট, তাঁর সুখ কিছুতেই নাই, তিনি কিছুতেই সুখ পান না; সবেতেই তাঁর দুঃখ, সবেতেই তাঁর কষ্ট; টাকা কড়িতেও তাঁর সুখ নাই, ভাল গহনা গাঁটিতেও তাঁর সুখ নাই, ভাল কাপড় চোপড়েও তাঁব সুখ নাই, ভাল বাড়ী ঘর দুওরেও তাঁর সুখ নাই।

স্বামী কোনও জিনিশ চাইলে, হাতের কাজ রাখিয়া তখনই তা দিবে। এমনি মুখ মিষ্টি করিয়া আর এমনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া সে জিনিশ দিবে যে, স্বামী যেন তাতে তোমার ভক্তির পরিচয় পান। স্বামী কোনও জিনিশ চাহিয়া পাঠাইলেও, তাঁর লোকে যেন তোমার স্বামি-ভক্তির সেই রকম পরিচয় পাইয়া যায়। এ সব জায়গায়ও অশিক্ষিত মেয়েরা স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবার চূড়ান্ত পরিচয় দেন। অন্য জিনিশ চাওয়ার কথা, বা অন্য ফর্ম্মাইশ করার কথা ছাড়িয়া

দেও, বাইরে থেকে স্বামী একটা পান চাহিয়া পাঠাইলেও অনেক মেয়ে মানুষ ব'কে ঝ'কে একবারে অনর্থ করেন।

স্বামীর কোনও দোষ দেখিলে, স্বামী কোনও অকাজ করিলে, সে দোষের পরিচয়, সে অকাজের পরিচয় কখনও কাকেও দিবে না; সে দোষের কথা—সে অকাজের কথা স্বামীকে কখনও রুক্ষ ভাবে বলিবে না। সময় বুঝিয়া এমনি মিষ্টি কথায়, এমনি বিনয় করিয়া, এমনি নম্র ভাবে বুঝাইয়া বলিবে যে, স্বামী তোমার মুখে তাঁর দোষের কথা শুনিতে শুনিতেও যেন তোমার ভক্তির পরিচয় পান। তা হইলে, স্বামী তোমার বিনয়ে বশীভূত হইয়া নিজের দোষ শুধ্‌রে লইবার জন্যে বিধিমতে চেষ্টা করিবেন। স্বামীর দোষ শুধ্‌রে দিবার জন্যে তোমার ভক্তি-মাখান ঐ রকম চেষ্টা যদি নিয়ত থাকে, তবে তোমার সে চেষ্টা কখনও বিফল হয় না।

স্বামীর মেজাজ যদি কড়া হয়, স্বামী যদি একটুতেই অসন্তুষ্ট হন, একটুতেই বিরক্ত হন, একটুতেই রাগ করেন, তবে তোমাকে আরও সাবধান হইয়া চলিতে হবে, আরও নরম হইয়া থাকিতে হবে। অসন্তুষ্ট হইবার, বিরক্ত হইবার, বা রাগ করিবার অবকাশই স্বামীকে কখনও দিবে না। সর্ব্বদা মিষ্টি কথা বলিয়া স্বামীকে ঠাণ্ডা রাখিবে। মিষ্টি কথার মত ভাল জিনিশ, মা, এ সংসারে আর নাই। মিষ্টি কথায় শত্রুও বশ হয়। মিষ্টি কথায় শত্রু হয়ই না। যাঁর মিষ্টি কথা, তিনি সকলেরই প্রিয়; এ সংসারের সকলেই তাঁর বন্ধু। টাকা কড়ি পাইয়া লোকে যে সন্তুষ্ট না হয়, মিষ্টি কথায় তা হয়। মিষ্টি কথায় যেমন তৃপ্তি হয়, তেমন আর কিছুতেই না। লোকে মিষ্টি কথা খুজিয়া বেড়ায়। যাঁর কাছে মিষ্টি কথা পায়, লোকে তাঁর কাছ ছাড়িতে চায় না। তাতেই বলি, স্বামী যদি তোমার ঠাণ্ডা

মেজাজ সর্ব্বদা দেখেন, তোমার মিষ্টি কথা সর্ব্বদাই শুনেন, তবে তিনি নিজের মেজাজ ঠাণ্ডা করিতে কখনও অযত্ন করেন না। তোমার মিষ্টি কথায় তাঁর মেজাজ আপনিই ঠাণ্ডা হইয়া আসে। আমাদের শাস্ত্রে বলে, টাকা কড়ি উপায় হওয়া, সর্ব্বদা নীরোগ থাকা, স্ত্রী প্রিয়পাত্রী হওয়া, স্ত্রীর মিষ্টি কথা হওযা, ছেলে বশে থাকা, যে বিদ্যা শেখা হইয়াছে সেই বিদ্যায় রোজগার হওয়া—এ সংসারে এই ৬টী সুখ। এই ৬টী সুখই যাঁর আছে, তিনিই যথার্থ সুখী। শাস্ত্রে আবার এ কথাও বলে, যাঁর মা নাই আর স্ত্রীর কথা মিষ্টি নয়, তাঁর বনে যাওয়াই উচিত। কেন না, তাঁর বনও যা, ঘরও তাই। বরং ঘরের চেয়ে তাঁর বন ভাল। ঘরে তাঁকে তিত বিরক্ত হইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হয়; বনে তাঁকে তিত বিরক্ত করিবার, জ্বালাইয়া, পোড়াইয়া মারিবার কেউই নাই। তবেই

দেখ, মা, মিষ্টি কথার কত দরকার! স্ত্রীর কথা মিষ্টি না হইলে স্বামীর সংসার আশ্রমই মিছে, তাঁর সংসার আশ্রম কেবল কষ্টের। সংসারের আর সকল সুখই আছে, কিন্তু স্ত্রীর কথা মিষ্টি নয় বলিয়া, স্ত্রী সর্ব্বদা অপ্রিয় কথা বলেন বলিয়া স্বামী কোন সুখই পান না। এমন যে সুখের সংসার, তাও তাঁর কাছে দুঃখের সাগর বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীর মিষ্টি কথায় স্বামীর যেমন তৃপ্তি, স্বামী যেমন সন্তুষ্ট, তেমন আর কিছুতেই না। তাতেই বলি, মা, সর্ব্বদাই মিষ্টি কথা বলিবে, সর্ব্বদা মিষ্টি কথা বলিয়া স্বামীর প্রাণ জুড়াইয়া দিবে। মিষ্টি কথা বলিয়া স্বামীকে বেলা তিন পরের সময় খালি শাক ভাত দিলে তাঁর যে তৃপ্তি হয়, অপ্রিয় কথা বলিয়া স্বামীকে বেলা এক পরের মধ্যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত দিলে তাঁর সে তৃপ্তি হয় না। স্বামীর তৃপ্তি ভাত তরকারিতে নয়— সন্দেশ মিঠাইতে নয়—স্বামীর তৃপ্তি স্ত্রীর

মিষ্টি কথায়। হাজার রূপ গুণ থাক, কথা মিষ্টি না হইলে স্ত্রী কখনও স্বামীর প্রিয়পাত্রী হইতে পারেন না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, পুরুষের চেয়ে স্ত্রীর চারি গুণ বুদ্ধি। কিন্তু কাজে সে পরিচয় পাওয়া যায় না। যে কামনা করিয়া মেয়েরা ব্রত করেন, নিয়ম করেন, উপস করেন, কত কঠোর করেন, খালি মিষ্টি কথায় যে তাঁদের সে কামনা সিদ্ধি হইতে পারে, তা তাঁরা বুঝেন না। সে দিক্ দিয়াও তাঁরা যান না। স্বামীর প্রিয়পাত্রী হইবার কামনায় মেয়েরা ব্রত করেন। সেই ব্রত লইতে গিয়া তাঁরা অনেক সময় স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করিয়া, সে কামনার মাথায় লাথি মারেন। নীতি-শিক্ষার অভাবে মেয়েদের প্রায় সকল কাজই এই রকম অসঙ্গত দেখা যায়। লোকে সাধ্বী পতিব্রতা বলিবে বলিয়া, মেয়েদের মধ্যে অনেকে সাবিত্রী-ব্রত করিয়া থাকেন।

কিন্তু সাবিত্রীর কি গুণে সাবিত্রী-ব্রত করিতে হয়, সাবিত্রী-ব্রত কেন করিতে হয়, মেয়েরা তা একবারও ভাবিয়া দেখেন না, তাঁদের মনে তা একবারও উদয় হয় না। সাবিত্রীর মত সাধ্বী পতিব্রতা হইব বলিয়া সংকল্প করিয়া সাবিত্রী-ব্রত লইতে হয়। কিন্তু সে সংকল্পের পরিচয় তাঁদের কথায়ও পাওয়া যায় না, কাজেও পাওয়া যায় না। স্বামীকে অভক্তি করা, স্বামীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, স্বামীকে বকা, স্বামীকে গালি দেওয়া, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করা, স্বামীকে অপমান করা তাঁদের নিত্যব্রত : সাবিত্রী-ব্রতের সংকল্পের সঙ্গে তাঁদের এই নিত্য ব্রতের কেমন মিল, ভাবিয়া দেখিলে কি অবাক্ হইতে হয় না! এরও চেয়ে অসঙ্গত আর একটী ব্যবহারের কথা বলি। সে ব্যবহারের কথা শুনিলে আরও অবাক্ হবে এক গৃহস্থের বৌ সাবিত্রী ব্রতের দিন ব্রত করিতে বসিয়া

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া স্বামীকে লাথি মারিয়াছিলেন!!! শুনিলে এ কথা বিশ্বাস হয় না, কিন্তু যথার্থই এ ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এখন মা, একবার ভাবিয়া দেখ, এ সব কাজ —এ সব ব্যবহার কত দূর অসঙ্গত!

এর আগেই বলিছি, স্বামীকে ভক্তি করা, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করা, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা—স্ত্রীলোকের এই তিনটীই কাজ। এই তিনটী কাজ ছাড়া স্ত্রীলোকের আর কাজ নাই। এই তিনটী কাজে স্ত্রীলোকের আর আর সকল কাজই বুঝায়। স্ত্রীলোকের যে কাজে এই তিনটী কাজের একটীরও পরিচয় পাওয়া না যায়, সেইটীই তাঁদের অকাজ। জপ তপ, যাগ যজ্ঞ, ব্রত নিয়ম, পূজা অর্চ্চা—এ সব কাজেও যদি তাঁদের ঐ তিনটী কাজের একটীরও পরিচয় পাওয়া না যায়, তবে এ সব কাজও তাঁদের অকাজ বলিয়া ধরিতে হবে। ধর্ম্ম কর্ম্মে আমার মতি থাকে, স্বামীর চরণে

আমার মন সর্ব্বদা থাকে, স্বামীর সেবায় আমি জীবন কাটাইতে পারি—পূজা অর্চ্চা করিয়া ঠাকুর প্রণাম করিবার সময় যে স্ত্রী এ কামনা না করেন—এ প্রার্থনা না করেন, তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্মই বা কোথায়, তাঁর পূজা অর্চ্চাই বা কেন। তাঁর পূজা অর্চ্চা যে মিছে, তা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হবে?

আমি যাও বা রাখিয়া বলিলাম, আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা এর চেয়েও ঢের বেশী বলিয়া গিয়াছেন।

> নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপাসনং।
> পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে ॥১
> পত্যৌ জীবতি যা যোষিদুপবাস ব্রতং চরেৎ।
> আয়ুঃ সা হরতে পত্যুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি ॥২
>
> বিষ্ণুসংহিতা।

১। স্বামীর সেবা শুশ্রূষা ছাড়া স্ত্রীলোকের আলাদা ব্রতও নাই, আলাদা উপাসনাও নাই। যে স্ত্রী স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করেন, তিনি স্বর্গে গিয়া পূজা পান।

২। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে যে স্ত্রী উপস করিয়া ব্রত করেন, তিনি স্বামীর পরমায়ু ক্ষয় কবেন আর নিশ্চয়ই নবকে যান।

স্বামী যদি তেমন বুদ্ধিমান্ না হন, ভাল লেখা পড়া না জানেন, তবে তুমি বেশী বুঝ বলিযা, বেশী লেখা পড়া জান বলিযা স্বামীকে কথনও অভক্তি করিবে না। পণ্ডিত হইলেও স্বামী যে গুরু, মূর্খ হইলেও স্বামী সেই গুরু। স্ত্রীব কাছে স্বামী কথনও কোনও অবস্থায় অভক্তির পাত্র হইবার নয—মেয়ে মানুষ মাত্রেরই যেন এ কথাটা মনে থাকে। স্বামী যে ভাল বুঝেন না, কি ভাল লেখা পড়া জানেন না, কি স্বামীর কোনও দোষ আছে, তোমার নিজের বুদ্ধির বলে, তোমার নিজের শিক্ষার বলে লোককে সে পরিচয় পাইতেই দিবে না। স্বামী তোমার মনের এ রকম ভাব বুঝিতে পারিলে, লেখা পড়া শিখিতে তিনি

কখনও অযত্ন করেন না, লোকের কাছে বুদ্ধির পরিচয দিবার চেষ্টা করিতেও ত্রুটি কবেন না, নিজেব দোষ শুধ্‌রে লইবারও চেষ্টা তাঁব কম হয না।

টাকা কড়ি সম্বন্ধে স্বামীব অবস্থা যদি কখনও মন্দ হয, স্বামী যদি তোমাকে আগেকার মত সুখে সচ্ছন্দে বাখিতে না পারেন, তোমাব অভাব ঘুচাইতে না পাবেন, তবে তোমার কোনও কথায় বা কোনও কাজে তিনি যেন কখনও তোমাব অভক্তির পরিচয় না পান। স্বামীর অবস্থা মন্দ হইলে, স্বামী তোমাকে আগেকার মত সুখে সচ্ছন্দে রাখিতে না পারিলে, তোমার অভাব ঘুচাইতে না পারিলে, তিনি সহজেই সর্ব্বদা কুণ্ঠিত আর অপ্রতিভ থাকেন। তার উপব, তোমার অভক্তির কোনও পরিচয় পাইলে তাঁর ক্লেশের সীমা থাকে না। তোমার অভক্তিব কোনও পরিচয় পাইলেই তাঁর অমনি মনে হয়—টাকা

কড়ি, গহনা পত্র, খাওয়া পরা তখনকার মত দিতে পারিতেছি না বলিয়া স্ত্রী আমাকে এখন আর তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করেন না। তাতেই বলি, মা, স্বামীর অবস্থা মন্দ হইলে, তিনি যেন তোমার প্রতি কথায়, প্রতি কাজে, তোমার আরও বেশী ভক্তির পরিচয় পান। আমাদের শাস্ত্রে বলে, টাকা কড়ি সম্বন্ধে স্বামীর অবস্থা মন্দ হইলে স্ত্রীর স্বামি-ভক্তি পরীক্ষা করিবে। তাতেই বলি, মা, সে পরীক্ষায় তুমি যেন কখনও না ঠকো।

স্বামীর শরীর যদি অপটু হয়, সুস্থের চেয়ে অসুস্থই তিনি বেশী থাকেন, তবে তাই বলিয়া তাঁকে ভক্তি করিতে যেন কখনও ক্রটি করিও না। শরীর অসুস্থ, শ্রম করিবার শক্তি নাই, কাজেই টাকা কড়ি উপায় করিতে পারেন না। টাকা কড়ি উপায় করিতে পারেন না বলিয়া তোমাকে তেমন সুখে সচ্ছন্দেও রাখিতে পারেন না, তোমার অভাবও ঘুচা-

ইতে পারেন না। এই জন্যে, তিনি সর্ব্বদাই মনের কষ্টে থাকেন। একে শরীর অসুস্থ, তার উপর মনের এই কষ্ট, তার উপর আবার যদি তোমাব অভক্তির কোনও পরিচয় পান, তবে তিনি জীয়ন্তে মরা হইয়া থাকেন। তাতেই বলি, তাঁকে ববং আরও বেশী ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া তাঁর মনের অশান্তি, মনের কষ্ট ঘুচাইবার চেষ্টা করিবে। এর আগেই বলিছি, স্ত্রীর কাছে স্বামী কখনও কোনও অবস্থায় অভক্তির পাত্র হইবার নয়।

এখন, মা, বেশ কবিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে সব গুণে পুরুষকে সাধু বলে, স্ত্রীকে সাধ্বী বলে, সে সব গুণ না থাকিলে স্ত্রীর যথার্থ স্বামি-ভক্তি হইতেই পারে না। রাগ, অহঙ্কার, অভিমান, জেদ, অবাধ্যতা, হিংসা, লোভ, নিন্দা, মিথ্যা, অসন্তোষ, কপটতা, কর্কশ কথা—এ সব দোষ একবারে ত্যাগ করিতে না পারিলে; আর দয়া, ক্ষমা,

ধৈর্য্য, বিনয়, নম্রতা, সন্তোষ, সরলতা, মিষ্টি কথা, সত্য—এ সব গুণ নিজের অলঙ্কার করিতে না পারিলে স্ত্রী কখনও স্বামীকে যথা উচিত ভক্তি করিয়া উঠিতে পারেন না। তাতেই বলি, স্বামীকে যথা উচিত ভক্তি করিতে হইলে স্ত্রীর সাধ্বী হওয়া চাই। খালি ব্রত নিয়ম, পূজা অর্চ্চা করিয়া সাধ্বী হওয়া যায় না। সাধ্বী হইতে হইলে ঐ সব গুণ থাকা চাই। ব্রত করেন না, বা করেন নাই বলিয়া সাধ্বী স্ত্রীরা অনেক সময় অশিক্ষিত মেয়েদের ঠাট্টা বিদ্রুপের পাত্রী হইয়া থাকেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এর মত ভ্রম আর কিছুই হইতে পারে না। রাশি রাশি অসাধু কাজ করিয়া, খালি ব্রতের দোহাই দিয়া যদি অশিক্ষিত মেয়েরা পার পান; আর ব্রত নাই, নিয়ম নাই, পূজা নাই, অর্চ্চা নাই, ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই বলিয়া সাধ্বী স্ত্রীদের গঞ্জনা দিয়া আপনাদের গৌরব বাড়াইতে পারেন, তবে

সমাজের অধঃপতনের পরিচয় এর বাড়া আর কি হইতে পারে। সমাজের এ দুরবস্থা ঘুচাইবার উপায় কি? ঘরে ঘরে শিশু বেলা থেকে মেয়েদের দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা দেওয়াই এর এক মাত্র উপায়। নৈলে, সমাজের দুরবস্থা কখনই ঘুচিবে না।

স্বামীকে কেমন করিয়া ভক্তি করিতে হয়, মোটামুটি এক রকম বলিলাম। তার পর, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা কেমন করিয়া করিতে হয়, এখন, মা, তোমাকে তাই কিছু বলিব।

তৃতীয় সর্গ।

স্বামীর সেবা শুশ্রূষা।

যখন বলিছি, সাক্ষাৎ দেবতা মনে করিয়া স্বামীকে ভক্তি করিবে, তখন স্বামীর সেবা শুশ্রূষার কথা বেশী করিয়া বলিবার যে দরকার নাই, তা ত বুঝিতেই পারিতেছ।

যাঁকে ভক্তি করিতে হইবে, তাঁর সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি হইলে কি, সে ভক্তি কখনও বজায় থাকে? কখনই না। স্বামীর শরীর, মন, দুই-ই সুস্থ থাকে, এমন উপায তোমার সর্ব্বদাই করা চাই। এখানেও, মা, তোমাকে সেই সাধ্বী হইয়া সে উপায করিতে. হইবে। তোমাব সাধু ব্যবহাবে স্বামীর শরীব, মন, দুই-ই সর্ব্বদা ঠাণ্ডা থাকিবার কথা। তার উপর, তোমার সেবা শুশ্রূষার পরিচয পাইলে তিনি একবারে আনন্দে ভাসিতে থাকিবেন। স্বামীব অবস্থা যদি ভাল না হয, রাঁধুনি বামণ, চাকব, চাকবাণী তাব না থাকে, তবে সে অভাব তুমি তাঁকে কখনও জানিতেই দিবে না। তোমার সেবা শুশ্রূষায় তিনি সে অভাব যেন কখনও বুঝিতেও না পাবেন, সে অভাবের কথা তাঁব মনে যেন কখনও উদয়ও না হয।

ভোরে উঠিয়া মুখ-ধোবার জল, বাহ্যে যাবাব জল, দাঁতন, গামছা, বসিবার আসন,

রাত্রি-বাস কাপড় ছাড়িয়া পরিবার কাচা কাপড়, সন্ধ্যা আহ্নিকের জায়গা—এ সব এমনি জুত বরাত করিয়া গোছাইয়া রাখিবে যে, বিছানা থেকে উঠিয়া স্বামীকে যেন কিছুই না চাইতে হয়। তার পর, ঘরের দুওর জানালা সব বেশ করিয়া খুলিয়া দিবে। দুওর জানালা সব খোলা না থাকিলে, ঘরে বাতাস খেলিতে পারে না। যে ঘরে বাতাস খেলিতে না পারে, সে ঘরে থাকিলে ব্যামো হয়। এর আগেই বলিছি, স্বামীর শরীর, মন, দুই-ই সুস্থ থাকে, এমন উপায় তোমার সর্ব্বদাই কর। চাই। তাতেই বলি, যে ঘরে স্বামী থাকেন, সে ঘরে সর্ব্বদা বেশ বাতাস খেলিতে পারে, এমন উপায় আগে করিবে। সে দিকে তোমার দৃষ্টি যেন সর্ব্বদাই থাকে। জানালায় হাঁড়ি কলসী রাখা মেয়েদের অভ্যাস। এ অভ্যাসটী ভাল নয়। ভাল নয় কেন, তা কি তোমাকে আর খুলিয়া বলিতে হবে?

জানালায় যদি হাঁড়ি কলসী রাখিলে, তবে ঘরের মধ্যে বাতাস খেলার পথই ত বন্ধ করিয়া দিলে। বাড়ী ঘর দুওর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে শরীর সুস্থ থাকে না— ব্যামো হয়। এই জন্যে, দুটী বেলা নিয়ম করিয়া ঘরের মেজে, দেয়াল, রোয়াক, উঠন সব ঝাঁট ঝুঁট দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবে। ঘর ঝাঁইট দিয়া কোণায় জঞ্জাল জড় করিয়া রাখা মেয়েদের অভ্যাস। এ অভ্যাসটীও ভাল নয়। এতে ঘর পরিষ্কার রাখা হয় না—ঘর ঝাঁ'ট দেওয়ার যে ফল, তাও হয় না। যে জঞ্জাল ছড়ান ছিল, তাই এক জায়গায় জড় করিয়া রাখিলে! এতে লাভই বা কি? ফলই বা কি? বরং জড়-করা জঞ্জালের চেয়ে ছড়ান জঞ্জালে অপকার কম করে। ঘরে কাশ, থুতু, পোঁটা, পানের পিক কখনও ফেলিবে না—ফেলিতেও দিবে না। ঘরে কাশ, থুতু, পোঁটা, পানের

পিক্ ফেলার মত নোংরা অভ্যাস আর নাই। এটা যে বড় নোংরা অভ্যাস, মেয়েদের সে জ্ঞানই নাই। জ্ঞানের অভাবে, শিক্ষার অভাবে, মেয়েরা অনেক সময় অনেক অকাজ করিয়া থাকেন। ঘরের মেজে, দেয়াল, রোয়াক, বাড়ীর উঠন শুক্ থাকার যে কত গুণ, আর সে সব ভিজে থাকার যে কত দোষ, মেয়েরা তা জানেনও না, মেয়েদের তা কেউ শিখায়ও না। এই জন্যে মেয়েরা রোজ সকালে উঠিয়া আচারের অনুরোধে ঘর, দুওর, রোয়াক, উঠন সব ধুয়ে ধুয়ে ভিজে সোঁতা করিয়া ফেলেন। ভিজে সোঁতা জায়গায় থাকিলে শর্দ্দি হয়, কাশি হয়, জ্বর হয়, বাত হয়, রক্ত-আমাশা হয়, আরও অনেক রোগ হয়। তাতেই বলি, মা, রোজ সকালে উঠিয়া ঘর, দুওর, রোয়াক উঠন সব বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবে, কিন্তু জল দিয়া সে সব কখনও ধোবে না। আচারের অনু

রোধে কোনও জায়গা ধুইবার নিতান্ত দরকার হইলে, ধোআর পর গুঁড়ো চূণ দিয়া সে জায়গা তখনই শুকাইয়া লইবে। গোবর জল দিয়া এঁটো পাড়ারও পর গুঁড়ো চূণ দিয়া সে জায়গা ঐ রকম করিয়া শুকাইয়া লইবে। ফল কথা, বাড়ীর মধ্যে বা বাড়ীর বাইরে কোন জায়গা ভিজে সোঁতা হইতেও দিবে না, ভিজে সোঁতা থাকিতেও দিবে না। ভিজে জায়গা রোগের ঘর, এ কথাটা, মা, তোমার যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে। তার পর বলি।

বাইরে থেকে কষ্ট করিয়া, শ্রম করিয়া স্বামী বাড়ীতে আসিলে, তোমার হাতে যে কাজই কেন থাক্ না, তুমি যে কাজেই কেন ব্যস্ত থাক না, সে কাজ রাখিয়া তুমি তখনই তাঁর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইবে। উপস্থিত হইয়া মিষ্টি কথায় তাঁর শ্রান্তি দূর করিবে। স্ত্রীর মিষ্টি কথায় স্বামীর সকল

কষ্ট দূর হয়। স্ত্রীর মিষ্টি কথা শুনিয়া কান জুড়ান—এ সংসারের একটী প্রধান সুখ। এ কথা এর আগেই বলিছি। তাতেই বলি, পাখার বাতাসে, ডাবের জলে, মিশ্রির শর্ব্বতে যে শ্রান্তি দূর করিতে না পারে, স্ত্রীর মিষ্টি কথায় স্বামীর সে শ্রান্তি দূর হয়। ক্লান্ত হইয়া স্বামী বাড়ীতে আসিয়াই যদি তোমাকে তাঁর অভ্যর্থনা, সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্যে ব্যস্ত সমস্ত দেখেন; সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি তাঁর অভ্যর্থনা করিতে, তাঁর শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছ—এ পরিচয় পান, তবে তাঁর বার আনা কষ্ট তখনই দূর হয়। তার উপর, তোমার মিষ্টি কথা শুনিলে তাঁর ক্লেশ আর কিছুই থাকে না। পাখার বাতাস দেওয়া, জল আনা, পা ধোআইয়া দেওয়া, পা মুছাইয়া দেওয়া, স্বামীর শুশ্রূষা করিবার জন্যে এ সব কাজ তুমি নিজ হাতে করিবে। স্বামীর শুশ্রূষা

করিবার সময় তোমার সন্তোষের পরিচয় যেন তিনি পান। তোমার সন্তোষের পরিচয় না পাইলে, তোমার শুশ্রূষায় তাঁর তৃপ্তি হইবে না। তুমি সন্তুষ্ট হইয়া শুশ্রূষা করিতেছ, কি না, স্বামী তোমার মুখের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তা ঠিক্ করিতে পাবেন। হাজার চেষ্টা করিলেও মুখের সে ভাব তুমি কখনও লুকাইতে পার না। মনের ভাব মুখে লেখা থাকে বলিলেই হয়। মনের সঙ্গে আর কাজের সঙ্গে মিল না থাকিলে, সে কাজে সুখও নাই, সে কাজের সুখ্যাতিও নাই। যিনি কাজ করেন তাঁরও সুখ নাই, যাঁর জন্যে তিনি কাজ করেন, তাঁরও সুখ নাই। তাতেই বলি, মা, স্বামীর শুশ্রূষা করিবার সময় তোমার সন্তোষের পরিচয় যেন তিনি পান। সকল কাজেই তুমি সন্তোষের পরিচয় দিবে। যে কাজে তুমি সন্তোষের পরিচয় দিতে না পারিবে, সে কাজ করিতে যে তোমার ইচ্ছা নাই, সে

কাজে যে তোমার মন নাই, স্বামীর তা বুঝিতে বাকী থাকিবে না। স্বামীর শ্রান্তি দূর হইলে, স্নান করিবার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করিবে। স্নান কবিতে চাইলে, তাঁর স্নানের উদ্‌যোগ আয়োজন সব কবিযা দিবে। বাড়ীতে স্নান কবেন ত তাঁকে স্নান করাইয়া দিবে। ভিজে কাপড় ছাড়াইয়া লইযা বেশ করিয়া কাচিযা দিবে। ঘাটে স্নান করিতে যান ত শুকন কাপড় তাঁর সঙ্গে দিবে। স্নান হইলে তাঁর সন্ধ্যা আহ্নিকের জাযগা করিয়া দিবে। সন্ধ্যা আহ্নিক হইলে তাঁর খাবার জাযগা করিয়া দিবে। নিরাসনে তাঁকে কথনও আহার করিতে দিবে না। খাবার জায়গা করিয়া দিয়া অন্ন ব্যঞ্জন সব নিজে পরিবেশন করিবে। পরিবেশন সাবা হইলে, কাছে বসিয়া তাঁকে খাওয়াইবে। তুমি কাছে বসিয়া খাওয়াইলে, শাক ভাতে তাঁর যে তৃপ্তি হইবে, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত বাড়িয়া দিয়া গিয়া

তুমি অন্যত্র থাকিলে তাঁর সে তৃপ্তি হইবার কথা নয়। স্বামীর আহারের সময স্ত্রী যদি কাছে বসিয়া তাঁকে না খাওয়ান, তবে তাঁর কষ্ট করিয়া রাঁধা বাড়া সব মিছে; স্বামীর আহারের চেষ্টায় সকাল থেকে দুপব পর্য্যন্ত তাঁর ঘুরিয়া বেড়ান বৃথা। স্বামীর আহার হইলে তাঁকে আঁচাইবার জল দিবে—জল তাঁর হাতে ঢালিয়া দিবে। তুমি উপস্থিত থাকিছে তাঁকে যেন কষ্ট করিযা আঁচাইতে না হয়। আঁচান হইলে তাঁকে পান দিবে—পান তাঁর হাতে দিবে। অমুক জায়গায পান আছে, লও বা লইও বলিবে না—তাতে তোমার ভক্তির ত্রুটি হবে। তার পব, স্বামীর বিশ্রামের জায়গা করিয়া দিযা তাঁর অনুমতি লইয়া তবে তুমি আহার করিতে যাবে। আহার করিতে যাইবার আগে, তাঁর পাতের এঁটো কাঁটা আর সেই জায়গা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইয়া যাবে। বৈকালে স্বামী

যদি বিশেষ কোনও কাজে ব্যস্ত না থাকেন, তবে তাঁর কাছে বসিয়া নীতি শিখিবে। স্বামী নিজের কাজে ব্যস্ত থাকেন ত, যে সব বৈ পড়িলে নীতি-শিক্ষা হয়, সেই সব বৈ মন দিয়া পড়িবে। তার পর, সংসারের আর যে যে কাজ থাকে করিবে।

সন্ধ্যার আগে স্বামীর বিছানা বালিশ ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া পরিষ্কার করিয়া পাতিয়া দিবে। ঘর, দুওব, বোআক ঝাঁ'ট ঝুঁট্ দিয়া সব বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবে। প্রদীপে তেল শলিতা দিয়া গোছাইয়া রাখিবে। ধুনচিতে আগুন দিয়া রাখিবে। স্বামীর মুখ হাত ধোবার জল, গাড়ু, গামছা, বসিবার আসন—এ সব প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সন্ধ্যা হইলে প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ধুনো দিবে। ধুনোব ধোঁআয়, ধুনোর গন্ধে লক্ষ্মীর কৃপা হোক্ না হোক্, সাপ পোকা মাকড়ের ভয় যায়। এখনকার মেয়েরা প্রাচীন

হিন্দুদের ব্যবস্থা মানেনও না, সে ব্যবস্থা মতে চলেনও না। এ দোষ মেয়েদের নয়, এ দোষ পুরুষদের। পুরুষদেরই কাছে না মেয়েরা শিখে। এখনকার পুরুষেরা প্রাচীন হিন্দুদের বুক্তি বুঝেনও না, বুঝিবার চেষ্টাও করেন না। প্রাচীন হিন্দুরা যে সব ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন, সে সব ব্যবস্থার ভিতর কত যুক্তি আছে, কত কৌশল আছে, আমরা কেউই তাঁ ভাবিয়া দেখি না। তার পর, ঘরে ধুনো দেওয়া হইলে স্বামীর সন্ধ্যা আহ্নিকের জায়গা করিয়া দিবে আর জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। স্বামী বাড়ীর ভিতর আসিয়া যেন দেখেন, তুমি তাঁর জন্যে সবই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। কোনও জিনিশ পাইবার জন্যে তাঁকে যেন অপেক্ষা করিয়া না থাকিতে হয়। স্বামী সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া জল খাইলে, তাঁর রাত্রির আহার (ভাত, রুটি, লুচি, যাই হোক্) প্রস্তুত করিতে যাবে। রাত্রি দশটার মধ্যে

তাঁর খাওয়া হওয়া চাই। কেন না, বেশী বেলায় বা বেশী রাত্রে খাইলে শরীর সুস্থ থাকে না। স্বামীর শরীর সুস্থ রাখা স্ত্রীর প্রধান কাজ, এ কথা এর আগেই বলিছি। খাবার তয়ের হইলে, খাবার জাগয়া করিয়া দিবে। খাবার জায়গা করিয়া দিয়া পরিবেশন করিবে। পরিবেশন সারা হইলে, কাছে বসিয়া তাঁকে খাওয়াইবে। স্ত্রী কাছে বসিয়া খাওয়াইলে স্বামীর যে তৃপ্তি হয়, এই মাত্র তা বলিছি। খাওয়া হইলে আঁচাইবার জল দিবে—জল তাঁর হাতে ঢালিয়া দিবে। আঁচাইবার জল, গাড়ু, গামছা, খড়িকে—আগেই এ সব প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। আঁচাইবার জলের জন্যে, খড়িকের জন্যে, বা আঁচানর পর গামছার জন্যে তাঁকে যেন অপেক্ষা করিয়া থাকিতে না হয়। আঁচান হইলে তাঁকে পান দিবে—পান তাঁর হাতে দিবে। পান খাইয়া স্বামী শয়ন করিলে, তাঁর অনুমতি

লইয়া তবে তুমি আহার করিতে যাবে। আহার করিতে যাইবার আগে, তাঁর পাতের এঁটো কাঁটা আর সেই জায়গা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইয়া যাবে।

বার মাস ত্রিশ দিন রোজ স্বামীকে এই রকম করিয়া তোমার সেবা শুশ্রূষা করা চাই। এর ত্রুটি হইলেই তোমার অধর্ম্ম হবে। এর আগেই বলিছি, স্বামীকে ভক্তি করা, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করা, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা—স্ত্রীলোকের এই তিনটীই কাজ। এ তিনটী কাজ ছাড়া তাঁদের আর কাজ নাই। তাঁদের যে কাজে এই তিনটী কাজের একটীরও পরিচয় পাওয়া না যাবে, সেইটীই তাঁদের অকাজ। অকাজ আর অধর্ম্ম যে এক কথা তাও এর আগে বলিছি।

স্বামীর শরীর সুস্থ রাখা স্ত্রীর প্রধান কাজ। স্বামীর শরীর সুস্থ রাখিবারই জন্যে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করা। স্বামীর শরীর

সুস্থ রাখা স্ত্রীর খালি প্রধান কাজ নয়—আমি বলি, স্ত্রীর ইহকালের পরকালের কাজ। কাজ যেমন প্রধান, শক্তও তেমনি। এ কাজ মুখের কথা নয়। স্বামীর শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে, শরীর রক্ষার উপদেশ যে বৈতে আছে, স্ত্রীর সে বৈ বিশেষ মন দিয়া পড়া চাই। কেন না, কিসে শরীব সুস্থ থাকে, কিসে শরীর অসুস্থ হয, জানা না থাকিলে, স্ত্রী স্বামীর শরীব সুস্থ রাখিতে পারেন না। কেমন করিয়া পারিবেন? অপরিষ্কার জল খাইলে শরীব অসুস্থ হয়, স্ত্রীর যদি এ জানা না থাকে, তবে স্বামীর খাবার জল পরিষ্কার কবিবাব জন্যে, পরিষ্কার রাখিবাব জন্যে তিনি কি ব্যস্ত হন, না ব্যস্ত হইতে পারেন? কখনই না। তাতেই বলি, স্বামী হাজার লেখা পড়া জানুন, শরীব সুস্থ রাখার উপায় তাঁর হাজার জানা থাক, স্ত্রীর সে জ্ঞান না থাকিলে, তাঁর শরীর সুস্থ রাখার ব্যবস্থা কাজে ঘটিয়াই উঠে না।

অপরিষ্কার জল খাইলে যে অনিষ্ট হয়, স্বামীর তা ভাল রকমই জানা আছে; কিন্তু স্ত্রী তা মোটেই জানেন না। স্বামী বলিয়া দিলেন, অপরিষ্কার জল কখনও খাইও না, অপরিষ্কার জল আমাকে কখনও খাইতে দিও না। তেমন জ্ঞান নাই বলিয়া, স্ত্রী সে কথায় তেমন মনোযোগও করিলেন না। কাজেই, স্বামীর ইচ্ছা মত কাজও হইল না। তাতেই বলি, শরীর সুস্থ রাখার উপায় স্বামীর ভাল রকম জানা থাকিলেও, স্ত্রীর সে জ্ঞান না থাকিলে স্বামীর ইষ্টসিদ্ধি হয় না। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখার উপায় যদি স্ত্রীর ভাল রকম জানা থাকে, আর স্বামীর সে জ্ঞান না থাকে, তবু স্বামীর শরীর রক্ষার ব্যবস্থার ত্রুটি হয় না। স্বামীর শরীর রক্ষার ব্যবস্থাই যে স্ত্রীর হাতে। তবেই দেখ, শরীর সুস্থ রাখার উপায় মেয়েরা শিখিলে সংসারের যত উপকার, পুরুষেরা শিখিলে তত নয়। এ কথাটা কিন্তু আমরা

কেউই বুঝি না—এ কথাটা আমাদের কারো মনে উদয়ও হয় না। আমারা ছেলেদেরই লেখা পড়া লইযা ব্যস্ত! স্বামীর নিজের কথা ছাড়িযা দেও, শরীব সুস্থ রাখার উপায় স্ত্রীব জানা থাকিলে, ছেলে পিলেবও ব্যামো পীড়া লইয়া স্বামীকে সংসারেব সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয় না। এ কি কম সুখের কথা? এমন যে সুখ, তাও আমরা হেলায় হারাই! দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইবার জন্যে, ব্যামো, পীড়া হওয়াব গুটি কতক কারণেব কথা এখানে বলিলাম।

বেশী বেলায় স্নান করিলে শরীর অসুস্থ হয়, বেশী বেলায় খাইলে শরীর অসুস্থ হয়; বেশী রাত্রে খাইলে শরীর অসুস্থ হয়; ময়লা কাপড় পড়িলে শরীর অসুস্থ হয; মযলা বিছানায শুইলে শরীর অসুস্থ হয়; যে ঘরে ভাল বাতাস খেলে না, সে ঘরে থাকিলে শরীর অসুস্থ হয; অপরিষ্কার জল খাইলে শরীর

অসুস্থ হয়; ভিজে সোঁতা জায়গায় থাকিলে শরীর অসুস্থ হয়; ভাল আহার না পাইলে শরীর অসুস্থ হয়; বেশী শ্রম করিলে শরীর অসুস্থ হয; বেশী চিন্তা করিলে শরীর অসুস্থ হয। স্ত্রীর এ সব বেশ জানা আছে। স্ত্রী মনে করিলে এ সব কারণ ঘুচাইয়া স্বামীকে সুস্থ রাখিতে পারেন। ধর ত স্বামীকে সুস্থ রাখিবার সব উপকরণই স্ত্রীর হাতে। বেশী চিন্তায়, বেশী শ্রমে, শরীর যত অসুস্থ হয়, তত আর কিছুতেই না। স্বামীর শরীর অসুস্থ করার এ দুটী কারণও স্ত্রী মনে করিলেই ঘুচাইতে পারেন। স্ত্রীরই অভাব ঘুচাইবার জন্যে, স্বামীর বেশী চিন্তার আর বেশী শ্রমের দরকার। সাধ্বী স্ত্রী নিজের অভাব আর সংসারের অভাব গোপন করিয়া স্বামীর বেশী চিন্তার আর বেশী শ্রমের কারণই দূর করিয়া দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে স্বামীর ভাগ্যে এখন এ সুখ আর ঘটে না।

এখন স্বামীর ভাগ্যে কি ঘটে, তা বলি। সংসারের অপ্রতুল বাটলে স্ত্রী স্বামীকে জীয়ন্ত রাখেন মাত্র। আবার, সংসারের প্রতুল থাকিলেও অপ্রতুল জানাইয়া স্বামীর খোআর করিতে স্ত্রী ক্রটি করেন না। যে স্ত্রী এ রকম ব্যবহার করেন, তাঁর ব্যবহারের সঙ্গে আর সাধ্বী স্ত্রীর ব্যবহারের সঙ্গে একবার তুলনা করিয়া দেখ।

স্বামীর শরীর যখন সুস্থ থাকে, তখন তাঁর সেবা শুশ্রূষা কেমন করিয়া করিতে হয়, মোটামুটি এক রকম বলিলাম। স্বামীর শরীর অসুস্থ হইলে, কি রকম করিয়া তাঁর সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, এখন, মা, তাই তোমাকে কিছু বলিব।

স্বামীর শরীর অসুস্থ হইলে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করার কত দরকার, তা কি আর বেশী করিয়া বলিতে হবে? স্বামীর শরীর সুস্থ থাকিলে যখন তাঁর অমন করিয়া সেবা শুশ্রূষা

করিতে হয়, অমন করিয়া সেবা শুশ্রূষা না করিলে—সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি হইলে পাপ হয়; তখন শরীর অসুস্থ হইলে, শরীরের ক্লেশ হইলে, শরীরের বল কমিয়া গেলে, উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইবার শক্তি না থাকিলে, তাঁর কত বেশী সেবা শুশ্রূষার দরকার, তা ত, মা, বুঝিতেই পারিতেছ। স্বামীর শরীর অসুস্থ হইলে তাঁকে সুস্থ করিবার জন্যে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবে। তাঁর রোগের যাতনা কমাইবার জন্যে প্রাণপণে যত্ন করিবে। তাঁকে যদি এ বেলা সুস্থ করিতে পার, তবে ও বেলা পর্য্যন্ত দেরি করিবে না। ভাল চিকিৎসককে দিয়া তাঁর চিকিৎসা করাইবে। টাকা কড়ি খরচের ভয়ে তাঁর চিকিৎসার যেন ত্রুটি না হয়। অধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া দেও—সে অধর্ম্মের, সে পাপের ত সীমাই নাই—টাকা কড়ি খরচের ভয় করিয়া স্বামীর চিকিৎসার ত্রুটি করা কত বড়

বোকামি, তা বলিয়া শেষ করা যায় না। সে অধর্ম্মের কথা, সে পাপের কথা, সে বোকামির কথা বিশেষ করিয়া বলিবার দরকারই নাই। স্বামীই তোমার এ সংসারের সুখ শান্তির কারণ। স্বামীর শরীর যত দিন সুস্থ থাকিবে, তত দিনই তোমার সে সুখ শান্তির আশা। তাতেই বলি, স্বামীর শরীর অসুস্থ হইলে, তাঁকে সুস্থ করিবার জন্যে বিধিমতে চেষ্টা না করা যে কতদূর অসঙ্গত কাজ, কত দূর অবিবেচনার কাজ, ভাবিযাও তার কুল কিনারা পাওয়া যায় না। আপনাব অনিষ্ট আপনি করিলে, লোকে বলে আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছে। স্বামীর ব্যামো ভাল করিতে ত্রুটি করা আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারার বাড়া—আমি বলি, আপনার বুকে আপনি ছোরা মারা। রোগ হইলে ভাল অষুদেরও যেমন দরকার, ভাল পথ্যেরও তেমনি দরকার—বরং ভাল পথ্যের

আরও বেশী দরকার। চিকিৎসকও ভাল, অষুদও ভাল, কিন্তু পথ্য ভাল নয় বলিয়া রোগ ভাল হয় না। যা করে না বৈদ্য, তা করে পথ্য—রোগ ভাল করিবার সময় এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে। পথ্যের ধরাধর না করিয়া, ভাল পথ্য না পাইয়া, বেশীর ভাগ রোগী মারা যায়। তাতেই বলি, স্বামীর ব্যামো হইলে তাঁকে শীঘ্র সুস্থ করিবার জন্যে ভাল চিকিৎসক, ভাল অষুদ, ভাল পথ্য—এ তিনেরই ব্যবস্থা করিবে। এ তিনেরই ব্যবস্থা করিতে খরচের দরকার। সে খরচে কখনও ডরাইবে না—সে খরচ করিতে কখনও পিছবে না। ভাল চিকিৎসক কারে বলে, তোমার জানিয়া রাখা উচিত। তা জানা না থাকিলে, তুমি মিছেমিছি টাকা খরচ করিয়া ভাল বলিয়া মন্দ চিকিৎসক আনিয়া উপস্থিত করিবে। যিনি রোগ ভাল করিতে পারেন, তিনিই ভাল চিকিৎসক। নাম বড়

হইলেই ভাল চিকিৎসক হয় না। নামে আর কাজে ঢের তফাত। নামে বড়, কাজে ছোট— এই পরিচয়ই বেশীর ভাগ পাওয়া যায়। বড় মানুষ-ঘেঁষা চিকিৎসকদের বেলায এ কথাটা যেমন খাটে, তেমন আর কারো বেলায় নয়। সামান্য অবস্থার ভদ্র লোকের মধ্যে আর ইতব লোকের মধ্যে যে চিকিৎসকের পশার বেশী, খুব হাত-যশ বলিয়া, কি ইতর কি ভদ্র, যে চিকিৎসকের সুখ্যাতি করে, সেই চিকিৎসককে দিয়া চিকিৎসা কবাইবে। যশের চেয়ে টাকার দিকে যে চিকিৎসকের নজর বেশী, দয়ার ভাগ যে চিকিৎসকের কম, অহঙ্কারের ভাগ যে চিকিৎসকের বেশী, সে চিকিৎসককে কখনও ডাকিবে না। সে চিকিৎসককে ডাকিয়া কোনও ফল পাবে না। সে চিকিৎসককে ডাকা আর ধনে প্রাণে সারা হওয়া সমান।

প্রস্রাব, বাহ্যে, বমি, কাশ, পোঁটা, থুতু—

এ সবকে ঘৃণা করিলে রোগীর শুশ্রূষা করা হয় না। স্বামীর ব্যামো হইলে তাঁর শুশ্রূষা করিবার সময় এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে। স্বামীর বিপদের সময় স্ত্রী যদি স্বামি-ভক্তির পরিচয় বিধিমতে না দিতে পারেন, তবে তাঁর স্বামি-ভক্তি কেবল মুখে—অন্তরেও না, কাজেও না। স্বামীর ব্যামো হইলে, তাঁর পরণের কাপড় আর গায়ের কাপড় চোপড় আর বিছানা যত দূর পার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। ও সব যত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, তিনি তত শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠিবেন। রোগ হইলে কুপথ্যে রোগীর লোভ হয়। বেশ বুদ্ধিমান্ লোকও রোগে অবুঝ হন। তাতেই বলি, ব্যামো হইলে স্বামীকে কোনও কুপথ্য করিতে দিবে না। কুপথ্য খাবার বেলা তাঁর কথা শুনিলে তোমার চলিবে না। কুপথ্য চাহিলে, কুপথ্যে কি অনিষ্ট হইবে, মিষ্টি কথায় তাঁকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিবে।

ব্যামো ভাল হইলে, শরীর যত দিন না বেশ সুস্থ আর সবল হয়, তত দিন স্বামীকে খুব তলি তর্পণে রাখিবে। ফিরে ব্যামো না হইতে পারে, এমন উপায় বিধিমতে করিবে। কোনও রকম অত্যাচার করিতে দিবে না। পথ হাঁটা, বেশী শ্রম করা, বেশী চিন্তা করা, হিম বাত ভোগ করা, বেশী খাওয়া, বেশী বেলায় খাওয়া, বেশী রাত্রে খাওয়া, রাত্রি জাগা, এ সবই অত্যাচার। কিসে শরীর শীঘ্র সুস্থ হয়, কিসে শরীরে শীঘ্র বল হয়, কোন্‌টী সুপথ্য, কোন্‌টী কুপথ্য, কি কি করিলে ব্যামোটী আর না পাল্‌টায়, চিকিৎসকের কাছে এ সব বেশ করিয়া জানিয়া শুনিয়া লইবে। কায়মনোবাক্যে এই সব করিলেই স্বামীর ব্যামোর সময় আর ব্যামো ভাল হওয়ার পর তাঁর যথাবিধি সেবা শুশ্রূষা করা হইল।

স্বামীর সেবা শুশ্রূষার কথা, মা, তোমাকে

ররাবরি যা শিখাইয়া আসিয়াছি আর আজ্ ফেব যা বলিলাম, শ্বশুর-বাড়ী গিয়া আর আর বৌ ঝিদের কাছে তাব ঠিক্ বিপরীত পবিচয পাবে। অনেক জায়গায এমন বিপরীত পরিচয পাবে যে, তোমাকে একবারে অবাক্ হইতে হবে। তাতেই বলি, সে সব পরিচয় তোমার আগেই জানিয়া রাখিলে ভাল হয। তা হইলে, তোমাব মনে কোনও রকম সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারিবে না। তুমি ছেলে মানুষ, দশ জনকে যা করিতে দেখিবে, সেই-টীই ঠিক্ বলিয়া তোমার বোধ হইতে পারে। কিন্তু নীতি-শিক্ষার অভাবে যে তাদেব আচাব ব্যবহাব ও বকম, তোমাকে তা বিশেষ করিযা না বলিয়া দিলে, কেমন করিয়া জানিবে। শিশু বেলা থেকে তোমার যে রকম নীতি-শিক্ষা হইযাছে, তাদের শিশু বেলা থেকে সে বকম নীতি-শিক্ষা হইলে, তোমার আচার ব্যবহারের সঙ্গে তাদেরও

আচার ব্যবহার ঠিক্ মিলিত। স্বামীকে ভক্তি করিবার কথা বলিবার সময় এ সব বেশ করিয়া বলিছি (৪৪র পাত দেখ)। তুমি স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতে শিখিযাছ—তারা স্বামীর সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি করিতে শিখিয়াছে—তারা স্বামীর সেবা শুশ্রূষার যে ত্রুটি করিয়া থাকে, এখানে সে পরিচয় একটীর বেশী দিবার দরকার নাই। খালি সেই পরিচয়টী পাইলেই তুমি সাবধান হইতে পারিবে আর শ্বশুর-বাড়ী গিযা নিজের নীতি-শিক্ষার পরিচয় তাদের কাছে সাহস করিযা দিতে পারিবে।

স্বামী জমীদারের নাযেব, অবস্থা খুব ভাল, বাড়ীতে দাস দাসী খাটে, রাঁধুনি বামণে রাঁধে, কিছুরই অভাব নাই, স্ত্রী পরিবারকে যত দূর সুখে সচ্ছন্দে রাখিতে হয, তা রাখেন। বাড়ী থেকে কাছারি এক পোআ পথের বেশী নয। রোজ খুব সকালে স্নান আহ্নিক করিয়া

কাছারী যান আর বেলা একটা বাজিয়া গেলে বাড়ী আসেন। কোন কোন দিন বাড়ী আসিতে দুটো আড়াইটেও হইয়া যায। আবার সন্ধ্যার পব কাছাবী যান, আর রাত্রি দশটার সময় বাড়ী আসেন। স্বামী কাছারি গেলে, স্ত্রী বেলা ১০টার মধ্যে স্নান আহার করিয়া ছুঁচেব কাজ করিতে বসেন। ঘণ্টা খানেক শেলাই কবিয়া খাটে গিয়া শোন। স্বামী অত বেলায তাতিয়া পুড়িয়া আসিয়া রোজই দেখেন, স্ত্রী নিশ্চিন্ত হইযা দিব্য শয্যায় সচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন! স্বামী কখন্ আসেন, কখন্ খান্, কি দিযা খান্, খাইতে পারেন কি না, খাইযা তাঁর পেট ভরে কি না, খাইযা তাঁর তৃপ্তি হয় কি না—এ সব খোঁজ খবর তিনি কিছুই রাখেন না। খালি চাকবের কৃপাতেই আর রাঁধুনি বামণের প্রসাদেই তাঁর সেবা শুশ্রূষার আর আহারাদির তত বেশী ত্রুটি হইতে পায় না। স্বামী আহার করিয়া

বাহির-বাড়ী গিয়া বসিলে, স্ত্রী আড়া মোড়া ভাঙিয়া উঠেন। উঠিয়া খানিক এ দিক্ ও দিক্ করিয়া আবার ছুঁই সূতো লইয়া বসেন। সন্ধ্যার পর স্বামী কাছারি চলিয়া গেলে, নিজের আহারের উদ্‌যোগ আযোজন করিতে থাকেন। রাত্রি ৯টা না বাজিতেই আহারাদি করিয়া ছেলে পিলে লইয়া ঘরে গিয়া শোন্। স্বামী রাত্রি দশটার সময় বাড়ী আসিয়া দেখেন সব নিস্তব্ধ—বাড়ীতে মানুষ আছে এমন বোধই হয় না! কোথায় বা স্ত্রী, কোথায় বা ছেলে মেয়ে। কে কার খোঁজ করে? কে কার খোঁজ খবর লয়? টাকা কড়ি না থাকিলে স্বামীর খোআরের আর সীমা থাকিত না—দুর্গতির এক শেষ হইত! মাইনে দিয়া চাকর আর রাঁধুনি বামণ না রাখিতে পারিলে, স্বামী এক ঘটি জলও পাইতেন না—এক মুটো ভাতও পাইতেন না! সহজ বেলায় স্বামীর সেবা শুশ্রূষার পরিচয় এই! সহজ বেলায়ও

তাঁর সেই চাকর আর রাঁধুনি বামণ ভরসা। রোগ হইলেও তাঁর সেই চাকর আর রাঁধুনি বামণ বৈ আর গতি নাই!

একবার তাঁর ভারি ব্যামো হয়। বন্ধু বান্ধব অনেকে তাঁকে দেখিতে আসেন। ভাল ডাক্তর কি ভাল বৈদ্য আনিয়া দস্তুর মত চিকিৎসা না করাইলে জীবন রক্ষা হওয়া ভার —এই কথা বলিয়া তাঁরা চলিয়া যান। তাঁরা চলিয়া গেলে, চাকর গিয়া বলিল, মা ঠাক্‌রুন্, কর্ত্তার ব্যামো বড় শক্ত। ভাল ডাক্তর কি ভাল বৈদ্য আনিতে দিন্, আর আপনি তফাতে না থাকিয়া কাছে বসিয়া তাঁর সেবা শুশ্রূষা করুন্। ডাক্তর বৈদ্যকেই যদি সব টাকা দিব, তবে আমিই বা খাব কি, আর আমার ছেলে পিলেরাই বা খাবে কি? মা ঠাক্‌রুণের মুখে এই বিষম কথা শুনিয়া চাকর একবারে অবাক্ হইয়া বসিয়া পড়িল। স্ত্রীর এই বিষম ব্যবহারের কথা, মা, বেশ করিয়া

একবার ভাবিয়া দেখ। শিক্ষার অভাবে কি না হয়? শিক্ষাব অভাবে কি না সম্ভব? যে নীতি-শিক্ষাব গুণে স্ত্রী দেবীর প্রকৃতি পান, সেই নীতি-শিক্ষার অভাবে স্ত্রী রাক্ষসীর পবি-পরিচয় দেন!

রাঁধুনি বামণ, চাকর, চাকবাণী রাখা বড় মানুষি দেখাইবার জন্যে নয়, স্ত্রী পরিবারের কষ্ট নিবারণের জন্যে—স্ত্রীর এ কথাটা মনে থাকিলে ভাল হয়—স্ত্রী এ কথাটা ভুলিয়া না গেলে ভাল হয়। এ কথাটা যদি তাঁর মনে থাকে, এ কথাটা যদি তিনি ভুলিষা না যান, তবে জমীদারের নায়েবের দুর্দ্দশাব মত তাঁর স্বামীর দুর্দ্দশা তিনি কখনই হইতে দেন না। বরং রাঁধুনি বামণ, চাকর, চাকরাণীর কল্যাণে স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিবার অবকাশ বেশী পান বলিয়া তিনি আপনাকে একবারে চরিতার্থ মনে করেন। স্ত্রীকে সুখে সচ্ছন্দে রাখিতে গিয়া স্বামী যদি নিজের সুখ শান্তি

হাবান্, তবে এর বাড়া লাভ তাঁর আর কি হইতে পারে? অশিক্ষিতা স্ত্রীর কাছে স্বামীব এই রকম লাভ চিবকালই হইয়া থাকে। শিশু বেলা থেকে যে স্ত্রীর দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা হয় নাই, তাঁকেই অশিক্ষিতা বলিতেছি।

———.

চতুর্থ সর্গ।

স্বামীকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিবে।

স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা, মা, সোজা কথা নয়। স্ত্রী যথার্থ গুণময়ী না হইলে স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে পাবেন না। এর আগেই বলিছি, যে সব গুণ থাকিলে স্ত্রীকে সাধ্বী বলা যায়, সে সব গুণ না থাকিলে স্ত্রীর যথার্থ স্বামি-ভক্তি হইতেই পারে না। কি কি গুণে স্ত্রী সাধ্বী হন, তাও এর আগে বলিছি (৭৪—৭৫র পাত দেখ)। স্বামীকে সর্ব্বদা

সন্তুষ্ট রাখিতে হইলেও স্ত্রীর যথার্থ সাধ্বী হওয়া চাই। স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখার মত কঠিন ব্রত স্ত্রীলোকের আর নাই। কখনও কোনও বিষযে যদি কোনও রকম নিন্দার কাজ না করেন, তবেই স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন।

কোন্‌টী নিন্দার কাজ, আর কোন্‌টী নিন্দার কাজ নয়, বিশেষ করিয়া বলিতে হইলে, এক এক করিয়া এ সংসারের সকল কাজের কথা বলিতে হয়। নিজের যদি জ্ঞান থাকে, তবে নিন্দার কাজ করিতেছি, কি সুখ্যাতির কাজ করিতেছি, জানিবার জন্যে পরেরও কাছে যাইতে হয় না, পরের মুখও চাহিয়া থাকিতে হয় না। জ্ঞান বড় জিনিশ। যাঁর জ্ঞান আছে, তাঁর সবই আছে; যাঁর জ্ঞান নাই, তাঁর কিছুই নাই। জ্ঞানেরই অভাবে আমরা দুঃখ পাই; জ্ঞানেরই অভাবে আমরা যত অকাজ করি; আর জ্ঞানেরই প্রসাদে

আমরা এ সংসারের সুখ শান্তি ভোগ করি। ইহকাল পরকাল রক্ষার মূলই জ্ঞান। উচিত অনুচিত, হিত অহিত, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, কাজ অকাজ, যুক্তি অযুক্তি, ভাল মন্দ—এ সব বিচার জ্ঞানের কাজ। জ্ঞান নৈলে এ সব বিচার হয় না, হইতে পারে না। জ্ঞান আপনি হয় না; জ্ঞানের জন্যে দস্তুর মত ভাল শিক্ষার দরকার। জ্ঞান শিক্ষার ফল বৈ আর কিছুই নয়। শিশু বেলা থেকে লেখা পড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে ভাল রকম নীতি-শিক্ষা হইলে তবে জ্ঞান হয়। অল্প সাধনায় জ্ঞান হয় না। নিন্দার কাজ, সুখ্যাতির কাজ দেখাইয়া দিতে কেবল জ্ঞানেই পারে। পরণের কাপড় খানি ময়লা হইতে দেওয়াও যে নিন্দার কাজ, তাও কেবল জ্ঞানেই বলিয়া দিতে পারে। তাতেই বলি, মা, তোমার যদি জ্ঞান থাকে, তবে স্বামীকে সর্ব্বদা

সন্তুষ্ট রাখিবার উপায় তুমি নিজেই স্থির করিতে পারিবে। স্বামীকে যথা উচিত ভক্তি করিবার জন্যে স্ত্রীর যে সব গুণের দরকার, সে সব গুণে তিনি স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্টও রাখিতে পারেন। স্বামীকে যিনি ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্টও রাখিবার উপায় তাঁর শেখা হইয়াছে। ধর ত, স্বামীকে যথা উচিত ভক্তি করা আর তাঁকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা একই কথা। স্বামী যদি স্ত্রীর সকল কাজে, সকল কথায় তাঁর ভক্তির পরিচয় পান, তবে কি তাঁর অসন্তোষের কোন কারণ থাকে, না থাকিতে পারে? কখনই না। তাতেই বলি, স্বামীকে ভক্তি করিবার কথা যখন অত করিয়া বলিছি, তখন স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবার কথা বেশী করিয়া বলিবার দরকারই নাই। তবে স্বামীকে ভক্তি করার কথা, আর স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করার কথা বলিবার সময়, কেবল

স্বামীরিই সম্বন্ধে স্ত্রীর যা কর্ত্তব্য, খালি তাই-ই বলিছি। স্বামীর মা বাপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে স্ত্রীর কি রকম ব্যবহার করা উচিত, এখন তোমাকে, মা, তাই কিছু বলিব।

স্বামীর মা বাপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয স্বজনকে, আপনার মা বাপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনের মত দেখা—স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার যেমন উপায়, তেমন উপায় আর নাই। এমন উপায় থাকিতেও অশিক্ষিত মেযেরা স্বামীকে অসন্তুষ্ট করিতে, জ্বালাতন করিতে ছাড়েন না! স্বামী যাঁকে ভক্তি করিয়া থাকেন, স্ত্রী যদি তাঁকে ভক্তি না করেন, তবে তাঁর স্বামি-ভক্তি কি বজায় থাকে, না থাকিতে পারে? কখনই না। স্বামী যাকে ভাল বাসেন, স্বামী যার আদর করেন, স্ত্রী যদি তাকে দেখিতে না পারেন, স্ত্রী যদি তার

আদর না করেন, তবে স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখার ব্রত কি তাঁর পালন করা হয়, না হইতে পারে? কখনই না। যে স্ত্রীর অনুরোধে স্বামীকে কোনও রকম অন্যায় কাজ, কোনও রকম নিন্দার কাজ করিতে না হয়, সেই স্ত্রীই যথার্থ সাধ্বী; সেই স্ত্রীই স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন। তাতেই বলি, মা, স্বামীকে যদি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে চাও, তবে তাঁর আপনার জনকে তুমিও আপনার মনে করিবে, আর ব্যবহারেও ঠিক্ সেই পরিচয় দিবে। নৈলে, তোমার ইষ্টসিদ্ধি কখনও হবে না। বৌরা শ্বশুর শাশুড়িকে পর ভাবেন আর তাঁদের সঙ্গে ব্যবহারও ঠিক্ সেই রকম করেন—বা করিতে চান। এ ছাড়া, স্বামীকেও আপনাদের মতে আনিতে চেষ্টা করেন। তাঁদের এই চেষ্টাতেই শ্বশুর শাশুড়ির মন ভাঙিয়া যায়। মন সাধে ভাঙে না। আশা ভাঙিলেই মন ভাঙে। মা

বাপে কত সাধ করিয়া, কত আহ্লাদ করিয়া ছেলের বিয়ে দেন। বিয়ে দিয়া বৌ ঘরে আনিয়া আহ্লাদে চকে আর দেখিতে পান না। আত্মীয় স্বজন যিনি যেথানে আছেন, তাঁদের ডাকিয়া বৌ দেখান। বৌ যত দিন ছোট থাকেন, শ্বশুর শাশুড়ির এই রকম আদরের সামগ্রী হইয়া কখনও বাপের বাড়ী থাকেন, কখনও বা শ্বশুর-বাড়ী থাকেন। তার পর বড় হইয়া বৌ যখন শশুরের ঘর করিতে যান, শ্বশুরের সংসারের সুখ শান্তি নষ্ট করিবার অস্ত্র শস্ত্র একবারে তয়ের করিয়া লইয়া যান। শ্বশুর শাশুড়ি [illegible] কেউই না, আর স্বামীকে যেন কুড়াইয়া [illegible] পাইয়াছেন। বৌ প্রথমেই এই পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। স্ত্রীর অনুরোধে, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যে, স্বামীও মা বাপের কম অনুগত হইতে আরম্ভ করেন, অনুচিত কাজও দু একটা করিবার চেষ্টা করেন। বাপ মা, ছেলের এ রকম

ভাব গতিক শীঘ্রই বুঝিতে পারেন। ছেলের এ রকম ভাব গতিকের গোড়াই যে বৌ-মা, তাঁদের তাও জানিতে বাকী থাকে না। যে আশা করিয়া ছেলে মানুষ করিলাম, বৌ-মা আসিয়া সে আশায় ছাই দিলেন—এই বলিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আপ্‌শোস্ করিতে থাকেন। মানুষ-করা ছেলের কাছে মা বাপের কি আশা, তোমার মত সুবুদ্ধি মেয়েকে তা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হবে? এই রকম করিয়া বৌ-মা ক্রমে শ্বশুর শাশুড়ীর বেশ বিদ্বেষের পাত্রী হইয়া দাঁড়ান। শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে স্ত্রী পদে পদে মন্দ ব্যবহার করেন, তাঁদের সম্বন্ধে অন্যায় কাজও ঢের করেন। স্ত্রীর সেই সব মন্দ ব্যবহার, সেই সব অন্যায় কাজ বারে বারে ঢাকিতে গিয়া স্বামীও মা বাপের কাছে কম বিদ্বেষের পাত্র হইয়া পড়েন না। এই গুলি হইলেই মা বাপের আশাও পূরে, সাধও মিটে! ছেলে

ভাল চাকরি পাইয়া পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থানে গেলেন। স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়িব কাছ ছাড়া হইয়া—শ্বশুর শাশুড়িব হাত এড়াইয়া যেন বাঁচিলেন! স্বামীও নির্ব্বিবাদে স্ত্রীর অন্যায় ব্যবহারের পোষকতা কবিবার অবকাশ পাইয়া যেন চবিতার্থ হইলেন! কর্ম্মস্থানে স্ত্রীর মা বাপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয স্বজন আপনার হইল, আর আপনার মা বাপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজন একবারে পর হইয়া গেলেন!!! স্ত্রীব অনুরোধে স্বামীর বিপবীত আচার ব্যবহারেব পবিচয, মা, এখানে একটু দিই।

বাড়ীতে মায়ের, বাপের, কি ভাইযেব ব্যামো হইলে হাত ধরিযা দেখে এমন লোক নাই, কর্ম্মস্থানে তাঁব শ্যালা সম্বন্ধিদের ব্যামো হইলে ইংরেজ ডাক্তর আসিয়া চিকিৎসা করে! বাড়ীতে সহোদর ভাইদেব

ছেলেদের পাঠশালে পড়িবার কড়ি জোটে না; তাঁর শ্যালা সম্বন্ধিরা এক এক জনে দু টাকা তিন টাকা মাইনে দিয়া স্কুলে কলেজে পড়ে! তাঁর চাকর নফরে রোজ খিচুড়ি পোলাও প্রসাদ পায়, বাড়ীতে মা বাপে দু বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পান না! তাঁর সম্বন্ধিদের স্ত্রীদের জন্যে বাঁধুনি বামণে ভাত রাঁধে; বাড়ীতে বুড়ো মা দু বেলা রাঁধা বাড়া করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া, বুড়ো বাপকে আর ছোট ছোট ভাই গুলিকে মাসের মধ্যে দশ দিন এক বেলা ভাজা পোড়া খাইয়া থাকিতে হয়! তাঁর শ্যালা সম্বন্ধিরা যোড়ায় যোড়ায় নূতন কাপড় পরে; বাড়ীতে মা বাপের পরণের কাপড়ে তিল দিবার জায়গা নাই, এত শেলাই! শ্যালাদের গায়ে ইস্তিরি করা পিরাণ; বাড়ীতে ধোপার কড়ির অভাবে মা বাপের পরণে ক্ষারে-কাচা কাপড়! তাঁর খানসামাদের পায়ে বুট্ জুতো; বাড়ীতে বুড়ো

বাপের পায়ে এক যোড়া ছেঁড়া চটি-জুতোও নাই! এমন চাকুরে বেটার মা বাপের যখন অমন দুর্দ্দশা, তখন জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনের আশা ভরসা তাঁর কাছে কত, তা ত, মা, বুঝিতেই পারিতেছ! এখন, মা, এক বার ভাবিয়া দেখ, যে স্ত্রীব অনুরোধে স্বামীকে এমন অন্যায় কাজ কবিতে হয, সে স্ত্রীকে সাধ্বী বলা যায় কি না? কখনই না। সে স্ত্রীকে যদি সাধ্বী বলিবে, তবে অসাধু বলিবে কাকে? যে স্ত্রী স্বামীর কল্যাণ কামনা করেন না, তাঁকে কি বলিয়া সাধ্বী বলিবে? স্বামী মা বাপের কাছে দিন দিন রাশি রাশি অপরাধ করিয়া পাপে ডুবিতেছেন, স্ত্রী দিব্য চক্ষে দেখিয়াও নিশ্চিন্ত আছেন; তবু তাঁকে সাধ্বী পতি-ব্রতা বলিতে হবে! স্বামীর কল্যাণ কামনা যে স্ত্রীর হৃদয়ে নিয়ত না জাগে, সে স্ত্রীকে খালি অসাধু বলিযা ক্ষান্ত থাকা যায় না—সে স্ত্রীকে রাক্ষসী বলাই বিধি। যদি

বল, বিদ্যা বুদ্ধি থাকিতে স্বামী স্ত্রীর মতে চলিয়া অকাজ করেন কেন? স্ত্রীর মতে চলিয়া অকাজ না করিলে স্বামী যে এক মুটো ভাতও পান না! মাকে এক খানি ভাল কাপড় কিনিয়া দিলে স্বামীর উপর রাগ করিয়া স্ত্রী তে-রাত্রি করেন, বাপের বাড়ী যাইবার জন্যে বোঁচ্‌কা বেঁড়ো বাঁধেন! এ অবস্থায় নিজের মান সম্ভ্রম আর সংসারের শান্তি বজায় রাখিয়া চলিতে হইলে, মা বাপের কাছে অপরাধী না হইয়া স্বামী কেমন করিয়া পার পান? শিশু বেলায় স্ত্রীর নীতি-শিক্ষা হয় নাই। কাজেই, তাঁর কাজ অকাজ বোধ নাই—সাধু কাজ অসাধু কাজ বিচার নাই। স্বামী নীতি-কথা বলিলে উল্টো বৈ সোজা বুঝেন না। এ অবস্থায় স্বামীর পার পাইবার উপায় নাই। তাতেই বলি, মা, বাপের বাড়ীতে মেয়ের নীতি-শিক্ষা স্বামীর সংসারের সুখ শান্তির গোড়া।

বাপের বাড়ীতে শিশু বেলা থেকে মেয়ে দস্তুর মত নীতি শিখিয়া শ্বশুরের ঘর করিতে গেলে, তাঁর অনুরোধে স্বামীকে কখনও কোনও অকাজ ত করিতে হয়ই না। তা ছাড়া, স্বামীর যদি কিছু দোষ থাকে, তাঁর গুণে তা পর্য্যন্ত শুধ্‌রে যায়। মা, তোমার কথা ফুটি-তেই, তোমার জ্ঞান হইতেই পাখী-পড়ানর মত করিয়া তোমাকে নীতি শিখাইয়াছি। যে বৈতে নীতি-কথা নাই, সে বৈ তোমাকে কখনও পড়িতে দিই নাই। কুসঙ্গও তোমার কখনও হইতে দিই নাই। এর ফলও আমি তেমনি পাইয়াছি। তুমি, মা, নিজের স্বভাব চরিত্রের পরিচয় দিয়া এ দিকের ভদ্র ইতর সকলের কাছে যেমন আদরের সামগ্রী হই-য়াছ, শ্বশুর-বাড়ী গিয়া সকলের কাছে সেই রকম আদর পাইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধি হয়। এর আগেই বলিছি, স্বামীর মা বাপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুম্ব,

আত্মীয় স্বজনকে, আপনার মা বাপ, খুড়ো জ্যেঠা ভাই ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনের মত দেখা—স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার যেমন উপায়, তেমন উপায় আর নাই। এ কথাটা, মা, কখনও ভুলিও না। শাশুড়িকে যদি আপনার মার মত দেখ আর তাঁর সঙ্গে ঠিক্ সেই রকম ব্যবহার কর, তবে তিনি তোমাকে আপনার মেয়ের মত না দেখিয়া আর তোমার সঙ্গে ঠিক্ সেই রকম ব্যবহার না করিয়া কি থাকিতে পারেন? কখনই না। বাপ মাকে যে রকম ভক্তি করিতে হয়, বাপ মার যে রকম সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়, শ্বশুর শাশুড়িকেও ঠিক্ সেই রকম ভক্তি করিবে আর সেবা শুশ্রূষাও তাঁদের ঠিক্ সেই রকম করিবে। খালি এই করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। মা বাপকে যে রকম ভক্তি করা উচিত, তাঁদের যে রকম সেবা শুশ্রূষা করা উচিত, স্বামী তাঁদের সে রকম ভক্তি করেন কি না, তাঁদের সে রকম

সেবা শুশ্রূষা করেন কি না, তারও খোঁজ খবর তুমি রাখিবে—তারও তত্ত্ব তুমি বিশেষ করিয়া লইবে। সে পক্ষে স্বামীর যদি কোনও ত্রুটি দেখ, তবে সে ত্রুটি তুমি কোনও মতে হইতে দিবে না। স্বামীর ত্রুটি বা দোষ শুধ্‌বে দেওয়া স্ত্রীব পক্ষে যেমন সহজ, তেমন আর কারুই না। কেন না, স্ত্রীব অনুরোধে স্বামী যখন অকাজও করিতে রাজি, তখন ভাল কাজ করিবার জন্যে সে অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই ভাগ্য বলিয়া মানেন। ভাল কাজ কবিবার জন্যে স্ত্রীর অনুরোধ স্বামীর ভাগ্যে আজ্‌কাল্‌ ঘটে না ববিলেই হয়। তুমি নিজে শ্বশুর শাশুড়িকে যথা উচিত ভক্তি কর, তাঁদের সেবা শুশ্রূষাও যথা উচিত কর, আবার সে পক্ষে স্বামীরও ত্রুটি হইতে দেও না—এ পরিচয় তাঁরা পাইলে, তাঁদের কাছে কি তোমার আদর ধরে? না, তাঁরা আহ্লাদ রাখিবার জায়গা পান্? স্বামী পরম গুরু;

আবার শ্বশুর শাশুড়ী স্বামীর পরম গুরু। এতেই বুঝিয়া লও, শ্বশুর শাশুড়িকে কি রকম ভক্তি করা উচিত। স্বামীকে ভক্তি করার কথা বলিবাব সময় তোমাকে যে সব নীতি শিখাইয়াছি, সে সব যদি তোমার মনে থাকে, তবে শ্বশুর শাশুড়িকে ভক্তি করার কথা তোমাকে আর বেশী করিয়া বলিতে হবে না। তবে নীতি কথা দু বারের জায়গায় পাঁচ বার বলিলেও হানি নাই। তাতেই বলি—

শ্বশুর শাশুড়িকে কখনও অভক্তি করিবে না। তাঁদের অবাধ্য কখনও হবে না। সর্ব্বদা তাঁদের আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিবে। সর্ব্বদা তাঁদের অনুগত থাকিবে। তাঁরা যখন যা বলিবেন, সন্তুষ্ট হইয়া তখনই তা করিবে। তাঁদের উপর কখনও রাগ করিবে না। তাঁদের উপর কখনও বিরক্ত হবে না। রাগ করিয়া বা বিরক্ত হইয়া তাঁদের কখনও

কোনও কর্কশ, কড়া, বা অপ্রিয় কথা বলিবে না। তোমার কোনও কাজে বিরক্ত হইয়া তাঁরা তোমাকে বকিলে, তাঁদের সঙ্গে কখনও উত্তর করিবে না। নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তাঁদের কখনও নিন্দা করিবে না। তাঁদের নিন্দাও কখনও শুনিবে না। তাঁদের নিন্দা যেখানে শুনিবে, সেখানে কখনও থাকিবে না। তাঁদের নিন্দা যেখানে হবে, সেখানে কখনও যাবে না। তাঁদের সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যে নিয়ত চেষ্টা করিবে। শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করিলে তাঁরা যার পর নাই সন্তুষ্ট থাকেন।

স্বামীর সেবা শুশ্রূষা কেমন করিয়া করিতে হয়, এর আগেই তা বলিছি। শ্বশুর শাশুড়ীরও সেবা শুশ্রূষা ঠিক্ তেমনি করিয়া করিবে। তুমি উপস্থিত থাকিতে শাশুড়িকে কখনও কোনও শ্রমের কাজ করিতে দিবে

না। তুমি বসিয়া আছ, গল্প করিতেছ, আর শাশুড়ি রাঁধা বাড়া করিতেছেন, ঘর ঝাঁ'ট দিতেছেন, বাসন মাজিতেছেন, কি কুওর জল তুলিতেছেন—এটা দেখিতেও ভাল না, শুনিতেও ভাল না। যত দিন তুমি বেশ রাঁধিতে বাড়িতে না পারিবে, শাশুড়ির কাছে বসিয়া মন দিয়া সব শিখিবে। রান্নাঘরে তাঁর সব গোছাইয়া দিবে—করিয়া কর্ম্মিয়া দিবে, আর তাঁর রান্না দেখিবে। রাঁধিতে রাঁধিতে তাঁকে যেন বাট্না বাটিয়া না লইতে হয়; কুওর জল তুলিতে না যাইতে হয়; থাল, পাথর, ঘটি, বাটি ধুইয়া লইতে না হয়; আগে থাকিতে তুমি সে সব কাজ করিয়া রাখিবে। তুমি স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতেছ, এমন সময় যদি তোমার শ্বশুর কি শাশুড়ি তোমাকে ডাকেন বা ডাকিয়া পাঠান, তবে স্বামীর অনুমতি লইয়া তাঁদের কাজ আগে করিতে যাবে। শ্বশুর শাশুড়িকে এই রকম ভক্তি শ্রদ্ধা

করিতে দেখিযা স্বামী তোমার উপর যার পর নাই সন্তুষ্ট হইবেন।

শ্বশুর শাশুড়িকে যে রকম ভক্তি করিবে, আর আর গুরুজনদেবও যদি সেই রকম ভক্তি কর, আর তাঁদেব সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার কর, তবে তাঁদের সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যে তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না।

তুমি যদি কখনও কোনও ক্ষতি লোকৃশান কর, আর তোমার শ্বশুব, শাশুড়ি, কি স্বামী তা জানিতে না পারেন, তবে তুমি তা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁদের কাছে গিযা সব কথা খুলিয়া বলিবে, আর তোমার অপরাধ স্বীকাব কবিযা তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।

অপরেব কাছে তোমার অন্যায় কাজের পরিচয় পাইয়া, তোমার শ্বশুর, শাশুড়ি, কি স্বামী সেই অন্যায় কাজের কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি তা কখনও গোপন

করিবে না—গোপন করিবার চেষ্টাও করিবে না। সত্য কথা বলিযা নিজের দোষ স্বীকার করিবে, আর তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তা হইলে, তাঁরা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে ক্ষমা করিবেন। তা হইলে, তাঁরা তোমাকে কখনও কোনও বিষয়ে অবিশ্বাস করিবেন না।

এখানে এক গৃহস্থের বৌ'র আর তাঁর শাশুড়ীর সাধু ব্যবহারের পরিচয় দিই। এক দিন রাঁধুনি বামণ মাছ ভাজিবার জন্যে কড়ায় তেল চড়াইয়া দিল। কড়ায় তেল ঢালিয়া দিয়াই বলিল, এ কি! এ ত শরিষার তেল নয়। এ যে রেড়ির তেল দেখিতেছি! এমন কাজ কে করিল! রাঁধিবার তেলের ভাঁড়ে রেড়ির তেল কে ঢালিয়া দিল! শাশুড়ি এই কথা শুনিয়া বৌকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, এ কাজ কে করিযাছে বলিতে পার। বৌ উত্তর করিলেন, মা, ও কাজ আর কেউ

করে নাই, ও কাজ আমিই করিছি। শরিষার তেলের ভাঁড় বলিয়া, রেড়ির তেলের ভাঁড় থেকে রাঁধিবার তেলের ভাঁড়ে রেড়ির তেল ঢালিয়া দিইছিলাম। তখন সে ভুল বুঝিতে পারি নাই। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি। কেন না, রাঁধিবার তেল আর ত কেউ দেয় নাই; আমিই দিইছিলাম। সত্য কথা বলিয়া নিজের দোষ স্বীকার করিয়া, মা, তুমি আজ আমাকে কি সন্তুষ্টই করিলে। এ ভুলের জন্যে, মা, তোমাকে অপ্রতিভ হইতে হইবে না। এ ভুল যদি আমারই হইত। তবে কি, মা, আমাকে বকিতে, না আমার উপর বিরক্ত হইতে? ভুল সকলেরই হইতে পারে—ভুল সকলেরই হইবার কথা। বিশেষ, শরিষার তেলের ভাঁড়, রেড়ির তেলের ভাঁড়, দুটো এক জায়গায় থাকিলে হঠাৎ চিনে লওয়া ভার। বৌকে এই রকম করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিয়া শাশুড়ী আপনার ঘরে গেলেন। খানিক

পক্ষে, বৌ নোনদদের বলিলেন, ভাই, আমি এমন অকাজ করিলাম, মা আমাকে কিছুই বলিলেন না! আমি যে অকাজ করিছি, বাড়ীর সকলেই আমাকে বকিলে ভাল হইত।

এখন, মা, একবার ভাবিয়া দেখ, এমন যে বৌ, শাশুড়ী তাকে প্রাণ ধরিয়া বকিতে পারেন কি না; শাশুড়ী তার উপর বিরক্ত হইতে পাবেন কি না, তার মনে কষ্ট দিতে শাশুড়ীর ইচ্ছা হয় কি না—আর এমন যে শাশুড়ী, তাঁর অনুগত না হইয়া বৌ কখনও থাকিতে পারেন কি না! কখনই না। আপনই হোক্, পরই হোক্, ভালর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিতেই হয়। ভালর সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করিয়া থাকা যায় না। বৌ'র সঙ্গে শাশুড়ী ভাল ব্যবহার করেন, কিন্তু বৌ শাশুড়ীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না; শাশুড়ীর সঙ্গে বৌ ভাল ব্যবহার করেন, কিন্তু শাশুড়ী বৌ'র সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন না

—এ রকম প্রায়ই ঘটে না, এ রকম ঘটনা খুবই কম। তবে এমন অনেক বোকা শাশুড়ি আছেন, তাঁদের বিশ্বাস, বৌকে কষ্ট দেওয়া খুব বাহাদুরি, বৌকে কষ্ট না দিলে শাশুড়িগিরি ফলান হয় না। এই বিশ্বাসে—এই রকম বিশ্বাস থাকায়, অনেক শাশুড়ি, সংসারের কাজ কর্ম্মে সর্ব্বদা মনো-যোগী—একটুও আলস্য নাই—শ্রম করিতে মোটেই কাতর নয—এমন শান্ত সুবোধ ধীর নিরপরাধ বৌদেরও মিছেমিছি কষ্ট দিযা থাকেন! শাশুড়িদের এ রকম অবিচার অবিবেচনা হইলে বৌদের সর্ব্বনাশ। এখানে একটী ভদ্র লোকের পুতের বৌ'র দুর্দ্দশার পরিচয় দিই।

পুতের বৌ শ্বশুরের ঘর করিতে আসি-লেন। বৌকে কষ্ট না দিলে শাশুড়িগিরির পরিচয় দেওয়া হয় না, শিশু বেলা উপন্যাস শুনিয়া, শাশুড়ি তা আগে থাকিতেই ঠিক্

করিয়া বসিয়া আছেন। এই জন্যে, বৌ আসিতেই শাশুড়ী তাকে কষ্ট দিতে আরম্ভ করিলেন। বাপের বাড়ী বৌ কত আদরে ছিলেন! কত যত্নে ছিলেন! কখনও খাওয়ার কষ্ট পান নাই, কখনও পরার কষ্ট পান নাই, কখনও মাথার কষ্ট পান নাই, কখনও শোবার কষ্ট পান নাই। শাশুড়ির কাছে আসিয়া খাওয়া, পরা, মাথা, শোআ—সব রকমেই তিনি কষ্ট পাইতে লাগিলেন। পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পান না; পরণে ছেঁড়া ঝুল্‌ঝুলে কাল চিট্ কাপড়; কাপড়ের অভাবে স্নান করিয়া ভিজে কাপড়েই থাকেন, পরণেই ভিজে কাপড় শুকাইয়া যায়; মুড়ো ন্যাক্‌ড়া পরিয়া পরণের কাপড় ক্ষারে কাচিয়া ফর্শা করিয়া লইতে হয়; গায়ে তেল নাই, মাথায় তেল নাই; গামছার অভাবে মাথা মুছিতে পান না—এ দিকে শাশুড়ির তাড়নায়, শাশুড়ির ভয়ে মাথা শুকাইবারও যো নাই,

কাজেই, এক রা'শ (রাশি) ভিজে চুল অমনি জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হয়; পাটি বালিশের অভাবে মাটিতে আশিওরি শোন; শীতকালে না লেপ, না কাঁতা, না চাদর—পরের বিছানার এক পাশে, অর্দ্ধেক শরীর মাটিতে, অর্দ্ধেক শরীর পাটিতে, আঁচল গায়ে দিয়া শুইয়া শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকেন! এই কষ্টের উপর খাটিয়া খুটিয়া একটু জিরুবেন, তারও যো ছিল না! একটু বসিলেই, শাশুড়ি বকিয়া ঝকিয়া একবারে অনর্থ করিতেন। হঠাৎ কখনও কোনও ক্ষতি লোক্‌শান করিলে, তাঁর কেবল প্রাণদণ্ড হইতে বাকী থাকিত! বৌটী এমনি শান্ত যে, এত কষ্ট পাইয়াও স্বামীর কাছে, কি বাপের বাড়ী গিয়া বাপ মার কাছে নিজের কষ্টের কথা কখনও কারও কিছু বলিতেন না! কেউ জিজ্ঞাসা করিলেও বলিতেন না। আমার কোনও কষ্ট নাই—সকলকেই এই কথা বলি-

তেন। পাড়ার লোকে, গাঁয়ের লোকে, সকলেই বৌ'র সুখ্যাতি করিত—বৌ'র কষ্ট দেখিযা সকলেই দুঃখ করিত। কিন্তু বৌকে কষ্ট না দিলে শাশুড়িগিবি হয় না— শাশুড়ির এ বিশ্বাস কেউই ঘুচাইতে পারিল না—শাশুড়ির এ বিশ্বাস্ কিছুতেই ঘুচিল না।

সংসাবে কর্ত্তা গিন্নি (গৃহিণী) হইবার যে পালা আছে, সংসাবে গর্ত্তা গিন্নি যে পালা করিয়া হয, শাশুড়ির সে জ্ঞান ছিল না। শাশুড়ির সে জ্ঞান থাকিলে, উপন্যাস শুনিয়া শান্ত সুবোধ বৌ'র উপর তিনি অমন করিয়া শাশুড়িগিরি ফলাইতেন না।

প্রথমে যাঁরা কর্ত্তা গিন্নি থাকেন, পরে তাঁদের ছেলে বৌ কর্ত্তা গিন্নি হন। প্রথমে শাশুড়ির বশে বৌকে চলিতে হয়, তার পর বৌ গিন্নি হইলে, শাশুড়িকে বৌ'র বশে চলিতে হয়। সংসারের নিয়মই এই—বরাবরি এই নিয়মে সংসার চলিয়া আসিতেছে।

বৌদের উপর যাঁরা শাশুড়িগিরি ফলাইতে চান, বৌদের গিন্নি হইবার পালা পড়িলে, সেই বৌদেরই বশে তাঁদের চলিতে হবে —এ কথাটা শাশুড়িরা না ভুলিলে ভাল হয়, এ কথাটা শাশুড়িদের মনে থাকিলে ভাল হয়। যে কাঠায় মাপ, সেই কাঠায় শোধ। বৌদের সঙ্গে শাশুড়িরা যে রকম ব্যবহার করিবেন, শাশুড়িদের সঙ্গে বৌদেরও ব্যবহার ঠিক্ সেই রকম হইবার কথা—শাশুড়িদের এটাও মনে থাকিলে ভাল হয—শাশুড়িদের পক্ষে এটা বড়ই মাতব্বর কথা—শাশুড়িদের সতর্ক সাবধান করিবার এর মত কথা আর নাই।

আপনার ছোট ভাই ভগিনীদের মত স্বামীর ছোট ভাই ভগিনীদের ভাল বাসিবে। তাদের আব্দারে কখনও বিরক্ত হবে না। সর্ব্বদা তাদের আদর করিবে। মিষ্টি কথায় তাদের সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবে। তা হইলে,

সকলেই তোমার আদর করিবে, সকলেই তোমার সুখ্যাতি করেবে।

মিষ্টি কথায় শ্বশুর-বাড়ীর চাকর চাকরাণী-দের পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট রাখিবে। কখনও কোনও অন্যায় কাজ করিলে তাদের ক্ষমা করিবে। তাদের কখনও গালি মন্দ দিবে না, কর্কশ কড়া বা অপ্রিয় কথা তাদের কখনও বলিবে না। তোমাব গুণে তারা যেন তোমার অনুগত হয়।

পাড়া প্রতিবাসীর বৌ ঝিদের সঙ্গে কখনও ঝগড়া করিবে না, তাদের কখনও গালি মন্দ দিবে না, তাদের কখনও চড়া কথা বলিবে না, তাদের কখনও নিন্দা করিবে না, তাদের কখনও হিংসা করিবে না, তাদের কখনও কোনও ক্ষতি লোকশান করিবে না, তাদের মনে কষ্ট হয়, এমন কাজ কখনও করিবে না। তোমার মিষ্টি কথায় আর দয়ায় তারা যেন তোমার অনুগত হয়। মিষ্টি কথায় তাদের

সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবে। তারা যদি কখনও তোমার ক্ষতি লোক্‌শান করে, কি কোনও অন্যায় কাজ করে, তবু তাদের কখনও কড়া কর্কশ বা অপ্রিয় কথা বলিবেন। মিষ্টি কথায় পরও আপন হয়, শত্রুও বন্ধু হইয়া দাঁড়ায়। মিষ্টি কথায় শত্রু হয়ই না। এ সংসারে মিষ্টি কথার মত আর কিছুই নাই। এ কথা, মা, তোমাকে এব আগেই বলিছি।

স্বামীকে যদি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে চাও আর শ্বশুর-বাড়ীর সকলের প্রিয় হইতে চাও, তবে মানুষের শরীরে যত দোষ আছে, তোমার তা একটীও থাকিবে না। লোকে বলে সাধিলেই সিদ্ধি। নির্দ্দোষ হইবার চেষ্টা যদি তোমার নিয়ত থাকে, তবে সে চেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না। নিজের দোষ আর পরের গুণ সর্ব্বদা খুঁজিয়া বাহির করিবে। নিজের দোষের দিকে যদি তোমার সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে, তবে সে দোষ কি কখনও থাকে, না থাকিতে

পারে? কখনই না। আর পরের কেবল গুণেরই দিকে যদি তোমার সর্ব্বদা দৃষ্টি থাকে, তবে তোমার কোনও দোষ ত জন্মিতেই পারে না—বাড়তির ভাগ, পরের গুণ সর্ব্বদা ভাবিতে ভাবিতে সে গুণই তোমার নিজের হইযা যায়। নিজের দোষ আর পরের গুণ খুঁজিযা বাহির করা—নিজের কেবল দোষেরই দিকে আর পরের কেবল গুণেরই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা—আপনাকে নির্দ্দোষ করিবার যেমন উপায়, তেমন উপায় আর নাই। আপনার গুণের বেলায় আর পরের দোষের বেলায় একবারে অন্ধ হইবে। নিজের দোষের দিকে আর পরের কেবল গুণেরই দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইলে, কারে দোষ বলে, কারে গুণ বলে, আগে জানা চাই। নৈলে, সে বিচার কেমন করিয়া করিবে? স্বামীকে ভক্তি করার কথা বলিবার সময় দোষ গুণের যথা মোটামুটি এক রকম বলিছি (৭৪—৭৫র পাত দেখ)।

মা, তোমাকে যখন নির্দ্দোষ হইতে বলিতেছি, তখন ছোট খাটো দোষও তোমাব শরীরে কিছু থাকিবে না। তোমার ছোট খাটো দোষ পাড়া প্রতিবাসীব চকে লাগিবে না বটে। কিন্তু সে সব দোষের জন্যে তোমাব স্বামী কি তোমার শ্বশুর শাশুড়ী তোমাব উপর সন্তুষ্ট থাকিবেন না। সে সব দোষেব জন্যে তোমাকে মুখ করিতে বা অপ্রস্তিভ করিতে তাঁবা ছাড়িবেন না। তাতেই, দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইবার জন্যে, ছোট খাটো গোটা কতক দোষেব নাম এখানে করিলাম।—আলস্য, বেশী ঘুম, শীগ্র ঘুম না ভাঙা, বেলায় উঠা, চট্-পট্ কাজ না করা—বা না করিতে পারা, অগোছালো হওয়া, হাতের কাজ পরিষ্কার না হওয়া, অপরিষ্কার থাকা, আচার না করা, কথায় বা কাজে সর্ব্বদা সাবধান না হওয়া, সাহস না থাকা, গৃহস্থালি কাজ কর্ম্মে যত্ন না থাকা, জিনিশ পত্রে যত্ন

না থাকা, কাল্‌কের জন্যে আজ্‌ গোছাইয়া না রাখা—ছোট খাটো দোষ মোটামুটি এই। ছোট খাটো দোষ আরও ঢের আছে। নিজের দোষ শুধ্‌রে লইবার চেষ্টা নিয়ত থাকিলে, সে সব দোষও তোমার শরীরে থাকিতে পারিবে না।

এখানে, মা, আচারের কথা তোমাকে কিছু বলিব। লোকে বলে আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত। আচারে লক্ষ্মীর পরিচয়, বিচারে পণ্ডিতের পরিচয়। যাঁর আচার নাই, তাঁর শ্রী কোথায়? শ্রী মানেই লক্ষ্মী। যাঁর বিচার নাই, তাঁর পাণ্ডিত্য (পণ্ডিতত্ব) কোথায়? লোকে আরও বলে, স্ত্রীর ভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে পুত্র। স্ত্রীর ভাগ্যে ধন, এর অর্থ কি? স্ত্রীরই গুণে গৃহস্থের ধন দৌলত লক্ষ্মী হয়। লোকে আবার এও বলে, অনাচারে, কদাচারে লক্ষ্মী হইবার যো নাই। তবেই, মা, দেখ, মেয়েদের আচারের কত

দরকার! কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে মেয়েদেরই আচার কম। আচার বলিলে সদাচারই বুঝায়। যেমন নীতি বলিলে সুনীতিই বুঝায়। আমাদের দেশে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের আচার এত কম যে, তা ভাবিলেও লজ্জা হয়। কিন্তু হাসির কথা, মেয়েদেরই মধ্যে আবার শুচি-বাই বেশী দেখা যায়! এইটাই এর মধ্যে তামাসা। শুচি থাকা, শুদ্ধ থাকা, পরিষ্কার থাকা, আচারে থাকা, আচার করা—এ সবই এক কথা। সব শরীর পরিষ্কার পবিত্র রাখা, পরিষ্কার পবিত্র জায়গায় থাকা, পরিষ্কার পবিত্র পরা, পরিষ্কার পবিত্র খাওয়া—আচার বলিলে এই-ই বুঝায়—আচারের অর্থই এই। তবেই দেখ, মা, আচারে শরীর সুস্থ রাখার সব ব্যবস্থা পালন করা হয় কি না। কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে সে আচার কোথায়? সে আচার যে শিক্ষার ফল! নাকে মুখে

কাপড় দিয়া পথে ডিঙি মেরে হাঁটাকে আমাদের দেশের মেয়েরা আচার বলেন!!! না বলিবেন কেন? এর আগেই বলিছি, জ্ঞানেরই অভাবে আমরা যত অকাজ করি। এখানেও, মা, সেই জ্ঞানেরই অভাবে মেয়েরা এত কম আচার করেন। আচারের কত গুণ, কদাচারের কত দোষ, আমাদের সে জ্ঞান মোটেই নাই। সে জ্ঞান থাকিলে আমাদের দেশে বছর বছর ওলাউঠয় এত লোক মরিত না। খাবার জলের দোষেই ওলাউঠর বাড়াবাড়ি হয়। কিন্তু সেই খাবার জল নরক-কুণ্ডের জল না করিযা আমরা ছাড়ি না। আমাদের জ্ঞানের এতই অভাব! আমাদের আচারের এতই অভাব! আমরা যে পুকুরের জল খাই, সেই পুকুবে স্নান করি, কাপড় কাচি, ক্ষার কাচি, গোরু বাছুরের গা ধোআই, বাঁশ বাকারি পচাই, এঁটো কাঁটা ফেলি, বাটী পাথর ধুই, নোংরা বিছানা মাতুর কাচি, ঘা

পাচড়া ধুই, পূয রক্তের নোংরা কাপড় চোপড় ন্যাক্‌ড়া চোক্‌ড়া কাচি, জলশৌচ করি, প্রস্রাব করি, সেই পুকুরের পাড়ে বাহ্যে করি। বেশী কথা আর কি? পৃথিবীর নোংরা কাজ পুকুবের সেই জল টুকুতেই করা হয়। বলা বাড়া, পুরুষদেব চেযে মেযেরাই জল নোংরা বেশী করেন। ঘটি গাড়ু লইয়া বাহ্যে যাওযার নিযম মেযেদের মধ্যে একবারেই নাই।। মেয়েদের কদাচারেব আর কুশিক্ষার পরিচয় এব মত আব কিছুই হইতে পারে না। ঘটি গাড়ু লইয়া বাহ্যে যাইতেছেন, পুরুষদের কাছে এ পবিচয় মেয়েদের বড়ই লজ্জার কথা। কিন্তু পুরুষদের সুমুক দিযা দল বাঁধিযা মাঠে মযদানে বাগানে বাহ্যে করিতে যাওযা লজ্জার কথা নয়!—বাহ্যে করিযা উঠিয়া আধ পোআ পথ চলিয়া আসিয়া জলশৌচ করিবাব জন্যে দল বাঁধিয়া জলে নামা লজ্জারও কথা নয়, ঘৃণারও কথা নয়!

তার পর, মেয়েদের অদ্ভুত আচারের কথা বলি, শুন।

গাঁয়ের দু শ পাঁচ শ মেয়ে মানুষ সেই একটী পুকুরে যদি দু বেলা জলশৌচ করে, প্রস্রাব করে, আর রাজ্যের নোংরা কাজ করে, তবে সে পুকুরটীকে পুকুর বলিবে, না নরককুণ্ড বলিবে! দুলে বাগ্‌দি ইতর ছোঁআ গেলে, ভদ্র লোকের ঘরের মেয়েদের শরীর অশুচি হয়। কিন্তু দুলে বাগ্‌দি ইতরের ছোঁচান জল ছুঁলে, দুলে বাগ্‌দি ইতরের ছোঁচান জল হাতে মুখে দিলে, তাঁদের শবীর অশুচি হয় না! রান্নাঘরের রোআকে দুলে বাগ্‌দি ইতর উঠিলে হাঁড়ি কলসী ফেলা যায়। কিন্তু দুলে বাগ্‌দি ইতরের ছোঁচান জল হাঁড়ি কলসীতে উঠিলে হাঁড়ি কলসী ফেলা যায় না!!! দুলে বাগ্‌দি ইতর ছোঁআ গেলে, সে অশুচি শরীরে ঠাকুর দেবতার কোনও কাজ করা যায় না। কিন্তু দুলে বাগ্‌দি ইতরের ছোঁচান জলে ঠাকুর

দেবতার ভোগ রাঁধা যায়!!! ধন্য আচার! আচারকে বলি হারি যাই! আমাদের এ হতভাগ্য দেশের মেয়েদের আচারের কথা শুনিলেও লজ্জা হয়, ভাবিলেও লজ্জা হয়।

অভ্যাসে লোক অন্ধ হয়। অভ্যাসে ভাল মন্দ বিচার থাকে না—অভ্যাসে ভাল মন্দ বিচার থাকিতেই পারে না। একটা কাজ করা অভ্যাস হইয়া গেলে, চকে আঙুল দিয়া যদি কেউ দেখাইয়া দেয়, তবু সে কাজের দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। কলিকাতায় কলের জল ধরিয়া রাখিবার জন্যে অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে, অনেক বাসা-বাড়ীতে টপ্ গাঁথা আছে। পাড়াগাঁয়ের অনেকেই সে রকম টপ্ দেখিয়াছেন। তুমিও, মা, সে রকম টপ্ দেখিয়াছ। মনে কর, সেই জল-পোরা টপে এক জন জল-শৌচ করিল। সে জল কি তুমি আর ছোঁও, না কোনও কাজে ব্যবহার

কর? সে জল কি তুমি হাতে মুখে দিতে পার? সে জলে কি তুমি রাঁধা বাড়া করিতে পার? সে জল কি তুমি হাঁড়িতে দিতে পার? খাবার জলের কলসীতে কি সে জল রাখিতে পার? সে জল কি তুমি খাইতে পার? না, খাবার জল বলিয়া সে জল তুমি কারো দিতে পার? কখনই না। এখন, মা, জিজ্ঞাসা করি, টপের ছোঁচান জলে—এক জনের ছোঁচান জলে এত ঘৃণা কেন? আর পুকুরের ছোঁচান জলে—হাজার হাজার লোকের ছোঁচান জলে ঘৃণা নাই কেন? টপ্ আর পুকুর ত একই কথা। তবে টপ্ ছোট, পুকুর বড়, তফাত এই। তিন হাত দীঘ, দু হাত আড়, এক হাত—দেড় হাত খাড়াই, জল-পোরা এমন একটা টপে কেউ জলশৌচ করিলে ঘৃণায় সে জল ছোঁও না। পঞ্চাশ ষাটি হাত দীঘ, বিশ পঁচিশ হাত আড়, পাঁচ ছ হাত খাড়াই, জলে তার অর্দ্ধেক খানিও

পোরা নয়, এমন একটা টপে* ছু শ পাঁচ শ
লোকে রোজ ছু বেলা জলশৌচ করে, প্রস্রাব
করে, কাশ পোঁটা থুতু ফেলে, পাড়ের চারি
ধারের বিষ্ঠা বৃষ্টিতে ধুয়ে সেই জলে পড়ে,
দিব্য চক্ষে দেখিয়াও সে জল পবিত্র বলিয়া
ব্যবহার কর!!! পুকুরের কথা ছাড়িয়া দেও।
বড় জোর ছু শ আড়াই শ কলসী জল আছে,
এমন একটা ছোট গর্ত্তে বা ডোবায় চল্লিশ
পঞ্চাশ জন বা তারও বেশী লোকে রোজ ছু
বেলা জলশৌচ করে, প্রস্রাব করে, পাড়ের চারি
ধারের বিষ্ঠা বৃষ্টিতে ধুয়ে গর্ত্তের জলে পড়ে,
দিব্য চক্ষে দেখিয়াও সে জলে গা বোও, মুখ
ধোও, কাপড় কাচো, থালা পাতর ফেরো ঘটি
বাটি ধুয়ে শুদ্ধ করিয়া লও! সেই ডোবার
জলে, সেই নরক-কুণ্ডের জলে রাঁধা বাড়া কর!
সেই নরক-কুণ্ডের জল খাও! আবার, মা,
জিজ্ঞাসা করি, টপের জলের বেলায় অত ঘৃণা

* এখানে টপের অর্থ পুকুর।

কেন? আর পুকুর ডোবা গর্ত্তের জলের বেলায় —নরক-কুণ্ডের জলের বেলায় ঘৃণা নাই কেন? এর উত্তর আর কি? অভ্যাসের দোষ। অভ্যাসের দোষে ঘৃণার জিনিশে ঘৃণা হয় না। ঘৃণার জিনিশে ঘৃণা হওযাটা যে শিক্ষার কাজ! জ্ঞান হইযা অবধিই দেখিতেছ, পুকুরের জলে লোকে স্নান করে, কাপড় কাচে, ক্ষার কাচে; পুকুরের পাড়ে লোকে বাহ্যে করে; পুকুরের জলে রোজ দু শ পাঁচ শ লোক জলশৌচ করে, প্রস্রাব করে, কাশ পোঁটা থুতু ফেলে, এঁটো কাঁটা ফেলে, রাজ্যের নোংরা জিনিশ ধোয়; আবার সেই পুকুরেরই জলে লোকে রাঁধা বাড়া করে, সেই পুকুরেরই জল লোকে খায়! এতে সে পুকুরের জল ব্যবহার করিতে তোমার ঘৃণা হবে কেন? ঘৃণার জিনিশকে ঘৃণা করিতে না শিখাইলে তুমি তা কেমন করিয়া শিখিবে? সে জ্ঞান তোমার কেমন করিযা হবে? নরক-কুণ্ডের জলকে ঘৃণা করিতে

যাঁরা শিখাইবেন, তাঁরাই সেই নরক-কুণ্ডের জলে স্নান করেন, রাঁধা বাড়া করেন, তাঁরাই সেই নরক-কুণ্ডের জল খান! এতে কি সেই নরক-কুণ্ডের জলে তোমার ঘৃণা হয়, না হইতে পারে? কখনই না। পুকুর ডোবা গর্ত্তের জলের মত, টপের জল নোংরা করা আর সেই নোংরা জল ব্যবহার করা যদি অভ্যাস থাকিত, তবে টপেরও নোংরা জল ব্যবহার করিতে তোমার ঘৃণা হইত না।

কলসীর জলে পাখীতে হাগিয়া দিলে, সে জল মেয়েরা ফেলিয়া দেন। কিন্তু কলসীতে কি জল পোরা ছিল, সে বিচারই নাই—সে খেয়ালই নাই। হাজার হাজার লোকের ছোঁচান জলের চেয়ে, হাজার হাজার লোকের প্রস্রাব-মিশনো জলের চেয়ে, বৃষ্টিতে পুকুরের পাড়ের বিষ্ঠা-ধোআ-জল-মিশনো জলের চেয়ে পাখীর গু কি বেশী ঘৃণার জিনিশ! আল্‌নায় মেলে দেওয়া কাপড়ে পাখীতে হাগিয়া দিলে

মেয়েরা সে কাপড় ফের কাচিয়া দেন। পাখীর গুয়ে কাপড় অপবিত্র হইল বলিয়া নরক-কুণ্ডের জলে কাচিয়া কাপড় পবিত্র করিয়া লন। পবিত্র অপবিত্র জ্ঞানের পরিচয় এর মত আর কিছুই নাই। পবিত্র, অপবিত্র জ্ঞানই যখন মেয়েদের নাই, তখন তাঁদের আচারের কথা বেশী আর কি বলিব? তাতেই বলি, মা, অভ্যাসের দোষে ঘৃণার জিনিশে ঘৃণা হয় না; মন্দ কাজকে মন্দ কাজ বলিয়া বোধ হয় না।

খাবার জল পরিষ্কার পবিত্র হইলে, খাবার জল পরিষ্কার পবিত্র থাকিলে, ব্যামো পীড়া কম হয় বলিয়া, খাবার জল পরিষ্কার পবিত্র করিবার জন্যে কলিকাতায় সাহেবরা কত টাকাই খরচ করিয়াছেন, কত টাকাই খরচ করিতেছেন, কত চেষ্টাই করিয়াছেন, কত চেষ্টাই করিতেছেন, কত যত্নই করিয়াছেন, কত যত্নই করিতেছেন! আর আমরা খাবার জল

অপরিষ্কার অপবিত্র করিতে মেয়ে পুরুষে দিন রাতি চেষ্টা করিতেছি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, এতেও আমাদের দেশ ওলাউঠয় আজ্ও নিষ্প্রদীপ হয় নাই!

খাবার জল, খাবার জিনিশ, আর বাতাস, এই তিনেরই দোষে আমাদের ব্যামো পীড়া হয়। এই তিন যত নির্দোষ থাকিবে, আমাদের ব্যামো পীড়া তত কম হবে। এই তিন নির্দোষ রাখিবারই জন্যে আমাদের আচারের দরকার। জ্ঞানের অভাবে, কুশিক্ষার দোষে আমরা আচারের সে দরকার বুঝি না, বুঝিবার চেষ্টাও করি না। আচারের সে দরকার বুঝিলে আজ্ আমাদের ভাবনা কি? ব্যামো পীড়ায় বছর বছর কেনই বা এত লোক মরিবে? ডাক্তর বদ্যিকে (বৈদ্যকে) কড়ি দিয়া গৃহস্থেরাই বা কেন এমন করিয়া ধনে প্রাণে যাবে? জল আর বাতাস আমাদের জীবন। জল আর বাতাস পরিষ্কার পবিত্র থাকিতে ব্যামো পীড়া

হয় না—ব্যামো পীড়া হইবার কথা নয়। কিন্তু সেই জল আর বাতাস আমরা আগে অপরিষ্কার অপবিত্র করি। এতে আমাদের শরীর অসুস্থ না হবে কেন? জীবনই বা শীঘ্র নষ্ট না হবে কেন? জল আর বাতাস অপরিষ্কার অপবিত্র মেয়েরাই বেশী করেন। তাতেই বলি, জল আর বাতাস পরিষ্কার পবিত্র রাখার কত গুণ, জল আর বাতাস পরিষ্কার পবিত্র না রাখার কত দোষ, শিশু বেলা থেকে মেয়েদের সে শিক্ষা না হইলে আমাদের নিস্তার কিছুতেই নাই। এই জন্যে, শরীর রক্ষার বৈ ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই পড়ানর দরকার বেশী।

জল আমরা কেমন করিয়া অপরিষ্কার অপবিত্র করি, পুকুর ডোবা গর্ত্ত গুলিকে কেমন করিয়া নরক-কুণ্ড করিয়া ফেলি, তার পরিচয় মোটামুটি এক রকম দেওয়া হইল। এখন বাতাস অপরিষ্কার অপবিত্র করার কথা, মা, তোমাকে কিছু বলিব। নোংরা জিনিশে

জল যেমন অপরিষ্কার অপবিত্র হয়, নোংরা জিনিশে বাতাসও তেমনি অপরিষ্কার অপবিত্র হয়। নোংরা দুর্গন্ধ জিনিশ যেখানে থাকিবে বা যেখানে রাখিবে, সেই খানকারই বাতাস অপরিষ্কার অপবিত্র হবে। ঘরের ভিতরে, রোআকে, উঠনে, কানাচি আমরা এত নোংরা জিনিশ ফেলি, সে সব জায়গা এত নোংরা করি যে, তার দুর্গন্ধে বাড়ীতে তিষ্ঠন ভার। কিন্তু মা, যাঁরা সর্ব্বদা নোংরা জায়গায় থাকেন, নোংরা জায়গায় থাকা, দুর্গন্ধ সোঁকা যাঁদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, দুর্গন্ধ তাঁদের নাকে যায় না, দুর্গন্ধ তাঁরা মোটে টেরই পান না। সর্ব্বদা নোংরা জিনিশ দেখা, সর্ব্বদা নোংরা জিনিশের কাছে থাকা, যাঁদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, নোংরা জিনিশ বলিয়া তাঁদের তা বোধই হয় না। অভ্যাসের এমনি গুণ! অভ্যাস যা কর, তাই-ই হয়। অভ্যাস ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু আমাদের এ

হতভাগ্য দেশের মেয়েদের ভাল অভ্যাস খুবই কম দেখা যায়। মন্দ অভ্যাসেরই ভাগ তাঁদের বেশী। তবু তাঁরা আচারের পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন না! পথে একটা ভিজে জায়গা মাড়াইলে, ভদ্র লোকের ঘরের মেয়েরা স্নান না করিয়া ঘরে উঠেন না! কিন্তু তাঁদেরই রান্নাঘরের রোআকে আঁস্তাকুড়। আঁস্তাকুড় একটী নরক-তুল্য স্থান। আঁস্তাকুড় দেখিলে ঘৃণা হয়—আস্তাকুড়ের দুর্গন্ধে ন্যাকার আসে। কিন্তু অভ্যাসের কি গুণ! মেয়েরা সেই আঁস্তাকুড়ের কাছে বসিয়া ভাত খান! পথে কাশ পোঁটা থুতু মাড়াইলে মেয়েরা স্নান না করিয়া শুদ্ধ হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁদেরই ঘরের দেয়ালে তিল দিবার জায়গা নাই—এত কাশ পোঁটা থুতু পানের-পিক্ তামাক-পোড়ার ছেপ। পথে গুয়ের মাটি—গুয়ের ওক্‌োলা মাড়াইলে মেয়েরা ডু শ ডুব না দিয়া বাড়ী যান না। কিন্তু তাঁদেরই

বাড়ীতে, তাঁদেরই ঘরে গু মুতের গন্ধে তিষ্ঠন ভার! এতেও, মেয়েদের আচার নাই বলিবার যো কি? মেয়েদের এই আচারেই ত আমাদের দেশ ছারে ক্ষারে গেল।

নোংরা দুর্গন্ধ বাতাসে কত অনিষ্ট করে, মেয়েরা তা যদি জানিতেন, তবে কি আমাদের দেশে আঁতুড়-ঘরে বছর বছর এত শিশু মরে? নোংরা দুর্গন্ধ বাতাসের দোষও মেয়েরা জানেন না, পরিষ্কার পবিত্র বাতাসের গুণও তাঁদের জানা নাই। আমাদের দেশে পেঁচোচুআলে রোগে আঁতুড় ঘরে বছর বছর কত হাজার হাজার শিশু মারা যায়। পেঁচোচুআলের মত রোগ শিশুদের আর নাই। এ রোগ হইলে শিশুদের কিছুতেই নিস্তার নাই। কিন্তু এমন যে ভয়ানক রোগ, তারও নিবারণের উপায় এত সহজ যে, শুনিলে, মা, আশ্চর্য্য হবে। আঁতুড়-ঘরের ভিতর পরিষ্কার পবিত্র বাতাস বেশ খেলিতে পাইলে এ

রোগ হয় না*। কিন্তু এমন সহজ উপায় থাকিতেও শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে পোআতিরা আঁতুড ঘরে বছর বছর হাজার হাজার শিশুর জীবনে জলাঞ্জলি দেন; পরিষ্কার পবিত্র বাতাসের অভাবে আঁতুড়-ঘরে শিশুদের পেঁচো-চুআলে রোগ হয়; পোআতিদেরও ঢের রোগ হয। কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে আঁতুড়-ঘরে পরিষ্কার পবিত্র বাতাসের ব্যবস্থা কোথায়? আঁতুড়-ঘরের বাতাস অপরিষ্কার অপবিত্র নোংরা দুর্গন্ধ করিবার যত উপায আছে, পোআতিরা তার একটীও বাকী রাখেন না। আঁতুড়-ঘরের ভিতর মোট হাত পাঁচ ছয় জায়গা। এই জায়গা টুকুর মধ্যে হাঁড়ি করিয়া ফুল পচাইয়া রাখা হয়, বাহ্যে করা হয়, নোংরা দুর্গন্ধ ন্যাকড়া চোকড়া কাচা হয়, সেই সব নোংরা দুর্গন্ধ ন্যাকড়া চোকড়া মেলে দেওয়া হয়। এতে মা, সে

* ধাত্রী-শিক্ষায় এ সব কথা খুলিয়া লেখা আছে।

আঁতুড় ঘরকে আঁতুড়-ঘর বলিবে, না নরক বলিবে? পেট থেকে পড়িয়াই আমাদের দেশের শিশুদের নরক ভোগ করিতে হয়। প্রথম নিশ্বাস ফেলিতে শিখিয়াই নরকের বাতাস তাদের ফুস্ফোর মধ্যে লইতে হয়। এতে আমাদের আঁতুড-ঘরে এত শিশু না মরিবে কেন? আমাদের দেশে ছেলে মেয়ে-রাই বা এত ঋজু দুর্ব্বল রোগা না হবে কেন? শিশুরা সুস্থ শরীর হয়, দীর্ঘজীবী হয়, সকলেরই ইচ্ছা। কিন্তু আঁতুড় ঘরের ও রকম অপরিষ্কার অপবিত্র নোংরা ব্যবস্থায় মেয়েরাই যে, সে ইচ্ছা সফল হইতে দেন না, তা তাঁরা জানেন না। কেমন করিয়া জানিবেন? এ সব জানা যে জ্ঞানের কাজ, শিক্ষার কাজ। আমার বিশ্বাস, পুরুষদের সে জ্ঞানে, সে শিক্ষায় কোনও ফল হইবে না। পুরুষেরা জানিয়া শুনিয়া শিখিয়া আঁতুড়-ঘরের দুর্দ্দশা, পোআতিদের দুর্গতি, শিশুদের

বিপদ্ কখনও ঘুচাইতে পারিবেন না। পুরুষেরা হাজার শিখুন, তাঁদের শিক্ষার ফল আঁতুড় ঘরের ভিতর কখনও যাবে না। আঁতুড়-ঘরের ব্যবস্থা মেয়েদের হাত ছাড়াইয়া পুরুষদের হাতে কখনও যাবে না—কখনও যাইতে পারে না। খালি আঁতুড়-ঘরের ব্যবস্থা নয়, মেয়ে মহলে আরও ঢের ব্যবস্থা আছে, সে সব ব্যবস্থাও মেয়েদেরই হাতে থাকিবার কথা। তাতেই বলি, মা, মেয়েরা না শিখিলে—মেয়েদের জ্ঞান না হইলে আমাদের নিস্তার নাই। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

আমাদের দেশের মেয়েদের আচারের পরিচয় মোটামুটি এই। আমাদের দেশের মেয়েদের আচারের এই রকম অসঙ্গত পরিচয় দিতে যথার্থই লজ্জা বোধ হয়। মেয়েরা জল পরিষ্কার পবিত্র রাখিতে যত দিন না বেশ শিখিবেন, জল পরিষ্কার পবিত্র রাখা অভ্যাস

তাঁদের যত দিন না হবে, জল-কষ্ট ঘুচাইবার জন্যে, আমাদের দেশে খরচ পত্র করিয়া কেউ যেন পুকুর পুষ্করিণী না দেন। আমাদের দেশে পুকুর পুষ্করিণী দেওয়ায় কোনও ফল নাই। কেন না, কিছু দিন পরে সে গুলি ত আর পুকুর পুষ্করিণী থাকে না। সে গুলি নরক-কুণ্ড হইয়া দাঁড়ায়। তাতেই বলি, মা, আমাদের দেশে পুকুর পুষ্করিণী দেওয়া, আর নরক-কুণ্ডের গোড়া পত্তন করা, দুই-ই এক। এমন যে দেশ, সে দেশে পুকুর পুষ্করিণী না দিয়া, সেই খরচে বা তারও চেয়ে কম খরচে, ইঁদেরা দিলে অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকের যথার্থই ষোল আনা উপকার করা হয়। পুকুরের জলের মত, ইঁদেরার জল নোংরা করিবার যো নাই বলিয়াই, অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকের যথার্থই ষোল আনা উপকার করা হয় বলিতেছি। ইঁদেরার জল সহজে উঠাইবার জন্যে যদি একটা চর্‌কি-কল থাকে, আর গোরু বাছুরকে

জল খাওযাইবার জন্যে ইঁদেরার কাছে একটা টপ্ গাঁথা থাকে, তবে সেই এক ইঁদেরায পাড়ার লোকেব, গাঁযের লোকেব, ভিন্-গাঁয়ের লোকেব পর্য্যন্ত জল-কষ্ট নিবারণ হয। এক গৃহস্থেব বাড়ীতে একটী পাতকুও থাকিলে, সে পাড়ার লোকেব জল-কষ্ট থাকে না। গাঁযের লোকে ঐক্য হইযা গর্ত্ত ডোবা সব বুজাইযা দিযা বাড়ীতে বাড়ীতে যদি একটী করিযা পাতকুও কাটান, তবে গাঁযে গাঁয়ে নরক-কুণ্ডও তযের হয না—নরক-কুণ্ডেব জলও ব্যবহাব করিতে হয না—ওলাউঠার সময সেই সব নরক-কুণ্ডেব জল খাইয়া গাঁ সুদ্ধ লোককে ওলাউঠায মরিতেও হয না।

মেয়েদের আচারের কথা এই পর্য্যন্ত। তার পর বলি।

স্বামী তোমাকে যদি কর্ম্ম-স্থানে লইয়া যান, তবে সেখান থেকেও শ্বশুর শাশুড়িকে ভক্তি করার পরিচয দিতে ত্রুটি করিবে না।

স্বামীব আজ্ঞায় আপনাদের অনুমতি লইয়া আপনাদের কাছ ছাডিযা আমি এখানে আসিযাছি। আমাব অভাবে, না জানি. সেখানে আপনাদেব সেবা শুশ্রূষাব কতই ত্রুটি হইতেছে। আমাব অভাবে আপনাদেব কত কষ্টই হইতেছে। আসিবাব সময় ছোট ঠাকুব-ঝিকে মাথাব দিব্যি দিযা বলিয়া আসি য়াছি, কখনও কোনও বিষয়ে বাবার আঁব মাব যেন কোনও বকম কষ্ট না হয। ছোট ভাই গুলির কোনও বকম অযত্ন না হয। তোমার সেবা শুশ্রূষায় আমার অভাব যেন তাঁদের কখনও না বোধ কবিতে হয়। বৌ-মা এখানে থাকিলে আমাদের এ কষ্ট হইত না, আমাদের এ কষ্ট করিতে হইত না, ছোট ছেলে গুলিব এত অযত্ন হইত না—এ কথা যেন আমাকে কখনও শুনিতে না হয়। এ কথা শুনিলে—এ জানিতে পারিলে আমাব কষ্টের সীমা থাকিবে না। বাবার আর মার

যখন যে অভাব হবে, সংসারে যখন যে জিনি-
শের দরকার হবে, পত্র লিখিয়া আমাকে
তখনই তা জানাইবে। নিজের বা সংসারেব
অভাব তোমার দাদাকে বারে বারে জানাইতে
বাবার আর মার ইচ্ছা না হইতেও পারে।
সে ইচ্ছা না হইলে তাঁদের যে কষ্ট হইবার
কথা, তা কি আর তোমাকে বলিয়া জানাইতে
হবে? আমরা জীবিত থাকিতে তাঁদের
কোনও রকম কষ্ট হইলে, আমাদের পাপ
রাখিবার জাযগা হবে না। বাবার আব মাব
অভাব আর সংসারের অভাব তোমার অবি-
দিত কখনও থাকিবে না। তাতেই তোমাকে
বলিয়া যাইতেছি, তাঁদের অভাব আর সংসারের
অভাব পত্রে লিখিয়া আমাকে জানাইতে
কখনও দেরি করিবে না। জানি না, ছোট
ঠাকুর-ঝি আমার কথা মত কাজ ঠিক্ করি-
ছেন কি না, আর ঠিক্ করিবেন কি না।
আমি আপনাদের অভাব জানিতে পাইব,

আমার দ্বারা আপনাদের অভাব ঘুচিবে, আমি এমন কি ভাগ্য করিছি! তাতেই ভয় হয়, পাছে ছোট ঠাকুর-ঝি আপনাদের অভাব আমাকে জানাইতে ত্রুটি করেন। কুশল জানিবার জন্যে হপ্তায় আপনাদের এক খানি করিয়া পত্র লিখিব। সেই পত্রের উত্তরে কৃপা করিয়া আপনাদের অভাব মোচনের আজ্ঞা করিলে, এ দাসী চরিতার্থ হইবে।,

স্বামীর কর্ম্ম-স্থানে গিয়াই শ্বশুর শাশুড়িকে এই রকম এক খানি পত্র লিখিবে। তোমার এ রকম পত্র পাইলে—তোমার এ রকম ভক্তির পরিচয় পাইলে, তাঁদের সুখের সীমা থাকিবে না। তুমি খালি পত্র লিখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। তুমি নিজেও নিশ্চিন্ত থাকিবে না, স্বামীকেও নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবে না। মা বাপকে, যে রকম ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হয়, মা বাপের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করিতে হয়, যে রকম করিয়া মা বাপের কষ্ট

নিবারণ করিতে হয়—দুঃখ দূর করিতে হয়—অভাব ঘুচাইয়া দিতে হয়, যে রকম করিয়া মা বাপকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, স্বামী কথায় আর কাজে ঠিক্ সেই রকম পরিচয় দেন কি না, সর্ব্বদা সে দিকে নজর রাখিবে, সে খোঁজ খবর সর্ব্বদা লইবে। সে সম্বন্ধে কোনও ত্রুটি দেখিলে বা কোনও ত্রুটির কথা শুনিলে, খুব ভক্তি-ভাবে স্বামীকে তাঁর সে ত্রুটির কথা জানাইবে। স্বামী তোমার এই বিবেচনার আর ধর্ম্ম-জ্ঞানের পরিচয় পাইলে তাঁর আহ্লাদের সীমা থাকিবে না। এর আগেই বলিছি, স্ত্রীর অনুরোধে স্বামী যখন অকাজও করিতে রাজি, তখন ভাল কাজ করিবার জন্যে সে অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই ভাগ্য বলিয়া মানেন।

আপনার মা বাপ, খুড়ো জ্যেঠা, ভাই ভগিনী, জ্ঞাতি কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজন বাসায় গেলে, যে রকম আহ্লাদ প্রকাশ করিবে,

তাঁদের যে রকম আদর করিবে, তাঁদের যে রকম যত্ন করিবে, তাঁদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করিবে, শ্বশুর শাশুড়ি, দেওব (দেবর), নোনদ, তাঁদের জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনও বাসায় গেলে ঠিক্ সেই বকম আহ্লাদ প্রকাশ করিবে, তাঁদেরও ঠিক্ সেই রকম যত্ন করিবে, তাঁদেরও সঙ্গে ঠিক্ সেই রকম ব্যবহার করিবে। তোমার এই আপন পর অভেদ বিবেচনায় স্বামী তোমাব উপর উপর যার পর নাই সন্তুষ্ট হইবেন। তোমার এ গুণ তিনি কখনও ভুলিবেন না। তোমাব এ গুণ মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদাই আনন্দে ভাসিতে থাকিবেন। মেয়েই হোক্, আর পুরুষই হোক্, আপন পর অভেদ বিবেচনায় যিনি কাজ করেন, তাঁর গুণে সকলকেই বাধ্য হইতে হয়—তাঁর গুণে বাধ্য না হইয়া কেউই থাকিতে পারেন না। বাপের-বাড়ীরই লোক হোক্, শ্বশুর-বাড়ীরই লোক হোক্, আর

বেগানা লোকই হোক্, তোমার বাসায় গেলে, বিছানা, বালিশ, লেপের অপ্রতুল থাকে ত তোমার নিজের বিছানা বালিশ লেপ দিয়া স্বামীর লজ্জা রক্ষা করিবে। চাইল, ডাইল, নুন, তেলের অপ্রতুল থাকিলে পয়সা দিয়া বাজার থেকে বা দোকান থেকে তা আনাইতে পারা যায়। কিন্তু পয়সা দিয়া রাত্রে বিছানা, বালিশ, লেপ মিলাইতে পারা যায় না। তাতেই, বিছানা, বালিশ, লেপের কথা তোমাকে এখানে বিশেষ করিয়া বলিলাম। স্বামীকে কখনও কোনও বিষয়ে লজ্জা পাইতে বা অপ্রতিভ হইতে দিবে না। অনেক অশিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে অপ্রতিভ বা অপ্রস্তুত করিতে পারিলে ছাড়েন না। স্বামীকে অপ্রতিভ করিবার অবকাশ তাঁরা খুজিয়া বেড়ান। আমি জানি, এক জন বিশিষ্ট ভদ্র লোকের স্ত্রীর ঠিক্ এই রকম স্বভাব ছিল। বাসায় লোক জন গেলে স্বামী পয়সা দিয়া খাবার

জিনিশ পত্র সব আনাইয়া দিতেন। চাকর, চাকরাণী, রাঁধুনি বামণের কল্যাণে সে সব লোক জনের আহারাদির কোনও রকম অসু-বিধা হইত না। কিন্তু তাঁদের বিছানা, বালিশ, লেপ, তোষক দিবার সময় হইলে, স্বামীকে নাকালের এক-শেষ হইতে হইত। কর্ত্তা মহাশয়, বিছানা বালিশের জন্যে ত আপনাকে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হইতে হইল। বাড়ীর মধ্যে বিছানা বালিশ আনিতে গিই-ছিলাম। তোমাদের বাবু আমার কাছে বিছানা বালিশ গচ্ছিত করিয়া রাখিয়াছেন, না কি ? ঘরে বিছানা বালিশের গাদা থাকিতে, মা-ঠাকুরুণের এই কথায় আমি অবাক্ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। অমুক বাবুর বাড়ী আমি আগে চাকরি করিতাম। সে বাড়ী এখান থেকে বেশী দূর নয়। 'সেই বাড়ী থেকে গোটা কতক বালিশ চাহিয়া আনিয়া আজ্ রাত্রে কোনও গতিকে আপনার লজ্জা রক্ষা

করিয়া দিই। এই বলিয়া চাকর সত্য সত্যই সে রাত্রে তাঁর লজ্জা রক্ষা করিল। এখন, মা, একবার ভাবিয়া দেখ, শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে কি না হয়। পরের ইষ্ট বুঝা দূরে থাক, জ্ঞানের অভাবে লোকে নিজেরও ইষ্ট বুঝে না। জ্ঞানের অভাবে লোকে করে না, এমন অকাজ এ সংসারে নাই।

তার পর বলি।

শ্বশুর শাশুড়িকে ভক্তি করিলে, শ্বশুর শাশুড়িকে আপনার বাপ মার মত দেখিলে, তাঁদের সঙ্গে ঠিক্ সেই রকম ব্যবহার করিলে, দেওর নোনদকে আপনার ভাই ভগিনীর মত দেখিলে—তাদের সঙ্গে ঠিক্ সেই রকম ব্যবহার করিলে, শ্বশুর শাশুড়ীর জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনকে আপনার বাপ মার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনের মত দেখিলে—তাঁদের সঙ্গে ঠিক্ সেই রকম ব্যবহার করিলে, খালি

ধর্ম্ম কর্ম্ম করা হয না, নিজের সুখেরও সেতু বাঁধা হয। ধর্ম্ম থেকে সুখ হয, অধর্ম্ম থেকে দুঃখ হয়—এ কথাটা যেমন ঠিক্, তেমন ঠিক্ আব কিছুই নব। পাপ কখনও নিষ্ফল যায না, পাপ করিলে দুঃখ হবেই হবে। তেমনি, ধর্ম্ম কর্ম্মও কখনও নিষ্ফল.যায় না, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলে সুখ হবেই হবে। লোকের এ জ্ঞান যত হবে, এ সংসারেব সুখ তত হবে, দুঃখ তত কমিবে। থাক যদি ধর্ম্ম-পথে, ভাত মিল্‌বে আধা বেতে—তোমাব ঠাকুর-দাদার মা (তোমার প্রপিতামহী) এ কথাটা সর্ব্বদাই বলিতেন। তোমার যখন ছেলে পিলে হবে, ছেলেদের বিযে থাওয়া হবে, ঘরে যখন পুতেব বৌরা আসিবে; তোমার স্বামি-ভক্তি, শ্বশুর শাশুড়িকে ভক্তি, দেওর নোনদের সঙ্গে তোমার সাধু ব্যবহার, শ্বশুর শাশুড়ীর জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনকে আপনার বাপ মার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্বজনের মত দেখা—তাঁদের সঙ্গে

তোমার অমায়িক ব্যবহার—এ সব দেখিলে, নিয়ত তোমার এই সব গুণের পরিচয় পাইলে, কথায় কথায় তোমার সাধু চরিত্রের এই রকম দৃষ্টান্ত পাইলে, সাধু হইবার চেষ্টা তোমার পুতের বৌদেরও কি কম হবে? কখনই না। পুতের বৌরা সাধু হইলে, সাধু হইবার চেষ্টা তাঁদের নিয়ত থাকিলে, তোমার সুখের সীমা থাকিবে না, সংসারেরও শান্তির সীমা থাকিবে না। তবেই দেখ, ধর্ম্ম-পথে চলিয়া, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিয়া তোমার নিজের সুখের সেতু বাঁধা হইল কি না? দৃষ্টান্ত বড় জিনিশ। তুমি যদি স্বামীকে যথা উচিত ভক্তি কর, শ্বশুর শাশুড়িকে যথা উচিত ভক্তি কর, তবে তোমার পুতের বৌরাও আসিয়া স্বামীকে যথা উচিত ভক্তি করিবে, শ্বশুর শাশুড়িকে যথা উচিত ভক্তি করিবে। তারা আসিয়া যেমন দেখিবে, তেমনি করিবে। দৃষ্টান্তের ফলাফলের বেশ একটী গল্প আছে। সে গল্পটী এখানে বলি।

এক মুসলমান খুব প্রাচীন হইছিল। চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইবার তার শক্তি ছিল না। নীচেকার ঘরে একখান খাট্লিতে সর্ব্বদা শুইয়া থাকিত। তার নাতি (পৌত্র) শান্‌কি করিয়া চারিটী ভাত আর বদ্‌নায় করিয়া একটু জল, বুড়োকে রোজ দিয়া যাইত। বুড়োর খাওয়া হইলে শান্‌কি খানি বেশ করিয়া ধুইয়া মুছিয়া কোলঙ্গায় রাখিয়া দিত। এক দিন ধুইতে গিয়া, তার হাত থেকে পড়িয়া শান্‌কি খানি ভাঙিয়া গেল। ভাঙা শান্‌কি হাতে করিয়া ঘাট থেকে কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিল। মাটির এক খান শান্‌কি ভাঙিয়া গিয়াছে, তার জন্যে এত কান্না কেন? বাপে এই কথা বলিলে, ছেলে উত্তর করিল, শান্‌কি খানি ভাঙিয়া গেল, তোমরা বুড়ো হইলে তোমাদের ভাত দিব কিসে—এই ভাবিয়া কান্না আমি রাখিতে পারিতেছি না। কোনও রকমে যোড়া তাড়া দিয়া যদি

রাখিতে পারি ত তার চেষ্টা দেখি। ছেলের এই উত্তরে বাপ চারি দণ্ড অবাক্ হইয়া থাকিয়া, বাড়ীর মধ্যে গিয়া স্ত্রীকে সব কথা খুলিয়া বলিল। ধর্ম্মের অনুরোধ না মানিয়া, দয়ার মাথায় পা দিয়া, যাবা বুড়ো বাপকে আর বুড়ো শ্বশুরকে অকেজো বুড়ো জীব জানোআরের মত করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, ছেলের খালি ঐ উত্তরে তারা আঁতে ঘা পাইল আর তাদের দিব্য জ্ঞান জন্মিল! নাতি শান্কি ভাঙিয়া ঠাকুর-দাদার কপাল একবারে ফিরাইয়া দিল। বুড়োর আদর আর ধরে না। বুড়োর যত্ন দেখে কে? বেলা দশটার মধ্যে থালে করিয়া ভাত ব্যঞ্জন, ফেরোয় করিয়া জল, বাটি করিয়া ডাইল, বাটি করিয়া মাছের-ঝোল, বাটি-পোরা দুধ। ভাগ্যের এই রকম অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিয়া বুড়ো, নাতিকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, আজ্ হঠাৎ এ রকম আদরের

কারণ কিছু বলিতে পার? নাতি উত্তব করিল, দাদা, আমি এর কিছুই জানি না। তবে, কা'ল ঘাটে ধুইতে গিয়া তোমাব ভাত খাবার সেই শান্‌কি খানি ভাঙিযা ফেলিছিলাম। শান্‌কি ভাঙিযা আমি কাঁদিতে ছিলাম। মাটির একখান শান্‌কি ভাঙিযা গিয়াছে, তার জন্যে এত কান্না কেন? বাবা এই কথা বলিলে আমি উত্তর করিলাম, শান্‌কি খানি ভাঙিযা গেল, তোমরা বুড়ো হইলে তোমাদেব ভাত দিব কিসে? বাবা আমার এই কথা শুনিয়া খানিক ক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। আমি এই পর্য্যন্ত জানি। তার পব, মার সঙ্গে কি যুক্তি করিয়া তোমাব খাওয়া দাও য়ার এ রকম বন্দোবস্ত কবিয়া দিলেন, তা বলিতে পারি না। আচ্ছা কৌশল খাটাই-য়াছিস্, দাদা, বলিয়া বুড়ো, নাতির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

তাতেই বলি, মা, দৃষ্টান্তের বড় বল। তোমার যেমন দেখিবে, তোমার বৌ ঝিরাও ঠিক্ তেমনি করিবে। তুমি শাশুড়িকে অভক্তি করিবে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবে, নিন্দা করিবে, শাশুড়ির সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করিবে; আর তোমার বৌরা তোমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে, মিষ্টি কথায় তোমাকে সন্তুষ্ট করিবে! এও কি কখনও সম্ভব? কখনই না। লোকে বলে যে কাঠায় মাপ, সেই কাঠায় শোধ। তুমি তোমার শাশুড়ির বেলায় যে কাঠায় মাপিবে, তোমার বৌরাও তোমাকে সেই কাটায় শোধ দিবে। তুমি স্বামীকে অভক্তি করিবে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবে, নিন্দা করিবে, স্বামীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করিবে; আর তোমার বৌরা তোমার ছেলেদের ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে! এ কখনও সম্ভবই না। তোমার দেখিয়া না তারা শিখিবে। তুমি যদি শ্বশুর শাশুড়িকে ভক্তি কর, তাঁদের সেবা শুশ্রূষা কর, তাঁদের সর্ব্বদা

সন্তুষ্ট রাখ; তবে তোমার বৌরা তোমাদের সঙ্গে ঠিক্ সেই রকম ব্যবহার না করিয়া কি থাকিতে পারে? কখনই না। তুমি যদি স্বামীকে ভক্তি কর, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা কর, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখ; তবে তোমার বৌরা তাদের স্বামিদের সঙ্গে ঠিক্ সেই রকম ব্যবহার না করিয়া কি থাকিতে পারে? কখনই না।

ছেলে মেয়ের কাছে যদি ভক্তি শ্রদ্ধা চাও, ছেলে মেয়েদের আপনার বশে রাখিতে চাও; তবে তুমি নিজে বাপ মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া, বাপ মার বাধ্য হইয়া, তোমার ছেলে-দের সে দৃষ্টান্ত আগে দেখাও। বৌদের কাছে যদি ভক্তি শ্রদ্ধা চাও, বৌদের আপনার বশে রাখিতে চাও, তবে তুমি নিজে শাশু-ড়িকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া, শাশুড়ির বাধ্য হইয়া, তোমার বৌদের সে দৃষ্টান্ত আগে দেখাও। তুমিও শাশুড়ির বৌ—এ কথাটা

যেন, মা, কখনও ভুলিও না। ভুলিলে তুমি নিজে ভাল শাশুড়ি হইতে পারিবে না।

ব্যামো পীড়া হইলে বেশী অধীব হইবে না, বেশী অস্থির হইবে না, বেশী কাতর হইবে না। ব্যামো পীড়াব যাতনা যত সয়ে থাকিবে, ততুই_ভাল। সহজ বেলায যেমন ঠাণ্ডা, ব্যামো পীড়া হইলেও তেমনি ঠাণ্ডা; এমন গুণের বৌ আর হবে না—শ্বশুর-বাড়ীর সকলেই যেন তোমার এই সুখ্যাতি করে। ব্যামো পীড়ায বেশী অস্থির হওযা, বেশী কাতর হওয়া, বেশী আর্ত্তনাদ করা বোকামি। তাতে কোনও ফল নাই। লাভেব মধ্যে, নিজেব কষ্ট বাড়ানো আর কাছের লোককে বিরক্ত করা—জ্বালাতন করা। যে রোগী তিলে তাল করে, একটুতেই আর্ত্তনাদ কবে, পরের কথা দূর থাক, আপনার জনই তাব সেবা শুশ্রূষা করিতে সহজে ঘেড়োয় না। ব্যামো পীড়ার যাতনা সয়ে থাকার মত গুণ,

মা, আর নাই। আবার তুলে ধরিতে গ'লে পড়ার মত দোষও আর নাই। অনেকের স্বভাব, এক গুণ ব্যামো হইলে, দশ গুণ জানায়। মেয়েরই হোক্, আর পুরুষেরই হোক্, এ স্বভাব ভাল নয়। এ স্বভাব কেউই ভাল বাসে না। যে ফুটিয়া বলিতে পারে না, এ স্বভাবের পরিচয় পাইয়া সে মনে মনে হাসে। তাতেই বলি, মা, স্বামীকে যদি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে চাও, তবে ব্যামো পীড়ার যাতনা কমাইয়া বৈ কখনও বাড়াইয়া বলিবে না। স্বামী বাইরে থেকে শ্রম করিয়া, কষ্ট করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিলে, নিজের ব্যামোর পরিচয় দিয়া, ব্যামোর কষ্ট প্রকাশ করিয়া, যাতনায় আর্ত্ত-নাদ করিয়া, তাঁকে সে সময় কখনও জ্বালাতন করিবে না। হাজার কষ্ট হইলেও, সে সময় সে কষ্ট চাপিয়া রাখিয়া, স্বামী এত কষ্ট করিয়া আসিলেন, তাঁর সেবা শুশ্রূষা করিতে

পারিতেছি না, রোগে আমাকে কিছুই করিতে দিল না!—এই রকম আক্ষেপ প্রকাশ করিলে, স্বামীর সব কষ্ট, সব ক্লেশ তখনই দূর হয়। ছেলে মেয়ে, চাকর চাকরাণী, কাছে যে থাক, স্বামীর সেবা শুশ্রূষার ভার তাদের উপর দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হবে। রোগেও তোমার স্বামি-ভক্তির ত্রুটি নাই—জানিতে পারিলে, স্বামীর সন্তোষের কি সীমা থাকে? অনেক মেয়ে-মানুষের এর ঠিক্ বিপরীত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী যখন বাড়ীতে না থাকেন, স্ত্রীর ব্যামোর যাতনার পরিচয় বাড়ীর লোকে বড় একটা পায় না। স্বামী বাড়ী আসিলে, ব্যামোর যাতনায় স্ত্রী একবারে অস্থির হন, যাতনায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন! কি ভাবিয়া অশিক্ষিতা স্ত্রীরা এই রকম বিপরীত ব্যবহার করেন, তা ঈশ্বরই জানেন আর তাঁরাই জানেন। স্বামীকে বিরক্ত করা, স্বামীকে জ্বালাতন করা যদি তাঁদের অভিপ্রায়

হয়, তবে এ রকম ব্যবহারে তাঁদের সে অভিপ্রায় ঠিক্ সিদ্ধি হয়। আর যদি আদর বা ভালবাসা বাড়াইবার জন্যে তাঁরা ও রকম ব্যবহার করেন, তবে এর মত ভুল তাঁদের আর হইতে পারে না। ব্যামো পীড়া হইলে যখন যেমন থাকিবে, স্বামীকে, শ্বশুর শাশুড়িকে ঠিক্ তেমনি বলিবে। অসুদ খাইযা ব্যামো কমিলে, যাতনা নরম পড়িলে, সন্তোষ প্রকাশ করিয়া স্বামীকে, শ্বশুব শাশুড়িকে তা বলিবে। যাঁরা রোগীর সেবা শুশ্রূষা করেন, যাতনা নরম পড়ার আর রোগ ক্রমে ভাল হওযার পরিচয না পাইলে তাঁদের মনে বড়ই কষ্ট হয়। আবার যাতনা নরম পড়ার আর রোগ ক্রমে ভাল হওয়াব পবিচয পাইলে তাঁদের আহ্লাদের সীমা থাকে না। অনেক রোগী ইচ্ছা করিয়া তাঁদের এ সুখে বঞ্চিত করে! অসুদ বিসুদ খাইয়া ব্যামো কমিলে, যাতনা নরম পড়িলে, আগের চেয়ে আমি অনেক ভাল আছি, যাতনা

আমার ঢের কমিয়াছে, এ কথা অনেকে শীঘ্র বলিতে চায় না। ব্যামো ভাল হইলেও, ব্যামো ভাল হয় নাই বলিযা অনেকে আপনার জনকে মিছেমিছি কষ্ট দিতে ভাল বাসে। যদি বল, ব্যামো ভাল হইলে, ব্যামো ভাল হয় নাই—এ কথা বলিলে লোকে বিশ্বাস করিবে কেন? বুঝিতে না পারিলে, বিশ্বাস না করিয়া কি করিবে? জ্বর ভাল হইলে, রোগীর গায়ে হাত দিয়া তা জানিতে পারা যায়। মাথার যাতনায় বাঁচি না, মাথার যাতনায ঘাড় তুলিতে পারি না —গায়ে যেন পাকা-ফোড়ার ব্যথা, কত কষ্টে তবে পাশ ফিরিয়া শুই—এ সব কথা বলিলে রোগীর কি করিবে? অনেক মেয়ে মানুষ অসুখ বিসুখ না হইলেও, অসুখ বিসুখ সারিয়া গেলেও, অসুখের এই রকম পরিচয় দিয়া স্বামীকে মিছেমিছি জ্বালাতন করে। স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখার ব্রত যাঁরা পালন করিতে চান, তাঁরা যেন এ সব মেয়ে মানুষকে ছোন্‌ও না।

ব্যামোতে যদি ভুগিতে না চাও, ব্যামোর যাতনায় যদি কষ্ট পাইতে না চাও, ব্যামো পীড়ার যাতনায় যদি কারো জ্বালাতন করিতে না চাও, ব্যামোতে পড়িয়া থাকিয়া যদি আপনার সংসার মাটি করিতে না চাও, স্বামীর, শ্বশুর শাশুড়ির সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি দেখিতে না চাও, স্বামীকে, শ্বশুর শাশুড়িকে বেশী খরচে ফেলিতে না চাও, তবে ব্যামো কখনও লুকাইয়া রাখিবে না। ব্যামো হইতেই তাঁদের সব বিশেষ করিয়া বলিবে! তা না বলিলে, খালি তোমার ক্ষতি নয়, তোমার স্বামীর ক্ষতি, তোমার শ্বশুর শাশুড়ির ক্ষতি, তোমার সংসারের ক্ষতি। এ কথা, মা, কখনও ভুলিও না। ব্যামো লুকাইয়া রাখা বড় বোকামি। মেয়ে মানুষের এ রকম বোকামির পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়। এই রকম বোকামিতে অনেক মেয়ে মানুষ মারাও পড়ে। অনেক জায়গায়, এ রকম বোকামির

কারণ মিছে লজ্জা বৈ আর কিছুই দেখা যায় না। যে সব জায়গায়, যে সব কাজে মেয়েমানুষের লজ্জার বিশেষ দরকার; যে সব জায়গায়, যে সব কাজে মেয়ে মানুষের লজ্জার পরিচয় না পাইলে ঘৃণা নিন্দার কথা; সে সব জায়গায়, সে সব কাজে মেয়ে মানুষের লজ্জার পরিচয় কম পাওয়া যায়, কখন কখন মোটেই পাওয়া যায় না। আচারের কথা বলিবার সময় এ সব কথা বলিছি। যেখানে লজ্জা করা দোষ, যেখানে লজ্জা করিলে অনেক রকমে ক্ষতি, সেই খানেই তাঁরা লজ্জা করেন। যেখানে লজ্জা করা গুণ, সেই খানেই তাঁরা লজ্জার পরিচয় দেন না। ব্যামোর বেলায় লজ্জা করা দোষ; ব্যামোর বেলায় লজ্জা করিলে অনেক দিকে অনেক রকম ক্ষতি; কিন্তু ব্যামোরই বেলায় তাঁদের লজ্জার পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। যেখানে লজ্জা করা দোষ, সেখানে লজ্জা করিলে

সে লজ্জাকে দোষের লজ্জা বলি। দুঃখের বিষয়, এখনকার মেয়েদের দোষেরই লজ্জা বেশী। পেটের-ব্যামো হইযাছে—বারে বারে বাহ্যে যাইতেছি—এ কথা বাইরে পুরুষদের বলিয়া পাঠাইতে, পুরুষদের কাছে এ পরিচয় দিতে মেযেরা বড়ই লজ্জা করিয়া থাকেন। আমাদের এই ওলাউঠার দেশে মেয়েদের এই লজ্জা যত দোষের, আর কোনও লজ্জা তত দোষের নয়। মেয়েদের এই লজ্জায় অনেকের সংসারের সুখ শান্তি একবারে নষ্ট হইয়াছে। ধারক অসুদ খাওযাইয়া গোড়ায় ভেদ বন্ধ করিয়া না দিলে, শেষে আসল রোগে ধরিলে, মাথা মুড় খুঁড়িয়াও রোগীকে বাঁচান ভার হইয়া উঠে। কিন্তু লজ্জার অনুরোধে পেটের-ব্যামো লুকাইয়া রাখিলে রোগ ভাল হওয়ার পথই ত বন্ধ করিয়া দিলে! পুরুষেরা রোগের পরিচয় না পাইলে ত অসুদ বিসুদ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারেন না।

তা ছাড়া, ব্যামো লুকানর আর একটা ভারি দোষ আছে। সেইটী আরও গুরুতর দোষ। সহজ বেলায় যেমন স্নান আহার করিয়া থাক, ব্যামো লুকাইতে হইলে তেমনি স্নান আহার না করিলে ত চলে না। স্নান আহার বন্ধ করিলেই যে ধরা পড়িবে। পেটের-ব্যামোতে স্নান আহার কত দোষের, তা বলিয়া শেষ করা যায় না। খালি এই দোষেই ঢের লোক মারা পড়ে।

স্বামীকে যদি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে চাও, তবে তোমারও সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকা চাই। নিজে অসন্তুষ্ট থাকিয়া পরকে কেউ কখনও সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন না। আপনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকা, সংসারের সকল কাজে সন্তোষ প্রকাশ করা, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখার একটী খুব ভাল উপায়। এ সংসারের সুখ শান্তির মূলই সন্তোষ। যাঁর সন্তোষ নাই, যাঁর কিছুতেই তৃপ্তি নাই, যাঁর কিছুতেই

আহ্লাদ নাই—এ সংসারে তাঁর সুখ কেউই দিতে পারে না—এ সংসারে তাঁর সুখ হইবারই কথা নয়। আমি বলি এ সংসারে তাঁর থাকিবারই দবকাব নাই। যাঁব সন্তোষ আছে, তিনি পরেবও সুখে সুখ করিতে পারেন। যাঁর সন্তোষ নাই, তিনি নিজেরও সুখে সুখ করিতে পারেন না। সুখ ভোগ করাকে সুখ করা বলে। সন্তোষ না থাকিলে সুখ ভোগ হয় না। সুখের সামগ্রী সব যাঁকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকে, সন্তোষের অভাবে তিনিও সুখ ভোগ করিতে পারেন না। লোকে মনে করে তিনি বড় সুখী, কিন্তু মনের গুণে তিনি দীন দুঃখীরও বাড়া। মনের সুখই সুখ। যাঁর মনের সুখ নাই, বাইরের সুখে তাঁর কিছুই করিতে পারে না। ধর্ম্ম কর্ম্মে মনের সুখ হয়। পাপ কর্ম্মে মনের সুখ নষ্ট হয়। পাপে মনের সুখ হইতেই দেয় না। এ কথাটা যেন, মা, তোমার সর্ব্বদাই মনে

থাকে। ওর মনে যে কত পাপ, তা কেউই বলিতে পারে না। তা নৈলে এত সুখেও সুখ করিতে পারিল না—এত সুখে ওর মনে সুখ নাই! পুরুষই হোক্, আর মেয়েই হোক্, এ কথা যেন কারুই শুনিতে না হয়।

অনেক মেয়ে মানুষের স্বভাব, অসন্তোষেব কোন কারণ না থাকিলেও কথায় কাজে অসন্তোষেব পরিচয় দিয়া স্বামীকে মিছেমিছি জ্বালাতন করেন। অনেক স্ত্রী অন্যের কাছে খুসি খোসাল থাকিয়া লোকময়ী বলিয়া সুখ্যাতি পান। কিন্তু স্বামী সে সুখ্যাতির পরিচয় কখনও কোনও কাজে পান না! জন্মান্তরে এ পেচা ছিল, মানুষ জন্ম পাইয়াও পেচার স্বভাব ভুলিতে পারে নাই—স্বামী এই ভাবিয়া স্ত্রীর সর্ব্বদা মন ভারের কারণ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

এক চাষা-গাঁয় এক কৈবর্ত্ত ছিল। সে কলিকাতায় চাকরি করিত। বছরে দু বার

বাড়ী আসিত। তার স্ত্রীর গায়ে খুব শক্তি সামর্থ্য ছিল; খুব শ্রম করিতে পারিত; তিন চারি ঘর গৃহস্থের কাজ সে একা করিতে পারে—পাড়ার লোকে, গাঁয়ের লোকে, সকলেই এই কথা বলিত। স্বামী বাড়ী আসিতেছে শুনিলে তার ঘুরুণি-রোগ হইত। স্বামী যে ক দিন বাড়ী থাকিত, সে মাগী সে ক দিন বিছানা থেকে মোটেই উঠিত না। ঘর গোবর দেওয়া, ঘাট থেকে জল আনা, কুট্‌নো কোটা, বাট্‌না বাটা, রাঁধা বাড়া করা—বাড়ীর সকল কাজই স্বামীকে করিতে হইত। এই কষ্টের উপর তাঁকে আবার সেই প্রেতনীর সেবা শুশ্রূষা করিতে হইত! তেল মাখাইয়া দেওয়া, স্নান করাইয়া দেওয়া, কাপড় ছাড়াইয়া লওয়া, কাপড় কাচিয়া দেওয়া, ভাত জল বিছানার কাছে আনিয়া দেওয়া—এ সবই তাকে করিতে হইত। গরিব লোক, বাড়ী বসিয়া থাকিলে চলে না; বড়

জোর, আট দশ দিন অত কষ্ট করিয়া বাড়ী থাকিয়া আবার কলিকাতায় যাইত। স্বামী কলিকাতায় গেলে, মাগী রোগীর বেশ ছাড়িয়া নিজমূর্ত্তি ধারণ করিত। খুঁজিলে অনেক ভদ্র লোকেরও স্ত্রীর এই রকম পরিচয় পাওয়া যায়। কৈবর্ত্ত মাগীকে বছরে দু বারের বেশী প্রেতনীর ব্যবহারেব পরিচয় দিতে হইত না। অনেক ভদ্র লোকের ঘরে স্ত্রীদের এই রকম বিপরীত ব্যবহারের পরিচয় স্বামীরা নিত্য পান! তাতেই বলি, মা, শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে, মেয়ে মানুষে না করেন এমন অকাজ এ সংসারে নাই।

এর আগেই বলিছি, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা সোজা কথা নয়। স্ত্রী যথার্থ গুণময়ী না হইলে, তিনি স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন না। আবার, ধর্ম্ম-জ্ঞান না থাকিলে স্ত্রী কখনও গুণময়ী হইতে পারেন না। স্বামীকে ভক্তি করা, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করা,

স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা, ধর্ম্ম জ্ঞান না থাকিলে এর একটী কাজও হইবার যো নাই। আবার যাঁর ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে, এ তিনটী কাজের একটীতেও তাঁর কখনও কোনও ত্রুটি হয় না, কখনও কোনও ত্রুটি পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম-জ্ঞান আপনি হয় না। শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা না হইলে ধর্ম্ম-জ্ঞান হয না, ধর্ম্ম জ্ঞান হইতেই পাবে না। তাতেই, মা, বলিছি, শিশু বেলায় নীতি-শিক্ষাব নিতান্ত দরকার। ধর্ম্ম-জ্ঞানের মূলই নীতি-শিক্ষা। এই নীতি-শিক্ষাবই অভাবে আমাদের দেশের মেয়েদের যথার্থ ধর্ম্ম-জ্ঞানের এমন অভাব। যথার্থ ধর্ম্ম কাবে বলে, যথার্থ ধর্ম্ম-জ্ঞান কাবে বলে, এখন, মা, তোমাকে তাই কিছু বলিব।

এর আগেই বলিছি, ধর্ম্ম থেকে সুখ হয, অধর্ম্ম থেকে দুঃখ হয়, ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিলে নিজেব সুখের সেতু বাঁধা হয়। এ সংসারে কেবল ধর্ম্মই সুখের সেতু বাঁধিয়া দিতে পারেন।

ধর্ম্ম বড় জিনিশ। ধর্ম্মে আমরা বাজায় থাকি, অধর্ম্মে আমরা নষ্ট হই। ইহকাল, পরকাল রক্ষা কেবল ধর্ম্মেই হয়। যিনি ধর্ম্ম রাখেন, ধর্ম্ম তাঁকে কখনও ছাড়িয়া যান না। যত দিন তুমি ধর্ম্ম রাখিবে, তত দিন তোমার লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশ, কেউই লইতে পারিবে না। লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশ, ধর্ম্মের কাছে একবারে বাঁধা। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া লক্ষ্মীরও যাইবার যো নাই, ভাগ্যেরও যাইবার যো নাই, যশেরও যাইবার যো নাই। ধর্ম্মের সঙ্গে লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ। লক্ষ্মী যদি ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে চাও, তবে ধর্ম্মকে কখনও ছাড়িও না। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া দেয় বলিয়া লোকে মাথা মুড় খুঁড়িয়াও লক্ষ্মীকে রাখিতে পারে না। এ কথাটা লোকে যত দিন না তলিযে বুঝিবে, এ জ্ঞানটা লোকের যত দিন না হইবে, লক্ষ্মী চঞ্চলা—লক্ষ্মী কখনও এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকেন না—

এ পরিচয় দিয়া বেড়াইতে তারা কখনও ক্ষান্ত থাকিবে না। লক্ষ্মী কিসে চঞ্চলা হন, তা আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না। বাপের আমলে লক্ষ্মী ভাগ্য ঠিক্ থাকিল। ছেলে ধর্ম্মকে ছাড়িযা লক্ষ্মী ভাগ্য দুই-ই হারাইলেন। এ দোষ কার? লক্ষ্মী ভাগ্যের, না ছেলের? নিজের ধর্ম্ম-জ্ঞানের অভাবে লক্ষ্মী ভাগ্য হারাইলাম—এ পরিচয় দেওয়ার চেয়ে, লক্ষ্মী ভাগ্য কখনও কারও চির দিন থাকে না—এ পরিচয় দেওয়া ঢের মিষ্টি। যে পরিচয়টা মিষ্টি লাগে, লোকে সেই পরিচযটাই দিয়া থাকে। এ সংসারের নিয়মই এই। লক্ষ্মী ভাগ্যের সঙ্গে ধর্ম্মের অবিচ্ছেদ সম্বন্ধের একটা বেশ গল্প আছে। সে গল্পটা তোমাকে বলি।

এক রাজার ধর্ম্মের হাট ছিল। হাটের অবিক্রি জিনিশ যা থাকিবে, আমি তাই কিনিব, রাজা এই সত্য করিয়া হাট বসান। এই জন্যে, লোকে ধর্ম্মের হাট বলিত। ধর্ম্মের

হাটে অবিক্রি কিছুই থাকিত না। এক কুমর অলক্ষ্মী তয়ের করিয়া এক দিন হাটে বিক্রি করিতে আনিল। লোকে লক্ষ্মীই চায়, অলক্ষ্মী কেউই চায় না। কাজেই, অলক্ষ্মী কেউই লইল না। হাট ভাঙিয়া গেলে, কুমর অলক্ষ্মী লইয়া সন্ধ্যার সময় রাজবাড়ী উপস্থিত করিল। রাজার সত্য করার ছিল, হাটের অবিক্রি জিনিশ যা থাকিবে, তাই কিনিয়া লইবেন। কাজেই, তাঁকে অলক্ষ্মী কিনিয়া লইতে হইল। রাজা রাত্রে শুইয়া আছেন, লক্ষ্মী উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ, আমাকে বিদায় দিন্। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? লক্ষ্মী উত্তর করিলেন, আমি লক্ষ্মী। রাজা বলিলেন, আপনি যান কেন। লক্ষ্মী বলিলেন, আপনি যখন অলক্ষ্মী ঘরে আনিলেন, তখন আমি আর কেমন করিয়া থাকি? তবে আপনি যাইতে পারেন বলিয়া রাজা লক্ষ্মীকে বিদায় দিলেন। লক্ষ্মী

চলিয়া গেলে পর, ভাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাগ্য বলিলেন, মহারাজ, আমাকে বিদায় দিন্। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? ভাগ্য উত্তর করিলেন, আমি ভাগ্য। রাজা বলিলেন, আপনি যান কেন। ভাগ্য বলিলেন, লক্ষ্মী যখন গেলেন, তখন আমার আর কেমন করিয়া থাকা হয়? তবে আপনিও যাইতে পারেন বলিয়া রাজা ভাগ্যকে বিদায় দিলেন। ভাগ্য চলিয়া গেলে, যশ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যশ বলিলেন, মহারাজ, আমাকে বিদায় দিন্। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? যশ উত্তর করিলেন, আমি যশ। রাজা বলিলেন, আপনি যান কেন? যশ বলিলেন, লক্ষ্মী ভাগ্য দু জনেই যখন গেলেন, তখন আমি আর কেমন করিয়া থাকি? তবে আপনি যাইতে পারেন বলিয়া রাজা যশকে বিদায় দিলেন। যশ চলিয়া গেলে পর, ধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্ম বলিলেন,

মহারাজ, আমাকে বিদায় দিন্। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে। ধর্ম্ম উত্তর করিলেন, আমি ধর্ম্ম। রাজা বলিলেন, আপনি যান কেন? ধর্ম্ম বলিলেন, লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশ, তিন জনেই যখন গেলেন, তখন আমার আর কেমন করিয়া থাকা হয়। রাজা বলিলেন, আপনি কি বলিযা যান? লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশ, আপনারই জন্যে আমাকে ছাড়িয়া গেলেন। আপনাকেই রক্ষা করিতে গিয়া, তাঁদের তিন জনকেই বিদায় দিতে হইল। আমি অলক্ষ্মী না কিনিলে ত তাঁরা আমাকে ছাড়িয়া যাইতেন না। সত্য করার দিইছি, অলক্ষ্মী না কিনি ত ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। কাজেই, আমাকে অলক্ষ্মী কিনিতে হইল। ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যে যে ব্যক্তি এত ক্ষতি স্বীকার করিল, ধর্ম্ম কি দোষে তাকে পরিত্যাগ করিয়া যান! রাজার এই কথায় ধর্ম্ম অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, না, মহারাজ, তবে

আমার বিদায় লওয়া হইল না। এ দিকে, রাজাকে ছাড়িয়া ধর্ম্ম যাইতে পারিলেন না। ও দিকে, ধর্ম্মকে ছাড়িয়া লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশ থাকিতে পারেন না। কাজেই, লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশ, তিন জনেরই আবার রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইল।

তাতেই বলি, মা, যিনি ধর্ম্ম রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁকে কখনও ছাড়িয়া যান না—ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। ধর্ম্ম থাকিলে, লক্ষ্মী, ভাগ্য, যশ, কারুই ছাড়িয়া যাইবার যো নাই। ধর্ম্মের কাছে লক্ষ্মী ভাগ্য যশ একবারে বাঁধা। এ কথা এর আগেই বলিছি। এ সংসারে আমরা যে কিছু কষ্ট পাই, দুঃখ পাই, সে কেবল আমাদের ধর্ম্ম বুদ্ধিরই অভাবে, ধর্ম্ম-জ্ঞানেরই অভাবে জানিবে। ধর্ম্ম কি, ধর্ম্ম কারে বলে, আমরা তাই-ই ঠিক্ জানি না। তাই-ই যদি ঠিক্ না জানিলাম, তবে আমা-দের ধর্ম্ম-বুদ্ধিই বা কেমন করিয়া হবে, ধর্ম্ম-

জ্ঞানই বা কেমন করিয়া হবে? অমুক খুব ধার্ম্মিক, বলিলে আমরা কি বুঝি? তিনি সন্ধ্যা করেন, পূজা করেন, ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি করেন, ঠাকুর দেবতাব কথা তাঁর মুখে লাগিয়াই আছে—আমরা এই বুঝি। আমরা এই রকম ভুল বুঝি বলিয়া পদে পদে দুঃখ পাই, কষ্ট পাই, আর ঠাকুব দেবতার দোষ দিই। মুসলমানেরা ঠিকৃই বলে, বান্দা মবে আপন দোষে, বদ্‌নাম খোদার। খালি সন্ধ্যা করাকে, পূজা কবাকে, ঠাকুর দেবতাকে ভক্তি করাকে ধর্ম্ম বলে না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করার নাম ধর্ম্ম—উচিত কাজ করার নাম ধর্ম্ম। উচিত কাজ করার নাম ধর্ম্ম, যখন আমাদের এ জ্ঞান হবে, তখন আমরা কষ্টও পাব না, দুঃখও পাব না, ঠাকুর দেবতার দোষও দিব না—তখন ঠাকুর দেবতার দোষ দিবার আমাদের দরকারই হবে না। খালি সন্ধ্যা করিয়া, পূজা করিয়া, দিন রাতি ঠাকুর দেবতার নাম

করিয়া, পুরুষের ধার্ম্মিক নাম হওয়া, আর থালি ব্রত নিয়ম করিয়া মেয়ের সাধ্বী নাম হওয়া, আমাদের ধর্ম্ম-জ্ঞানের অভাবের যেমন পরিচয়, তেমন আর কিছুই নয়। মিছে কথা বলা, চুরি করা, ফাঁকি দেওয়া, ঠকাইযা লওযা, লোকের নিন্দা করা, হিংসা করা, পরের ভাল দেখিতে না পারা, পরের শ্রীতে কাতর হওয়া, পরের অনিষ্ট করা, পরের অনিষ্ট চেষ্টায় নিয়ত ফেরা, সর্ব্বদা পরেব দোষ খুঁজিয়া বেড়ান, লোকের খুঁত্ কাটা, লোকের ভিগ্‌নেশ করা, গালি দেওয়া, লোকের মনে কষ্ট দেওয়া, লোকের মনে ব্যথা দেওয়া—এ সব যদি অকাজ না হয়, অধর্ম্ম না হয; আর প্রাতঃস্নান করা, গঙ্গা-মৃত্তিকার ফোটা কাটা, কোশা কুশি নাড়া, হরি নামের মালা ঘুরাণ, ব্রত নিয়ম উপস করা যদি ধর্ম্ম হয়—আর এই ধর্ম্মের গৌরবে ও সব অকাজ, ও সব অধর্ম্ম ঢাকে; তবে আমাদের ধর্ম্ম-জ্ঞানের পরিচয়

এর মত আর কিছুই হইতে পারে না। এ রকম ধর্ম্ম-জ্ঞান থাকিতে আমাদের নিস্তার নাই। এই রকম ধর্ম্ম-জ্ঞানই আমাদের দুর্দ্দশার আসল কারণ—আমাদের অধঃপতনের হেতু। ধর্ম্ম-জ্ঞানের মানে কর্ত্তব্য-জ্ঞান। যেটী আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, সেইটীই আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম জানিবে। যে কাজ আমাদের করা উচিত, সে কাজ করিলে আমাদের ধর্ম্ম হয়। যে কাজ আমাদের করা উচিত নয়, সে কাজ করিলে আমাদের অধর্ম্ম হয়। কোন্ কাজ করা উচিত, কোন্ কাজ করা উচিত নয়, এক এক করিয়া বলা, মা, সোজা নয়। উচিত, অনুচিত কাজ বুঝা জ্ঞানের কর্ম্ম। শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা না হইলে সে জ্ঞান হয় না। তাতেই, বাপের বাড়ী মেয়ের নীতি-শিক্ষার দরকারের কথা এত করিয়া বলিছি।

মোটামুটি জানিয়া রাখ, যে কাজে আপন পর দুই-ই বজায় থাকে, সেই কাজই উচিত

কাজ। সেই কাজ করিলেই ধর্ম্ম হয়। বলিতে গেলে, সেই কাজই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের মানেই, যে আমাদের বজায় রাখে—যে আমাদের পোষে। পোষা আর বজায় রাখা, এক কথা। যখন যে কাজ করিবে, আপন পর বজায় রাখিয়া সে কাজ করিবে। তা হইলে, তোমাকে কখনও কোনও অকাজ করিতে হইবে না। অকাজ আর অধর্ম্ম এক কথা, এর আগেই তা বলিছি। আপন পর বজায় না রাখিয়া কখনও কোনও কাজ করিবে না। আপন পর বজায় না রাখিয়া কাজ করার একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে দিই। জিঁওজ পোআতির ছেলের মাথার চুল কাটিয়া লইয়া মড়ুঞ্চে পোআতির দোষ ভাল করার চেষ্টা, ব্যাপারটা কি? পরের মন্দ করিয়া আপনার ভাল করা কি উচিত কাজ? যে কাজে পর বজায় থাকিল না, সে কাজকে উচিত কাজ কেমন করিয়া বলিবে? এ রকম তুক তাকে

আপনার ভাল হোক্ না হোক্, পরের মন্দ চেষ্টা ত করা হয়। শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে, মেয়েদের এ রকম অকাজের ঢের পরিচয় পাওয়া যায়। সংসারের নিতান্ত অপ্রতুল, সংসার চলা ভার বলিয়া চুরি করিলাম। চুরি করিয়া সংসারের উপস্থিত অপ্রতুল ঘুচাইলাম। নিজের উপস্থিত অপ্রতুল ঘুচিল বটে, কিন্তু পর বজায় থাকিল কৈ? যার চুরি করা যায়, সে কি বজায় থাকে? এ ছাড়া, যদি চুরি ধরা পড়ে, তবে নিজেই বা কেমন করিয়া বজায় থাকিলাম? শাস্তিও পাইলাম, অবিশ্বাসীও হইলাম। মিছে কথা বলিলে লোকে বিশ্বাস করে না। কাজেই, মিছে কথা বলিয়া কেউ কখনও বজায় থাকে না। যে অবিশ্বাসী হইল, সে আর কেমন করিয়া বজায় থাকিল? মিছে কথা বলিয়া পরের অনিষ্ট করিলে যে আপন পর কেউই বজায় থাকে না, তা ত, মা, বুঝিতেই পারিতেছ। মনে, কথায়, কাজে, এ

তিনেতেই পরকে বজায় রাখা চাই। পরের হিংসা করিলে, পরের শ্রীতে কাতর হইলে, মনে পরকে বজায় রাখা হয় না। এই জন্যে, পরেব হিংসা করা, পরের শ্রীতে কাতর হওযা পাপ। গালি দিলে, পরের নিন্দা করিলে, কথায পরকে বজায় রাখা হয না। এই জন্যে, গালি দেওয়া, পবের নিন্দা করা অধর্ম্ম। কাজে পরকে বজায় না রাখা যে অধর্ম্ম, তার ত কথাই নাই। চুরি করা, পরের ক্ষতি লোক্শান করা, পরের মান সম্ভ্রম খাটো কবা, পরের মান সম্ভ্রম নষ্ট করা—কাজে পরকে বজায় না রাখার এই চারিটী দৃষ্টান্ত এখানে দিলাম। মনে, কথায, কাজে, পরকে বজায না রাখার দৃষ্টান্ত আরও ঢের আছে। এ সংসারে ছোট বড় যত অকাজ আছে, তাব কোনওটীতেই যে আপন পর বজায় থাকে না. বেশ করিয়া খতিয়ে দেখিলে, বেশ করিযা ভাবিয়া দেখিলে, তা বুঝিতে পারিবে

যাঁকে ভক্তি করিবার কথা, তাঁকে ভক্তি না করিলে; যাঁর সেবা শুশ্রূষা করিবার কথা, তাঁর সেবা শুশ্রূষা না করিলে, যাঁকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবার কথা, তাঁকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট না রাখিলে; তাঁকেও বজায় রাখা হয় না, আপনাকেও বজায় রাখা হয় না। যদি বল, এ সব কাজে আপনি বজায় না থাকিব কেন? যাঁকে ভক্তি করিবার কথা, তাঁকে যদি ভক্তি না কর, তবে লোকে তোমাকে অপাত্রী বলিবে। অপাত্রী হইলে আর কেমন করিয়া বজায় থাকিলে? আপনি বজায় থাকা, আর পরকে বজায় রাখা বড়ই শক্ত কাজ। ষোল আনা ধর্ম্ম-জ্ঞান না থাকিলে সে কাজ হইবার যো নাই। যাঁর যথার্থ ধর্ম্ম-জ্ঞান হইয়াছে, আপন পর বজায় রাখার জ্ঞান যাঁর হইয়াছে, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা তাঁর কাছে সোজা কাজ। তাঁর কাছে কখনও কোনও অকাজ হইবার যো নাই। এতে স্বামী তাঁর উপর সর্ব্বদা সন্তুষ্ট না থাকিবেন কেন?

যথার্থ ধর্ম্ম-জ্ঞানের কথা, আপন পর বজায় রাখার কথা তোমাকে মোটামুটি এক রকম বলিলাম। স্বামী যাতে নিজে বজায় থাকেন, পরকে বজায় রাখিতে পারেন, তারও দিকে, মা, তোমার নজর রাখা চাই। নৈলে, তোমারই ঠকা—তোমারই অপযশ। স্বামীকে বজায় রাখাই ত যথার্থ সাধ্বীর কাজ। স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখার কথাতেই, স্বামীর সব দিক্ বজায় রাখা বুঝাইতেছে। যাঁর সব দিক্ বজায় না থাকে, তাঁর সন্তোষ কোথায়? কাজেই, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে হইলে, তাঁর সব দিক্ বজায় রাখিবার চেষ্টা আগে করিতে হয়। সে চেষ্টা কি, আর সে চেষ্টা কেমন করিয়া করিতে হয়, এখন মা, তোমাকে তাই কিছু বলিব।

ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল গহনা, হাতে কিছু টাকা—এ আমার চাই-ই; এ নৈলে আমার চলিবে না। স্বামী রোজগারই

করুন্, চুরিই করুন্, ডাকাতিই করুন্, আর যাই করুন্, আমাকে এ তাঁর দিতেই হবে। পোনর আনা উনিশ গণ্ডা স্ত্রীলোকের মুখে এই কথা। স্ত্রীর এ সংকল্পে স্বামীর নিস্তার নাই—স্বামী কখনও বজায় থাকিতে পারেন না। তাতেই বলি, স্ত্রীলোকের এ কথা ধর্ম্ম-জ্ঞানের কথা নয়—ধর্ম্ম-বুদ্ধির কথা নয়। ধর্ম্ম-জ্ঞানে, ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে স্ত্রী স্বামীকে বজায়ই রাখেন। তোমার যে ধর্ম্ম-জ্ঞানে স্বামী বজায় থাকিবেন, তুমিও সুখে সচ্ছন্দে থাকিবে, সংসারের সুখ শান্তি হবে, সে ধর্ম্ম-জ্ঞানের পরিচয় তুমি এই রকম করিয়া দিবেঃ—

স্বামীকে খুব সাবধানে খরচ পত্র করিতে বলিবে। খরচ পত্রের বিষয় তাঁর অবিবেচনা দেখিলে, তাঁর অবিবেচনার পরিচয় পাইলে, ভক্তি-মাখান মিষ্টি কথায় তাঁর সে ত্রুটি শুধ্‌রে লইবে। যাঁর যে অবস্থাই কেন হোক্ না, আয় বুঝিয়া ব্যয় করিলে, তাঁর কখনও অভাব

হয় না, অভাব হইতে পারে না, অভাব হইবার কথা নয়। অভাব, অপ্রতুল অবিবেচনাতেই হয। যিনি মাসে পাঁচ শ টাকা উপায করেন, ছ শ টাকা খরচ করেন, দিন আনে, দিন খায়, তারও থেকে দু পয়সা বাঁচায়, এমন মজুরেরও চেযে তাঁর অভাব অপ্রতুল ঢের বেশী। টাকা উপায় করা শক্ত নয়। টাকা রাখাই শক্ত; তার সাক্ষী দেখ, টাকা উপায় সকলেই করে; কিন্তু ব্যামো পীড়া হইলে, আপদ বিপদ্ ঘটিলে, ধার করিতে হয় না, পরের দুওরে যাইতে হয় না, এমন লোক ক জন আছে? হাজারেব মধ্যে দশ জনও আছে কি না, সন্দেহ। তাতেই বলি, টাকা উপায় করা শক্ত নয়; টাকা রাখাই শক্ত। সঞ্চয় করার বিস্তর গুণ, সঞ্চয় না করার বিস্তর দোষ। শরীর যত দিন সুস্থ থাকে, উপায়ের ব্যাঘাত যত দিন না হয়, সঞ্চয় না করার দোষ তত দিন বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। নিজের ব্যামো

পীড়া হইলে, রোজগার—উপায় বন্ধ হয়, তার উপর চিকিৎসার খরচ বাড়ে। কাজেই, অভাবের সীমা থাকে না। বাড়ীতে কারু ব্যামো পীড়া হইলে, তারও চিকিৎসার জন্যে পরের দুওরে না গেলে চলে না। কখনও সঞ্চয় করেন নাই—বাড়্তি একটী পয়সারও দরকার হইলে পরের দুওরে দৌড়িতে হয়। তাঁতেই বলি, মা, সঞ্চয় করার সুখ, সঞ্চয় না করার দুঃখ, ব্যামো পীড়া না হইলে—আপদ্ বিপদ্ না ঘটিলে ভাল রকম জানিতে পারা যায় না। খালি আপদ্ বিপদ্ নয়, আহ্লাদেরও কাজে সঞ্চয় না করার দুঃখ বেশই জানিতে পারা যায়। ছেলে মেয়ের ষষ্ঠী-পূজো, ছেলে মেয়ের অন্নপ্রাশন, ছেলের চূড়ো কর্ণবেধ পৈতে, ছেলে মেয়ের বিয়ে—হাতে পয়সা না থাকিলে, এ সব আহ্লাদেরও কাজে কর্ত্তাকে পরের দুওরে না গেলে চলে না। ধার করার নাম পরের দুওরে যাওয়া, তা

কি, মা, আর বলিতে হবে? তবেই দেখ, সঞ্চয় না করিলে আহ্লাদেরও কাজে দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। সঞ্চয় না করার দোষের পরিচয় এর বাড়া আর কি হইতে পারে? সঞ্চয় করিলে, আপন পর দুই-ই বজায় রাখা যায়। সঞ্চয় না করিলে, আপন পর কারুই বজায় রাখা যায় না। তাতেই বলি, সঞ্চয় করা ধর্ম্ম, সঞ্চয় না করা অধর্ম্ম। এখানেও তোমার সেই আপন পর বজায় রাখায় ধর্ম্মের কথা আসিতেছে। সঞ্চয় না করিলে অভাব হয়। অভাব হইলেই পরের দুওরে যাইতে হয়। পরের দুওরে যাইতে হইলে মান সম্ভ্রম থাকে না। মান সম্ভ্রম গেলে আর কেমন করিয়া বজায় থাকিলে? তোমার উপর নির্ভর না করিলে যাঁদের চলে না, অভাব হইলে তুমি তাঁদের কাজেই সাহায্য করিযা উঠিতে পার না। তোমার সাহায্য না পাইলে তাঁরা বজায় থাকেন না—বজায়

থাকিতে পারেন না। তবেই দেখ, অভাবে তুমি আপন পর কারুই বজায় রাখিতে পার না। লোকে বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট। ধার করা, চুরি করা, মিছে কথা বলা, যার আছে তার হিংসা করা—এ সব মন্দ কাজ অভাবের ফল। তাতেই বলি, অভাবে স্বভাব নষ্ট, লোকের এ কথা বলাটা খুব ঠিক্। যে অভাব এত অনিষ্টের হেতু, সঞ্চয় না করাই সে অভাবের গোড়া। সঞ্চয় না করার দোষ—সঞ্চয় না করিলে কি অনিষ্ট হয়—সঞ্চয় না করিলে কত অনিষ্ট হইতে পারে, এখানে, মা, তোমাকে তার কেবল একটী দৃষ্টান্ত দিই।

স্বামী মাসে এক শ টাকা উপায় করেন। এক শ টাকাই তাঁর খরচ হইয়া যায়। এক পয়সাও থাকে না। বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম উপস্থিত হইলে ধার ধোর করিয়া চালান। এক শ টাকার মাহিনের চাকুরেকে ধার দিতে

কেউ ডরায় না। হাত পাতিলেই ধার পান। এক দিন কামাই করিলে তিন টাকা স-পাঁচ আনা মাইনে কাটা যায়। এই জন্যে, অসুখ বিসুখ হইলেও মাইনে কাটার ভয়ে কামাই করেন না—কামাই করিতে পারেন না। পূরো মাসের মাইনে পাইলেও যাঁর চলে না, মাইনে কাটা গেলে তাঁর কেমন করিয়া চলিবে? ব্যামো পীড়ায় তা বুঝে না। অসুখ বিসুখ না মানিয়া যত শ্রম করিতে লাগিলেন, শরীর তাঁর ততই খারাপ হইতে লাগিল। এই রকম করিয়া শেষে খুবই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। রোজ বৈকালে একটু করিয়া জ্বর হইতে লাগিল। বৈকালে জ্বর বোধ হয় বলিয়া রাত্রে আহার করেন না। আবার তেমন খিদে না থাকায়—আহারে তেমন রুচি না থাকায়, সকাল বেলাও ভাল আহার করিতে পারেন না। নামে মাত্র আহার করিয়া আফিসে যান। দিন কতকের মধ্যে আফিসে

হাঁটিয়া যাওয়া ভার হইয়া উঠিল। খালি অভাবেরই জন্যে অসুখ বিসুখ না মানিয়া এত কষ্ট করিয়া আফিসে যান—নিন্দার ভয়ে এ কথা কারো কাছে প্রকাশ করিতে পারেন না। কাজেই, নিজের ব্যামো পীড়া ঢাকিয়া রাখেন। ব্যামো পীড়া ক দিন ঢাকিয়া রাখিতে পারা যায়? এক দিন আফিস থেকে আসিয়া তাঁর জ্বর একটু বেশী হইল। রাত্রে সেই জ্বর বেশ ফুটিল। পর দিন কিছু আহার করিলেন না—উপস করিয়াই আফিসে গেলেন। আফিসের কাজ কর্ম্ম বড় একটা করিতে পারিলেন না। অন্য দিন আফিস থেকে অনেক কষ্টে হাঁটিয়া বাসায় আসেন। সে দিন তাঁকে পাল্কি করিয়া আসিতে হইল। রাত্রে ভারি জ্বর হইল। গায়ের যেমন তাত, তেমনি দাহ, তেমনি পিপাসা। কেবল ছট্‌ফট্ আর জল জল করিতে লাগি-লেন। স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া স্ত্রীর

মনে ভারি ভয় হইল। তিনি চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি শীঘ্র এক জন ভাল ডাক্তর ডাকিয়া আন। আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। স্বামী এই কথা শুনিয়া অতি কষ্টে আস্তে আস্তে বলিলেন, মাস কাবারের সময় হাতে একটী পয়সাও থাকে না, তা কি তুমি জান না? এই রাত্রে ভাল এক জন ডাক্তর আনিতে হইলে, তাঁকে আট টাকা বিজিট্ দিতে হইবে। তা ছাড়া অস্থুদের দাম আছে। এ টাকা এখন পাই কোথায়? আমি হাতের বালা বাঁধা দিয়া ডাক্তরের বিজিট্ আর অস্থুদের দাম দিব। সে জন্যে তোমার কোনও চিন্তা নাই। এই বলিয়া, স্ত্রী হাতের বালা খুলিয়া চাকরকে দিলেন। সে চিন্তা আমি করিতেছি না। আমি ত নিজের ভাবনা ভাবিতেছি না। তোমাদের উপায় কি হবে, এই ভাবিয়াই আমি অস্থির হইয়াছি। জ্বরের চেয়ে এই ভাবনাতেই

আমাকে বেশী যাতনা দিতেছে। কাল্ মাইনে পাইবার দিন; আফিসেও যাইতে পারিব না, মাইনেও আনিতে পারিব না। হাতে একটী পয়সা নাই। তিন চারি দিনের মধ্যে শোধ দিব বলিয়া দশ পোনর টাকা ধারও করিয়াছি। ধাব শোধ না দিতে পাবিলে আব ধাব পাওয়া যাবে না। এ দিকে শবীরেব যে রকম অবস্থা দেখিতেছি, তাতে শীঘ্র আফিসে যাইতে পারিব, এমন বোধ হয না। কাজেই, মাইনেরও টাকা আনিতে পারিব না। সংসারের চাইল, ডাইল, নুণ, তেল—সবই ফুরাইয়াছে। ছেলে পিলে বৌ ঝি সব উপস করিয়াই মরিবে দেখিতেছি! উপায় কি করি? এই সব ভাবিয়া আমি চারি দিক্ একবারে অন্ধকার দেখিতেছি। ডাক্তর আসিয়া আমার কি করিবেন? তিনি যেন আমার জ্বরেরই অষুদ দিবেন। চিন্তা-জ্বরের অষুদ ত আর তিনি দিতে পারিবেন না। পাপের প্রায়-

শ্চিত্ত আছেই। সঞ্চয় না করিয়া আমি পাপ করিয়াছি। সে পাপের ভোগ কি পাড়া প্রতিবাসীর হবে? সে পাপের ফল কোথায় যাবে? ব্যামোয় ভুগি ত আমি বাঁচিয়া থাকিতেই তোমাদের খোআরের একশেষ হবে! আর মরি ত তোমাদের পথের কাঙালি করিয়া গেলাম! মাসে এক শ টাকা মাইনে পাইয়াছি। পঁচিশটে করিয়া টাকা রাখিলেও আট বছরে দু হাজার চারি শ টাকা রাখিতে পারিতাম। তা হইলে আজ্ আমার ভাবনা কি? তা হইলে আমার চিকিৎসার জন্যে তোমাকে হাতের বালা বাঁধা দিয়া ডাক্তর আনিতে হয়! তা হইলে আজ্ আমার এ দুর্দ্দশা হবেই কেন? হাতে পয়সা থাকিলে কি আমাকে উপস করিয়া জ্বর-গায়ে আফিসে যাইতে হইত। অসুখ বিসুখ না মানিয়া শ্রম করিয়াই ত ব্যামো এত বাড়াইয়া ফেলিয়াছি! এবারকার ধাক্কা

কাটিয়ে উঠিতে পারি, এমন বোধ হয় না। এখন দেখ, ডাক্তর মহাশয় আসিয়া কি বলেন। এই রকম আপ্‌শোষ কবিয়া তিনি চুপ্ করি লেন। খানিক পবেই ডাক্তর মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তব মহাশয় বোগীব গায়ে হাত দিযা দেখিযা তাঁব নাড়ী দেখিলেন। নাড়ী দেখিযাই, বুক পরীক্ষার যন্ত্র দিয়া তাঁর বুক পবীক্ষা করিয়া দেখিলেন। বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিযা জিজ্ঞাসা করিলেন, বযস বেশী নয়, দু দিনেব এই সামান্য জ্বরে ইনি এত অবসন্ন (দুর্ব্বল) কেন? এঁর এ অবসাদের (দুর্ব্বলতাব) কারণ কি? বাইরে এঁকে তত দুর্ব্বল দেখিতেছি না, কিন্তু ভিতরে এঁর কিছুই নাই। এঁর কি আগে কোনও ব্যামো স্যামো ছিল? ডাক্তর মহাশয়ের এই সব কথার উত্তর আর কেউ দিতে না দিতেই, রোগী উত্তর করিলেন, আট দশ বছরের মধ্যে আমার বিশেষ কোনও ব্যামো স্যামো হয়

নাই। তবে চিন্তায় আমার শরীরে কিছুই নাই। চিন্তার কারণ নিজের অবিবেচনা। সে পরিচয় আপনাকে আর কি দিব? সহজ বেলার চেয়ে, ব্যামো হইয়া আমাব চিন্তা ঢের বেশী হইয়াছে। তাতেই আমি এত অবসন্ন হইয়া পড়িছি। আমার চিন্তাও ছাড়াইতে পারিবেন না—আমাকে বাঁচাইতেও পারিবেন না। বেশী চিন্তায়, বেশী ভয়ে সহজ মানুষ মারা যায়। ব্যামোতে অত চিন্তা করিলে কি রক্ষা আছে? ভাবনা চিন্তা আপনি এখন ছাড়িয়া দিন্। যে অসুদ ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, সেই অসুদ নিয়ম কবিযা খা'ন্, আর গায়ে বল হয় এমন পথ্য করুন্—শীঘ্রই আরোগ্য হবেন। আপনাকে বক্না-দুধ আব মাংসের কাথ পথ্য দিতে বিশেষ করিয়া বলিযা গেলাম। রোগীকে এই রকম আশা ভরসা দিয়া ডাক্তর মহাশয় বিদায় হইয়া, বাড়ীর বাইরে থেকে চাকরকে ডাকিলেন। তোমার বাবুব গতিক

বড় ভাল নয়। নাড়ী যে রকম দুর্ব্বল দেখিলাম, তাতে এর উপর কোনও একটা উপসর্গ ঘটিলে তাঁর জীবন রক্ষা হওয়া ভার। সহজ বেলায় তোমার বাবু কি ভাল করিয়া খাওয়া দাওয়া করিতেন না? আমার বোধ হয়, যেন তিনি উপস করিয়াই কাজ কর্ম্ম করিতেন। যাই হোক্, তোমার মা-ঠাকুরুন্‌কে গিয়া সব কথা খুলিয়া বল। চাকরকে এই সব কথা বলিয়া ডাক্তর মহাশয় চলিয়া গেলেন।

এখন, মা, একবার বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ, এই ভদ্র লোকটীর এ রকম দুর্দ্দশার কারণ কি। টাকা কড়ি উপায় করিয়া কখনও এক পয়সা সঞ্চয় করেন নাই বলিয়াই আজ্ তাঁর এমন দুর্দ্দশা। আজ্ তাঁর প্রাণ লইয়া টানাটানি! সঞ্চয় না করার এতই দোষ! তাতেই বলি, মা, স্বামীর যদি কল্যাণ কামনা কর, তবে স্বামীর সঞ্চয়ের দিকে সর্ব্বদা নজর রাখিবে। স্বামীর শরীর মন সুস্থ রাখাই স্ত্রীর

প্রধান কাজ। প্রধান কাজ কেন? এ কাজ ছাড়া, স্ত্রীর আর কাজ নাই। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। অর্থের অভাব হইলে মন কখনও সুস্থ থাকিতে পারে না। আবার মন সুস্থ না থাকিলে শরীরও সুস্থ থাকে না। এ দিকে, সঞ্চয় না করিলেই অর্থের অভাব হয়। কাজেই, সঞ্চয় না করাই শরীর মন অসুস্থ করাব গোড়া। তাতেই বলি, যদি স্বামীব শরীর মন দুই-ই সুস্থ রাখিতে চাও, তবে স্বামীর অর্থের অভাব কখনও হইতে দিবে না। স্বামী যা উপায় করিবেন, তার তিন ভাগের এক ভাগ হইলেই ভাল হয়, নিতান্ত পক্ষে তার চারি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সিকি, যে কোনও গতিকে হোক্ বাঁচাইতেই চাও। মনে কর, স্বামী মাসে পঞ্চাশ টাকা উপায় করেন। তা থেকে ষোল সতর (১৬।১৭) টাকা করিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা বিধিমতে করিবে। বিশেষ চেষ্টা করি-

য়াও যদি ষোল সতর টাকা বাঁচাইতে না পার, তবে বার তের (১২।১৩) টাকা যে কোনও গতিকে হোক্ বাঁচাইতেই চাও। পঞ্চাশ টাকা থেকে (১২।১৩) টাকা বাঁচাইতে হইলে, সাঁইত্রিশ আটত্রিশ টাকায় সংসারের সব খরচ চালান চাই—এ কথাটা যেন মনে থাকে। এ কথা মনে না থাকিলে, অভাব ঘুচাইবার জন্যে শেষে সেই সঞ্চয় করা টাকা থেকে খরচ না করিলে চলিবে না। কাজেই, তোমার সঞ্চয় করাই ঘটিবে না। একবারে পঞ্চাশ টাকা হাতে পাইলে, তা থেকে তখনই তেরটী টাকা লইয়া তুলিয়া রাখিবে। দু টাকা, এক টাকা, বার আনা, আট আনা, চারি আনা—এই রকম খুজ্‌রো টাকা পয়সা হাতে পাইলে, যখন যা পাবে, তার চারি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সিকি তুলিয়া রাখিবে। দু টাকা পাও ত আট আনা রাখিবে, এক টাকা পাও ত চারি আনা রাখিবে. বার আনা পাও ত

তিন আনা রাখিবে; আট আনা পাও ত দু আনা রাখিবে; চারি আনা পাও ত এক আনা রাখিবে। আট-টা পয়সা পাও ত দুটো পয়সা রাখিবে, চারিটে পযসা পাও ত একটা পযসা রাখিবে। যা সঞ্চয় কবিবে, তাই কাজে লাগিবে। আধ্‌লা পযসাটাও যদি বাঁচাইতে পাব, ত তার ত্রুটি করিবে না। যা বাঁচাইতে পারিবে, তাই তোমার লাভ, আব তাই তোমার কাজে লাগিবে। রাই কুড়িয়ে বেল —এটা ভারি কাজের কথা। এর মত কাজের কথা, খুবই কম আছে। বাই কুড়িয়ে বেল— এ জ্ঞান যাঁর আছে—এ জ্ঞান যাঁব থাকিবে তাঁর অভাব কখনও হয না, তাঁর অভাব কখনও হইবে না, তাঁর অভাব কখনও হইতে পারে না। খালি এই জ্ঞানেরই অভাবে আজ্ আমাদের দেশে হাজাব হাজাব ভদ্র লোকের হাড়ির দুর্গতি। হাজার বিদ্যা বুদ্ধি থাক্, হাজার ক্ষমতা থাক্, এ জ্ঞান যাঁর নাই,

তাঁর নিস্তার কিছুতেই নাই। রোজ একটা পয়সা রাখিলে, এক বছরে পাঁচ টাকা এগার আনা এক পয়সা জমে। পাঁচ বছরে আটাইশ টাকা আট আনা এক পয়সা জমে—এই আটাইশ টাকা, লেখাপড়া-জানা-ওআলা এক জন ভদ্র চাক্‌রের এক মাসের মাইনে! রাই কুড়িয়ে বেল, মা, একেই বলে। আট পয়সার মজুরি করিয়া যে রোজ এক পয়সা বাঁচায়, এক মাস খাটিয়া এক জন কেরাণি বা স্কুলের মাস্টার (শিক্ষক) যা উপায় করিতে না পারেন, পাঁচ বছরে সেই মজুরের হাতে তা জমে। তাতেই বলি, মা, রাই কুড়িয়ে বেল—এটা ভাবি কাজের কথা।

যদি, মা, সঞ্চয় করিতে চাও, তবে কখনও ধার করিও না। ধার করা অভ্যাস হইলে, কখনও সঞ্চয় করিতে পারিবে না; সঞ্চয় করিবার চেষ্টাই তোমার কখনও হইবে না। হাতে টাকা পয়সা আসিলেই খরচ

করিযা ফেলিবে, আর অভাব হইলেই ধার করিবে। এতে সঞ্চয় করার দরকারই তোমার কখনও মনে হইবে না। মনে হইবে কেন? ব্যামো পীড়া হইলে, আপদ বিপদ্ ঘটিলে, অভাব হইবে না বলিযাই না সঞ্চয করা। যাঁব ধাব করা অভ্যাস, পবের টাকা থাকিতে তাঁব সে অভাব হয না! কিন্তু মান সম্ভ্রম, সুখ শান্তি ঘুচানর যেমন উপায় ধার করা, তেমন উপায় আর নাই—এ কথাটা তখন তাঁর মনেই হয় না। ধাব কবার অশেষ দোষ—ধার করার মত দোষ আব নাই। ধার করার যে কত দোষ, ধার কবিবার সময় তা জানিতে পাবা যায় না—কিন্তু ধার শোধ দিবাব সময় তা জানিতে বাকী থাকে না। যিনি ধার কবেন, ধার করা যাঁব অভ্যাস, তাঁর দুর্গতির সীমা নাই। তাঁব দুর্গতি পদে পদে—তাঁর দুর্গতি কথায় কথায়। যাঁরা আয় বুঝিয়া ব্যয় করেন, যাঁরা সঞ্চয়

করেন, যাঁদের কখনও অভাবে পড়িতে হয় না, ধার কর্জ্জে ডোবা লোকের কাছে কৃপণ বলিয়া তাঁদের অখ্যাতি ধবে না! কিন্তু সেই সব কৃপণ নৈলে তাঁদের চলে না—চলিবার যো নাই। সেই সব কৃপণের দুওরে না গেলে—সেই সব কৃপণের কৃপা না হইলে তাঁদের মান সম্ভ্রম বজায় থাকে না! এতেও কৃপণ বলিয়া তাঁদের নিন্দা করিতে হইবে! এ রকম কৃপণ ভাল, না ধার কর্জ্জে ডোবা এ রকম দাতা ভাল? বিচার করিয়া দেখিলে এ রকম দাতার চেয়ে এ রকম কৃপণ যে কত ভাল, তা বলিয়া শেষ করা যায় না। বেশী আর কি বলিব, যে দেশে এ রকম দাতার সংখ্যা বেশী, সে দেশের নিস্তার নাই। তাতেই বলি, মা, এ রকম দাতা হওয়ার চেয়ে এ রকম কৃপণ হওয়ার ঢের গুণ। এ রকম দাতার নিস্তার নাই—এ রকম কৃপণের বিনাশ নাই—দুয়ে এতই তফাত! আকাশ পাতাল তফাত।

তার পর বলি। কখনও ধার করিব না—এ প্রতিজ্ঞা তোমার থাকিলে, সঞ্চয় করিবার জন্যে, বিবেচনা করিয়া খরচ পত্র করিবার জন্যে তোমাকে আমার কিছুই বলিয়া দিতে হবে না। মনে কর, স্বামী মাসে আট-টী টাকা উপায় করেন। সেই আট-টী টাকা থেকে দুটী টাকা বাঁচাইবে। বাকী ছটী টাকায় সংসারের সব খরচ পত্র চালাইবে। খরচ পত্রের যত টানাটানি করিবে—যত সাবধান হইয়া খরচ পত্র করিবে, সংসারের ততই প্রতুল করিতে পারিবে। যাতে খরচ কম হয়, তাই করিবে। খরচ কমের দিকে যেন সর্ব্বদাই তোমার নজর থাকে। কখনও কোনও জিনিশ লোকশান হইতে দিবে না। চাইল, ডাইল, নুণ, তেল, শাক শব্জি, তরি তরকারি, ঝাল হলুদ জিরেমরিচ তেজপাত শরিষে মৌরি পাঁচফোড়ন, পান সুপুরি এলাচ লবঙ্গ চুণ, হঁড়ি কলসী শরা মাল্‌সা প্রদীপ—

ঘরে এ সব এমনি জুত বরাত করিযা গোছা-
ইয়া রাখিবে যে, কখনও যেন তোমার কোনও
জিনিশের অভাব না হয়। হাঁড়িতে তেল
চড়িয়ে তেজপাত পাঁচফোড়নের জন্যে
তোমাকে যেন অন্য গৃহস্থের বাড়ী দৌড়িয়া
যাইতে না হয়। সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালি-
বার সময় যেন তোমাকে তেলের অভাব
জানাইতে না হয। খাওয়া পরায় যদি
লোকশান হইতে না দেও, তবে তোমাব
অপ্রতুল কখনও হয় না। যে তিন মুটো ভাত
খাইতে পাবে, তাব পাতে চারি মুটো ভাত
দিলে এক মুটো ভাত ফেলা যায়। ত্রিশ
দিনে দু বেলায় ষাটি মুটো ভাত ফেলা যায়।
এ দিকে ধব, ষাটি মুটো ভাত তার কুড়ি
বেলার (দশ দিনেব) খোরাক। হিসাব
করিয়া না চলিলে, ফি মাসে এক জনের দশ
দিনের খোরাক এই রকম করিযা হেলায
ফেলা যায়। এখানেও, মা, তোমার সেই

রাই কুড়িয়ে বেলের কথা আসিতেছে। পরণের কাপড় একটু ছিঁড়িতেই যদি তখনই শেলাই করিয়া লও, আর খুব সাবধানে ওঠা বসা কর, তবে সে কাপড়ে তুমি আরও তিন চারি মাস কি তারও বেশী চালাইতে পার। কিন্তু ছিঁড়িবা মাত্রে শেলাই না করিলে ছেঁড়া ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে। শেষে সে কাপড় পরিবার যো আর থাকে না। কাজেই, নূতন কাপড় কিনিবার দরকার হইয়া পড়ে। এ রকম বে-হিসাবে ছ টাকায় সংসারের সব খরচ পত্র চালাইবার যো কি? খরচ কমের দিকে, মা, যেন তোমার সর্ব্বদা নজর থাকে। তা নৈলে, কখনও সঞ্চয়ও করিতে পারিবে না, কখনও ধার করিব না— এ প্রতিজ্ঞাও রাখিতে পারিবে না। সিকি পয়সায় চালাইতে পার ত, আধ পয়সা খরচের দিকে যাবে না। সকাল বেলা থেকে সন্ধ্যার আগে পর্য্যন্ত জলে প্রদীপ ভিজাইয়া রাখিলে,

প্রদীপের মুখ রোজ চাঁচিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলে, আর ফর্শা নেকড়ার শক্ত সরু শলিতা করিলে প্রদীপে খুব কম তেল পোড়ে। কম খরচে সংসার চালাইতে হইলে, এ হিসাবটী পর্য্যন্ত থাকা চাই। এ রকম ব্যবস্থা করিয়া প্রদীপ জ্বালাইলে আধ পোআর জায়গায় এক ছটাক তেল লাগে। তবেই দেখ, সব কাজে এই রকম হিসাব করিয়া চলিলে, কত কম খরচে সংসার চালান যায়! খুব কম খরচে সংসার চালাইয়া যত দূর পার স্বামীর সাহায্য করিবে। শাক, সব্‌জি, তরি তরকারি কিনিয়া খাইতে হইলে, দু টাকায় সংসার চালান যায় না। এই জন্যে, শাক, বেগুন, মূলো, কচু, ছিম, লাউ, কুমড়ো, ঝিঙে, মেটে আলু, কলা, পেঁপে—বাড়ীতে এ সবই করিবে। দু ঝাড় ঠটে-কলা, দু ঝাড় কাঁচ্-কলা, আর দু ঝাড় দয়া-কলা যদি বাড়ীতে থাকে, তবে থোড়, মোচা, কলা—এ সব

তরকারির অভাব কখনও হয় না। মাসে
পাঁচ টাকা খরচ করিলে তরি তরকারির যে
সুবিধা না হয়, বাড়ীতে এই সব গাছ পালা
থাকিলে তার চেয়ে বেশী সুবিধা হয়।
বাড়ীতে ঝাল হলুদও করা যায়। বাড়ীতে
আম কাঁটালের গাছ করিলে বছর বছর
পয়সাও খরচ করিতে হয় না, পরেরও
দুওরে যাইতে হয় না। বাড়ীতে ব্যামো
পীড়া হইলে একটা পেয়ারার জন্যে, একটা
ডালিমের জন্যে, কি একটা লেবুর জন্যে পরের
দুওরে না যাইতে হইলেই ভাল হয়। এই
জন্যে, বাড়ীতে ফল ফুলরির এ সব গাছও
করিবে। ফল ফুলরির আরও ঢের গাছ
আছে। নারিকেলের মত ফল আমাদের
দেশে আর নাই। এই জন্যে, বাড়ীতে নারি-
কেল গাছ করা ভারি দরকার। বাড়ীতে
দুটো চারিটে নারিকেল গাছ থাকিলে, একটা
নারিকেলের জন্যে বা এক গাছ ঝাঁটার জন্যে

পরের দুওরে যাইতে হয় না। আমাদের দেশে পাড়াগাঁয়ে লোকে সচরাচর যে সব ফল ফুলরি খাইযা থাকেন, মনে করিলে বাড়ীতে সে সব ফল ফুলরির গাছ সহজেই করিতে পারা যায়। আম কাঁটালের গাছ খালি ফলের জন্যে নয। গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের তাতও ওতে বেশ নিবারণ হয়, ওতে বাড়ী বেশ ঠাণ্ডা থাকে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে গাছ পালায বাড়ী ঠাণ্ডা রাখা বড় দরকার। এ ছাড়া, গাছ পালায় গৃহস্থকে অনেক ব্যামো পীড়ারও হাত থেকে রক্ষা করে।

ধার করিয়া কখনও কোনও জিনিশ কিনিবে না। ধার করিযা জিনিশ কেনার বিস্তর দোষ। ধার করিয়া জিনিশ কিনিলে ধার শোধ দিবার সময সে জিনিশটে ত যায়ই, বাড়্তির ভাগ তার সঙ্গে ঘরের আরও দু একটা জিনিশ যায়। যে দামে জিনিশ কেনা যায, দায়গ্রস্ত হইয়া বেচিতে গেলে সে জিনিশে

সে দাম পাওয়া যায় না। কাজেই, ঘরের আর দু একটা জিনিশ বেচিয়া তবে বাকী শোধ দিতে হয়। তবেই দেখ, ধার করিয়া জিনিশ কেনার কত দোষ। সাধ করিয়া যে জিনিশ কিনিলে, সে জিনিশ ত গেলই, তার সঙ্গে ঘরেরও আর দু একটা জিনিশ গেল! ধার করিয়া জিনিশ কেনার কত সুখ, ধার করিয়া জিনিশ কেনায় কত লাভ, যাঁরা ধার করিয়া জিনিশ কিনিয়া থাকেন, তাঁরা তা ভাল রকমই জানিয়াছেন। যে জিনিশের দরকার নাই, শস্তা বলিয়া সে জিনিশ কখনও কিনিবে না। শস্তা বলিয়া অদরকারি জিনিশ কিনিলে, শেষে দরকারি জিনিশ কিনিবার সময় তোমার পয়সায় কুলাইবে না। এ কথাটা, মা, কখনও ভুলিও না। এই রকম হিসাব করিয়া—এই রকম ব্যবস্থা করিয়া সংসার চালাইলে ঢের পয়সা বাঁচাইতে পারিবে। এর উপর, শেলাইয়ের কাজ, বোনা, শিল্পকর্ম্ম যদি ভাল

করিয়া শিখ, তবে ঘরে বসিয়া তুমিও উপায় করিতে পার। শেলাইয়ের কাজ জানার বিস্তর গুণ। শেলাইয়ের কাজ জানা থাকিলে বালিশের খোল, বালিশের ওআড়, লেপের ওআড়, ছেলে পিলের জামা, পিরাণ, পা-জামা —এ সব তয়ের করিবার জন্যে দরজিকে পয়সা দিতে হয় না। খালি এতেই লাভ কত? যে পয়সাটী বাঁচাইতে পারিবে, সেই পয়সা-টীই লাভ মনে করিবে। ছুঁচের কাজ, মা, যদি তোমার ভাল রকম জানা থাকে, তবে নকল ঢাকাই শাড়ী, শান্তিপুরে গুল-বসান শাড়ী, ভাল ভাল কাঁথা, সুচুনি, তয়ের করিয়া ও আর আর অনেক রকম কারিকুবি করিয়া বাড়ী বসিয়া ঢের পয়সা উপায় করিতে পার। কাপড়-ছাপা-ওআলাদের কাছে খুব পাতলা ধোআ মলমলের উপর নমুনা ছাপাইয়া আনিয়া, সেই নমুনার উপর ছুঁচের কাজ করিয়া নকল ঢাকাই শাড়ি তয়ের করিবে।

আর শান্তিপুরে বাঁধা-পেড়ে পুরাণ ধুতি কিনিযা ধোপ দিয়া, তার উপর নমুনা ছাপাইযা আনিয়া, সেই নমুনার উপর ছুঁচের কাজ করিয়া গুল্‌-বসান শাড়ী তয়ের করিবে। সংসারের কাজ কর্ম্ম সারা হইলে, মিছে খেলা ধুলো গল্প না করিযা, ঘুমিযে দিন না কাটাইয়া, এই রকম ছুঁচের-কাজ কবিলে আর শিল্প-কর্ম্ম করিলে সংসারের উন্নতি তুমি খুবই করিতে পাব।

পয়সা টাকা যা বাঁচাইবে, তা বাক্‌সোয় তুলিয়া রাখিলে চলিবে না। টাকা বসাইয়া রাখিলে লাভ নাই। টাকা বাড়ান চাই। টাকা কিসে বাড়ে? সুধেই টাকা বাড়ে। এক শ টাকা যদি বাক্‌স পেট্‌রায় রাখ, কি পুতিয়া রাখ, বিশ বছর পরেও তুমি সেই এক শ টাকাই পাবে—তার বেশী সিকি পয়সাও পাবে না। কিন্তু সেই এক শ টাকা যদি ডাকঘরে জমা দেও, তবে বিশ বছর পরে

তুমি এক শ পঁচাত্তর টাকা পাবে। তবেই দেখ, যে টাকা জমা দিইছিলে, তার অর্দ্ধেক টাকা আর সিকি টাকা বেশী পাইলে, কি না। পয়সা টাকা যখন যা বাঁচাইবে, ডাকঘরে জমা দিবে। চারি আনা থেকে পাঁচ শ টাকা পর্য্যন্ত ডাকঘরে জমা দিতে পার। ডাকঘরে চারি আনার কম জমা লয় না। আবার পাঁচ শ টাকার বেশী জমা লয় না। এক শ টাকা জমা দিলে, মাসে পাঁচ আনা সুধ দেয়। এক শ টাকার সুধ এক বছরে তিন টাকা বার আনা পাওয়া যায। ডাকঘবে তুমি যদি টাকা জমা দিতে পাঠাও, তবে ডাকঘরের বাবু (পোষ্ট-মাষ্টার) ছোট একখানি খাতায় তোমার নাম লিখিয়া সেই টাকা জমা করিয়া লন, আর নিজের নাম সেই খাতায় সৈ করিয়া, সেই খাতা খানি তোমার লোককে দেন। ফিরে টাকা জমা দিবাব সময, টাকা আর সেই খাতা খানি ডাকঘরে পাঠাইয়া দিতে হয়। আসল

টাকা বা স্থদের টাকা আনিবার দরকার হইলেও, সেই খাতা খানি দিয়া ডাকঘরে লোক পাঠাইতে হয়। এই জন্যে, খাতা খানি খুব সাবধানে রাখা চাই।

লোককে টাকা ধার দেওয়ার চেয়ে ডাকঘরে টাকা জমা দেওয়ার ঢের গুণ। লোককে টাকা ধার দিলে ঢের বেশী স্থদ পাওয়া যায় বটে। কিন্তু সে টাকার বিঘ্ন কত? অনেক জায়গায় স্থদও পাওয়া যায় না, আসল টাকাও পাওয়া যায় না। স্থদের লোভে আসল টাকা খোআইতে প্রায়ই দেখা যায়। বেশীর ভাগ জায়গায়, নালিশ ফরিদ না করিলে টাকা আদায় হয় না। কাজেই, টাকা ধার দিয়া শেষে লোককে কেবল শত্রু করা হয়। টাকা ধার দিলে বন্ধুত্বও থাকে না। সাহেবরা বলিয়া থাকেন, যদি কোন বন্ধুকে তাড়াইতে চাও, তবে তাঁকে টাকা ধার দেও। ধার শোধ না দিতে পারিলে তিনি আর ঘেঁষিবেন না।

তবেই দেখ, টাকা ধার দেওযার কত দোষ। এ ছাড়া, লোককে টাকা ধার দিলে দরকারের সময় সুধও পাওয়া যায় না—আসল টাকাও পাওযা যায় না। কিন্তু ডাকঘরে টাকা জমা দিলে, বছর বছর বৈশাখ মাসে সুধ পাবে, আর যখন চাবে তখনই আসল টাকা পাবে। এমন সুবিধা কি আর আছে? লোককে টাকা ধার দেওযা, আর ডাকঘরে টাকা জমা দেওয়া, এ দুযে কত তফাত, তা কি, মা, আর বেশী করিয়া বলিতে হবে? যেখানে টাকার কোনও বিঘ্ন নাই—যখন চাবে তখনই পাবে, সেখানে সিকি পয়সারও কম সুধে টাকা দেওযা যায। যেখানে টাকার বিঘ্ন আছে—দরকারের সময় যেখানে টাকা পাওযা যায় না, চারি পয়সা কি আট পয়সা সুধেও সেখানে টাকা দেওযা যায় না। ডাকঘরে টাকা জমা দিলে, চোর ডাকাতের পর্য্যন্ত ভয় থাকে না।

আট টাকা থেকে মাসে দুটী টাকা বাঁচাও;

আর ছুঁচের কাজ করিয়া, কার্পেট মোজা টুপি বুনিয়া, অনেক রকম শিল্প কর্ম্ম করিয়া মাসে চারিটী টাকা উপায় কর। এই ছটী টাকা ডাকঘরে জমা দেও। এক বছরে তোমার বাহাত্তর টাকা জমিল। এ ছাড়া, সুধও কিছু পাইলে। বাহাত্তর টাকা কম নয়! স্বামীর ন মাসের রোজগারের টাকা। তুমি এই রকম করিয়া মাসে মাসে কিছু কিছু সঞ্চয় কর, স্বামী তা জানেন না। স্বামী কাজ কর্ম্ম করিয়া রোজ সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসেন। এক দিন কাজে গিয়া তাঁর জ্বর হইল। জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি সে দিন বেলা থাকিতেই বাড়ী আসিলেন। স্বামীর এই অবস্থা দেখিয়া তুমি তাড়াতাড়ি ডাকঘর থেকে দশটা টাকা আনিতে পাঠাইলে। চাকরাণী সেই খাতা-খানি লইয়া ডাকঘরে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে টাকা লইয়া উপস্থিত হইল। কাছে এক জন ভাল নেটিব্ ডাক্তর ছিলেন। এক

টাকা বিজিট্ আর পাল্কিভাড়া দিয়া তাঁকে লইয়া আসিলে। ডাক্তর মহাশয় আসিয়া দু রকম অসুদ ব্যবস্থা করিলেন। আরক অসুদ আর বড়ি অসুদ। জ্বরের সময় আরক অসুদ খাওয়াবে, আর বড়ি অসুদ জ্বর ছাড়িয়া গেলে দিবে। জ্বর ভাল হওয়ার পর, আট দিন পর্য্যন্ত এই বড়ি অসুদ খাওয়াবে। দু দিন জ্বর না আসিলে, তিন দিনের দিন ভাত দিবে। চারি দিন এক বেলা আহার দিবে। বেশী শ্রম করিয়া এঁর জ্বর হইয়াছে। জ্বর বেশ সারিয়া গেলেও দশ পোনর দিন এঁকে শ্রম করিতে দিবে না।—এই সব বলিয়া ডাক্তর মহাশয় চলিয়া গেলেন। তুমি দেড় টাকা দিয়া ডাক্তর মহাশয়ের ডিস্পেন্সরি থেকে দু রকম অসুদ আনাইলে। বাজার থেকে সাগু, য়্যারারুট, বেদানা, মিছরি আনাইলে। গোআলা বাড়ী থেকে গাই দোআইয়া আনিলে। জ্বরের সময় যে অসুদ খাওয়াইবার

কথা, দু ঘণ্টা অন্তর সেই অষুদ খাওয়াইতে লাগিলে। আর মাঝে মাঝে দুধ-সাগু, বেদানা দিতে লাগিলে। রাত্রি দু পরের সময় জ্বর ছাড়িল। ডাক্তর মহাশয় বলিয়া গিয়াছেন, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই, বড়ি অষুদ দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। তুমিও ঠিক্ সেই নিয়মে বড়ি খাওয়াইতে লাগিলে। তোমার এই রকম সেবা শুশ্রূষায় স্বামীর জ্বর সদ্য ভাল হইল। জ্বর ভাল হওয়ার পর, বড়ি অষুদ আট দিন খাওয়াইবার কথা। এই জন্যে, তুমি ফের এক টাকা দিয়া চব্বিশটে বড়ি আনাইলে। রোজ তিনটে করিয়া বড়ি খাইলে, চব্বিশটে বড়িতে আট দিন হয়। দু দিন দু রাতি জ্বর হইল না দেখিয়া, তিন দিনের দিন বেলা এক পরের মধ্যে মাগুর মাছের ঝোল দিয়া পুরাণ মিহি চাইলের ভাত দিলে। দু দিন ভাত খাইয়া স্বামী কাজ করিতে যাইবার জন্যে ব্যস্ত হইলে, তুমি বলিলে, ডাক্তর মহাশয়

বলিয়া গিয়াছেন, আপনাকে দশ পোনর দিন শ্রম করিতে দেওয়া হবে না। আমি মাসে আট-টী টাকা উপায় করি। ছ সাতটী পুষ্যি। এদের খালি ভাত কাপড় দিতেই সব ফুরাইয়া যায; হাতে একটী পয়সাও থাকে না। এই জন্যে, এক দিনও বসিয়া থাকিলে চলে না। এই অভাবের উপর তুমি আমার চিকিৎসায় পাঁচ ছ টাকা খরচ করিলে! আরও আমাকে দশ পোনর দিন বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে বলিতেছ! তোমার কাণ্ড কারখানা দেখিয়া, আর তোমার কথা শুনিয়া আমি একবারে অবাক্ হইছি। তুমি কোথা থেকে কি করিলে, কি রকম ব্যবস্থা করিয়া সংসার চালাইতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। স্বামীর এই কথা শুনিয়া তুমি তাঁকে সব খুলিয়া বলিলে। সঞ্চয়ের পরিচয় বিশেষ করিয়া দিলে। ডাকঘরে বাষট্টি টাকা জমা আছে, আর হাতে চারি পাঁচ টাকা আছে—এ কথাও

তাঁকে বলিলে। তোমার কাছে এই সব পরিচয় পাইয়া স্বামীর আহ্লাদের সীমা থাকিল না। তাঁর বল বুদ্ধি ভরসা, দশ গুণ বাড়িল। বেশী শ্রম করিয়া, বেশী চেষ্টা করিয়া, বেশী যত্ন করিয়া, বেশী বুদ্ধি, কৌশল খাটাইয়া তিনি মাসে যোল সতর টাকা উপায় করিতে লাগিলেন। তোমার বুদ্ধির, তোমার বিবেচনার, তোমার ব্যবস্থার পরিচয় পাইয়া তিনি একটী পয়সাও খরচ করেন না। যা উপায় করেন, তাই তোমার হাতে আনিয়া দেন। এ দিকে আয়ও বেশী হইতে লাগিল, সঞ্চয়ও তুমি বেশী করিতে লাগিলে। বছর বছর ডাকঘরে তোমার এক শ টাকা করিয়া জমিতে লাগিল। পাঁচ বছরে পাঁচ শ টাকা জমিল। ডাকঘরে পাঁচ শ টাকার বেশী জমা রাখে না। এই জন্যে, তুমি স্বামীর নামে ডাকঘরে টাকা জমা দিতে আরম্ভ করিলে। পাঁচ বছরে স্বামীরও পাঁচ শ টাকা জমিল।

তার পর, তোমার ছেলের নামে টাকা জমা দিতে লাগিলে। হাজার টাকার সুদ বছরে সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা। এই সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা, ফি বছর বৈশাখ মাসে ডাকঘর থেকে আনিতে লাগিলে। সুধের টাকায় ক্রমে জুত বরাত করিয়া সোণা রূপর মোটামুটি গহনা এক প্রস্ত তয়ের করিয়া লইলে; ভদ্র লোকের ব্যবহারের মত কাপড় চোপড়ও করিলে; বাড়ী ঘর দুওরও ক্রমে সৌষ্ঠব করিযা লইলে। যদি বল, ডাকঘরে দু এক শ টাকা জমিতেই ত এ সব করিলে ভাল হয়। আমি বলি সেটা যুক্তি নয়। কেন না, আসল টাকা ভাঙিয়া যদি ও সব কাজে হাত দেও, তবে তোমার টাকাও যাবে, কাজও হবে না। কিন্তু বেশী টাকা জমাইয়া তার সুধ থেকে যদি ক্রমে সব করিয়া কর্ম্মিয়া লও, তবে তোমার কাজও হবে, আসল টাকাও বজায় থাকিবে। এর বাড়া সুখ আর কি আছে? টাকা যত জমিবে

সুখও তত বাড়িবে। শেষে তুমি সুখেরই টাকা খরচ করিয়া উঠিতে পারিবে না। তাতেই বলে "মুড়ি খেয়ে কড়ি ক'র্‌লে, ঘি খেয়ে ফুরোয় না। ঘি খেয়ে কড়ি ক'র্‌লে, মুড়ি খেতে কুলোয় না।" যাঁরা সর্ব্বদাই সংসারের প্রতুল চান, যাঁরা সুখে সচ্ছন্দে সংসার আশ্রম করিতে চান, যাঁরা মান সম্ভ্রম বজায় রাখিতে চান, তাঁরা যেন কখনও এ ক-টী কথা না ভুলেন। এ ক-টী কথা বড়ই সত্যি কথা। এ ক-টী কথা বড়ই কাজের কথা। অর্থ সঞ্চয় সম্বন্ধে এমন কাজের কথা আর আছে কি না, বলিতে পারি না। এ ক-টী কথা সংসারের সার কথা। অর্থ নৈলে সংসারের সুখ শান্তি হইবার যো নাই বলিযাই, এ ক-টী কথাকে সংসারের সার কথা বলিতেছি। সে কালে মুড়ি খেয়ে কড়ি করা লোকেরই ভাগ বেশী ছিল। এই জন্যে, সে কালের লোকের অভাব অপ্রতুল খুবই কম ছিল;

সংসারের সুখ শান্তিও বেশ ছিল; মান সম্ভ্রম লইয়া সে কালের লোককে কথায় কথায় টানাটানিও করিতে হইত না; বাইরে কোঁচার পত্তন, ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, সে কালের লোককে এ গালিও খাইতে হইত না। এ কালে ঘি খেয়ে রুড়ি করা লোকেরই ভাগ বেশী। এই জন্যে, এ কালের লোকের অভাব অপ্রতুল এত বেশী; সংসারের সুখ শান্তি এত কম, মান সম্ভ্রম লইয়া এ কালের লোককে এই জন্যে কথায় কথায় এত টানাটানি করিতে হয়; বাইরে কোঁচার পত্তন, ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, এ কালের লোককে এই জন্যে এ গালিও কথায় কথায় খাইতে হয়।

ধর ত, মা, সঞ্চয়ই এ সংসারের আসল কাজ। কেন না, সঞ্চয় না করিলে অর্থ হয় না, অর্থ হইতেই পারে না। আবার অর্থ নৈলে এ সংসারের কোনও কাজই হয় না— কোনও কাজই হইবার যো নাই। পরের

উপকার করা প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু সঞ্চয় না করিলে, অর্থ না থাকিলে, সে ধর্ম্ম রক্ষা করিবার যো কি? সঞ্চয় না করিলে ঘরেরই অভাব ঘুচাইতে পারা যায় না। পরের অভাব, মা, কেমন করিয়া ঘুচাইবে? পরের উপকারই বা কেমন করিয়া করিবে? এখ আগেই বলিছি, আপন পর বজায় রাখাকেই ধর্ম্ম বলে। আবার অর্থ নৈলে আপন পর কারুই বজায় রাখিতে পারা যায় না। তাতেই বলি, মা, ধর্ম্ম কর্ম্মের গোড়াই অর্থ। সঞ্চয় না করিলে সে অর্থ হয় না, হইতে পারে না, হইবার যো নাই। যিনি মাসে হাজার টাকা উপায় করেন আর হাজার টাকাই খরচ করেন, তাঁকে যদি ধনী বল—টাকা-কড়ি-ওআলা মানুষ বল; তবে দিন আনে, দিন খায়, এমন মজুরকেও তুমি ধনী বলিতে পার, টাকা-কড়ি-ওআলা মানুষ বলিতে পার। অমুক ঢের টাকা উপায় করেন, অমুক খুব খরচ পত্র করেন,

বলিয়া যেন এ ভাবিও না যে, তাঁদের ঢের টাকা কড়ি আছে। অমুক ঢের টাকা উপায করেন, কিন্তু তিনি কত সঞ্চয় করেন, অমুক খুব খরচ পত্র করেন, কিন্তু তিনি কত সঞ্চয় করেন; এ খোঁজ খবর না পাইলে, তাঁদের ধনী বলিয়া —টাকা-কড়ি-ওআলা লোক বলিয়া কখনও ঠিক্ করিবে না। তাতেই বলি, মা, লোকেব রোজগার দেখিয়া বা খরচ পত্র দেখিয়া, তাঁদের ঢের টাকা কড়ি আছে এমন কখনও মনে করিও না। উপায যা-ই করুন্, উপায যতই কম করুন্, যিনি সঞ্চয কবেন, তাঁকেই ধনী বলি, তাঁকেই মানী বলি। উপায় যতই বেশী করুন্, যিনি সঞ্চয় না করেন, তাঁকে ধনীও বলি না, মানীও বলি না। ধনেই মান। ধন না থাকিলে মান হয়ও না, মান থাকেও না। সঞ্চয় করিলে অবুঝ লোকে কৃপণ বলিয়া গালি দেয়। খুব খরচ পত্র করিলে অবুঝ লোকে খরুচে বলিয়া—দাতা বলিয়া সুখ্যাতি

করে। সঞ্চয়ের কি গুণ, আর না বুঝিয়া খরচ পত্র করার কি দোষ, বুঝে না বলিয়াই লোকে এ রকম অসঙ্গত কথা বলিয়া থাকে।

যিনি সঞ্চয় করেন, তিনি কখনও অবসন্ন হন না; কখনও খাটো হন না। যিনি সঞ্চয় না করেন, তিনি কথায় কথায় অবসন্ন হন, কথায় কথায় খাটো হন; উপায় কমিলে, ব্যামো পীড়া হইলে, আপদ্ বিপদ্ ঘটিলে তাঁর সর্ব্বনাশ; পরের দুওর ভিন্ন তখন তাঁর আর উপায় থাকে না। এ কথা এর আগেও বলিছি। যত দেখিবে, যত শুনিবে, যত ঠেকিবে, সঞ্চয়ের গুণ, মা, ততই জানিতে পারিবে।

তার পর বলি।

শিষ্টাচার—ভদ্রতা।

এর আগেই বলাছ, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখার মত কঠিন ব্রত স্ত্রীলোকের

আর নাই। কখনও কোনও বিষয়ে যদি কোনও রকম নিন্দার কাজ না করেন, তবেই স্ত্রী স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন। শিষ্টাচারের ত্রুটিতে—ভদ্রতার ত্রুটিতে যে নিন্দা হয়, সে নিন্দার দিকে অনেকেরই নজর নাই। এই জন্যে, অনেকে অনেক রকম সুখ্যাতির কাজ করিয়া, শিষ্টাচারের বেলায় ভদ্রতার বেলায়, সে সুখ্যাতি বজায় রাখিতে পারেন না। সুখ্যাতি কেনা সোজা। সুখ্যাতি বজায় রাখা শক্ত। যাঁর কখনও শিষ্টাচারের ত্রুটি হয় না—যাঁর কখনও ভদ্রতার ত্রুটি হয় না—তাঁরই সুখ্যাতি বজায় থাকে, ছেলে বুড়ো জোয়ানে তাঁর সুখ্যাতি করে। ছোট খাটো কাজেই শিষ্টাচারের ত্রুটি বেশী হয়, শিষ্টাচারের ত্রুটি বেশী ঘটে। বড় ত্রুটিই চকে লাগে—ছোট খাটো ত্রুটি চকে ধরে না। এতেই বিস্তর দোষ ঘটিয়া যায়। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলে বেশ

বুঝিতে পারিবে। (১) অমুকের বৌ লোক জনকে খাওআতে দাওআতে খুব ভাল। কিন্তু পাড়া প্রতিবাসীর বৌ ঝি তাঁর বাড়ীতে গেলে, তিনি তাদের তেমন আদর অবেক্ষাও করেন না—তাদের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বার্ত্তাও কন না। পাড়া প্রতিবাসীর বৌ ঝি বাড়ীতে আসিলে, তাদের আদর অবেক্ষা না কবাকে, তাদেব সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বার্ত্তা না কওআকে শিষ্টাচাবের ত্রুটি বলে, ভদ্রতাব ত্রুটি বলে। শিষ্টাচার আর ভদ্রতা এক কথা। যাঁর শিষ্টাচারের ত্রুটি পাওয়া যায়, তাঁব শিক্ষারই বা পরিচয় কোথায়—তাঁর জ্ঞানেরই বা পরিচয় কোথায়? (২) অমুকের বৌ আর সবেতেই ভাল। কিন্তু কোনও জিনিশ চাহিয়া লইয়া গেলে, সে জিনিশ তাঁর কাছে ফিরে পাওয়া ভাব। দশ বার তাঁর বাড়ীতে না গেলে, সে জিনিশ পাওযা যায় না। দব-কারের সময কোনও জিনিশ চাহিয়া আনিয়া,

দরকার সারা হইলে সে জিনিশ ফিরিয়ে দিযে না আসাকে শিষ্টাচারের ক্রটি বলে। দরকারের সময় পরের জিনিশ চাহিযা আনিলে। দরকার সারা হইল—পরের জিনিশ ফেলিযা রাখিলে। যাব জিনিশ, সে পাঁচ বাব তোমার বাড়ীতে আসিযাও সে জিনিশ পায না! শিষ্টাচারের ক্রটি তোমার এব বাড়া আব কিছুই হইতে পাবে না। (৩) অমুকেব বৌ কথা বার্ত্তায় বেশ, স্বভাব চবিত্রও ভাল। কিন্তু টাকা কড়ি ধাব ধোর লইলে দিতে চান না। আসল টাকা ত তাঁর কাছে পাওয়াই ভার—সুধেবও টাকা আদায় করিতে পায়ের সূতো ছিঁড়ে যায। ধার করিয়া কবাব মত আসল টাকা না দেওয়া—নিযম মত সুধ না দেওয়া—এ সব শিষ্টাচাবের ক্রটি বৈ আর কিছুই নয়। এখানে, মা, শিষ্টাচাবের ক্রটির কেবল তিনটী দৃষ্টান্ত দিলাম। শিষ্টাচাবেব ক্রটির আরও ঢেব দৃষ্টান্ত আছে। শিষ্টা-

চারের ত্রুটি, মা, কথায় কথায় হয়। বেশী কথা আর কি? রাগ করিয়া চাকর চাকরাণীকে জায় বেজায় বলাও শিষ্টাচারের ত্রুটি। কোনও কথায় বা কাজে চেচাঁনও শিষ্টাচারের ত্রুটি। কেবল রাগে আর অহঙ্কারে শিষ্টাচারের ত্রুটি হয়। শিষ্টাবের ত্রুটির গোড়াই রাগ আর অহঙ্কার। যাঁর রাগ নাই, অহঙ্কার নাই, তাঁর শিষ্টাচারের ত্রুটি কেউ কখনও পায় না—তাঁর শিষ্টাচারের ত্রুটি কখনও হয়ই না। ধর ত, মা, রাগ আর অহঙ্কার একই জিনিশ। এ কথা এর আগেই বলিছি।

শিষ্টাচারের অভাবে, মা, সব গুণ ঢাকিয়া দেয়। কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশের মেয়েদের সেই শিষ্টাচারের পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না। কেমন করিয়া পাওয়া যাবে? শিষ্টাচার যে শিক্ষার ফল। আমাদের দেশের মেয়েদের সে শিক্ষা কোথায় কে

দেয় ? তাতেই, মা, শিষ্টাচারের কথা এখানে তোমাকে একটু বিশেষ করিয়া বলি।

দরকারের সময়, মা, যদি কখনও কারও কোনও জিনিশ চাহিয়া লইয়া আইস, তবে দরকার সারা হইলে, একটুও দেরি না করিয়া সে জিনিশ ফিরাইয়া দিয়া আসিবে। জিনিশটী খালি ফিরাইয়া দিয়া আসিলে চলিবে না। যাঁর জিনিশ, দরকারের সময় তোমাকে তিনি সে জিনিশ দিইছিলেন বলিয়া, তাঁকে বার বার ধন্যবাদ দিবে—এ উপকার আমি কখনও ভুলিব না বলিয়া, মিষ্টি কথায় তাঁর কাছে বিদায় লইয়া আসিবে। এ সম্বন্ধে বৌ ঝিদের শিষ্টাচারের এতই ত্রুটি দেখা যায় যে, তা শুনিলে, মা, আশ্চর্য্য হবে। দরকারের সময় জিনিশ চাহিয়া আনিলেন। দরকার সারা হইলে জিনিশটী ফেলিয়া রাখিলেন। তার পর, সে জিনিশ কে কোথায় লইয়া গেল, বা কে কোথায় রাখিল, তারও খোঁজ খবর লই-

লেন না। দশ পোনর দিন পরে, যাঁর জিনিশ তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, দরকার সারা হইলে জিনিশটী ফিরাইয়া দিয়া আসিবে—তার জন্যে আমাকে কষ্ট করিয়া আসিতে হবে না। যাই হোক্, ভাই, এখন জিনিশটী দেও, লইয়া যাই। ভাল লোকের জিনিশ আনা হইয়াছে বটে! বলিয়া বিরক্ত মুখে বৌ উঠিয়া গেলেন। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কোনও খানে সে জিনিশটী পাইলেন না। একে জিজ্ঞাসা করেন, ওকে জিজ্ঞাসা করেন, কেউই তার খোঁজ খবর বলিতে পারে না। ভাল পাপ! ভাল ভোগে পড়িছি। বলিয়া মেয়েকে কাছে ডাকিলেন। জিনিশটে কে কোথায় রাখিযাছে, এখন খুজিয়া পাওয়া গেল না; খুজিয়া পাইলে এর পর পাঠাইয়া দিব। এই কথা তুই ঐ মাগীকে গিয়া বল্। মেয়ে গিয়া ঐ কথা বলিলে, তা আমার যেমন কর্ম্ম, তেমনি

ফল হইয়াছে, বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। মা, এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই কি শিষ্টাচার! একেই কি শিষ্টাচার বলে। দরকার সারা হইলে জিনিশ ফিরাইয়া দিয়া আসা হয় নাই। এতেই ত শিষ্টাচারের যথেষ্ট ক্রটি হইছিল। তার পর, যাঁর জিনিশ তিনি বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মিষ্টি কথায় নিজের দোষ, নিজের ক্রটি স্বীকার করিয়া তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়া, তাঁর উপর বিরক্ত হওয়া, বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাওয়া, জিনিশটে এখন খুজিয়া পাওয়া গেল মেয়েদ্বিয়া পাইলে পাঠাইয়া দিব, মেয়েকে শিক্ষা এ ভব্যবা বলিয়া পাঠানো কত দূর অভ-দ্রতা, তা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু, মা, দুঃখের কথা বলিব কি? এই রকম অভ-দ্রতা আমাদের দেশের মেয়েদের অলঙ্কার। আমাদের দেশের মেয়েদের ঝগড়া, কোঁদল, গালি দিবার ছটা, গালি দিবার কেতা, গালি

দিবার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত, যাঁরা চক্ষে দেখিয়াছেন, কানে শুনিয়াছেন, তাঁরা আমাদের মেয়েদের শিষ্টাচারের, ভদ্রতার পরিচয় বিলক্ষণই পাইয়াছেন। নীতি-শিক্ষার অভাবে মেয়েদের অভদ্রতা কত দূর হইতে পারে, সে পরিচয়ও তাঁদের ভাল রকমই পাওয়া হইয়াছে।

দরকারের সময় কারও কোনও জিনিশ চাহিয়া আনিয়া যদি সে জিনিশটী তোমার বাড়ীতে কোনও রকমে লোকশান হইয়া যায়, তবে তুমি কি করিবে? যাঁর জিনিশ, দেরি না করিয়া তাঁর কাছে গিয়া সব কথা খুলিয়া বলিবে। অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁর কাছে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তোমার মিষ্টি কথায় আর নম্রতায় তিনি কখনও বিরক্ত হইতে পারিবেন না। যে জিনিশটী লোকশান করিয়া ফেলিয়াছি, ঠিক্ সেই রকম নূতন একটী জিনিশ শীঘ্রই আনিয়া দিব বলিয়া তাঁর কাছে বিদায় লইবে। এই রকম ব্যবহারকে

শিষ্টাচার বলে—ভদ্রতা বলে। লোকশান হইযাছে বলিয়া কি করিব? আমরা ত সাধ কবিয়া লোকশান করি নাই। পুরাণ জিনিশ ভাঙিয়া এখন নূতন জিনিশ কিনিয়া দিতে হবে, না কি? এত সুখে আর কাজ নাই! তুই সেই ভাঙা জিনিশই গিয়া ফিরাইয়া দিয়া আয়। এই রকম কথা বার্ত্তাকে আর এই রকম ব্যবহারকে অশিষ্টাচার বলে—অভদ্রতা বলে। আমাদের এ হতভাগ্য দেশের মেয়েদের অশিষ্টাচারই সম্বল। অশিষ্টাচারই তাঁদের পুঁজি। অশিষ্টাচার—অভদ্রতা বৈ আমাদের দেশের মেয়েদের আর পুঁজি পাটা নাই। বো পাইলে, সংসার আশ্রমের সকল কাজেই তাঁরা সেই পুঁজি পাটার পরিচয় দেন। ঝগড়া বিবাদ কোঁদলে মেয়েদের সেই সম্বলের—সেই পুঁজি পাটার যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই না। মেয়েদের সেই পুঁজি পাটা—সেই সম্বল তাঁদের কুশিক্ষার ফল। শিশু বেলা

থেকে দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা হইলে, শিষ্টাচার —ভদ্রতা সেই মেয়েদেরই সম্বল হইত।

ধার করিয়া করার মত আসল টাকা না দেওয়া, নিয়ম মত সুদ না দেওয়া, বড়ই অশিষ্টাচার—বড়ই অভদ্রতা। যে দিন আসল টাকা বা সুধের টাকা দিবার কথা, সে দিন টাকা দিবার সুবিধা যদি তোমার না হয়, তবে যাঁর ধারো, আগের দিন তাঁর কাছে গিয়া বলিয়া আসিবে বা বলিয়া পাঠাইবে। নিতান্ত কাছে হয় ত নিজে গিয়া বলিয়া আসাই ভাল। এতে তোমার উপর তাঁর বিশ্বাস বজায় থাকিবে। এতে তোমাকে অপ্রতিভও হইতে হইবে না। এতে তোমার সঙ্গে তাঁর অকৌশলও হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। সোমবারে তোমার টাকা দিবার কথা। সোমবারের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করিলেন। মঙ্গলবারের দিন রোদ না উঠিতেই তিনি তোমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

তাঁকে দেখিযাই তোমার মুখ চুণ হইয়া গেল। আজ্ কি বলিয়া ফিরাইব, খালি এই ভাবিতে লাগিলে। তাঁর কাছে তুমি যার পর নাই অপ্রতিভ হইলে। মিছেমিছি কষ্ট করিযা আসিয়া, শুদু হাতে ফিরিয়া যাইতে হইল বলিযা, তিনিও বিরক্ত হইলেন। সোমবারে টাকা দিবার কথা আছে বটে। কিন্তু বিশেষ কোনও কারণে সোমবারে টাকা দিতে পারিব না। অনুগ্রহ করিযা আমার এ ত্রুটি মার্জ্জনা কর। আমার উপর বিরক্ত হইও না। কথা রাখিতে পারিলাম না বলিয়া, যার পর নাই দুঃখিত হইলাম।—রবিবারে তাঁর কাছে গিয়া এই সব কথা বলিযা আসিলে বা বলিযা পাঠাইলে, তোমার উপর তাঁর বিশ্বাসও বজায থাকিত; তোমাকেও অমন করিয়া অপ্রতিভ হইতে হইত না; তাঁকেও তোমার বাড়ীতে কষ্ট করিযা গিয়া, বিরক্ত হইয়া ফিরিযা আসিতে হইত না। তবেই দেখ, এক শিষ্টা-

চারে কত দিক্ রক্ষা করিতে পারিতে! তাতেই বলি, মা, শিষ্টাচারের বিস্তর গুণ। শিষ্টাচারেই মান সম্ভ্রম সুখ্যাতি থাকে। শিষ্টাচারেই মান সম্ভ্রম সুখ্যাতি বজায় রাখিতে পারা যায়।

পাড়া প্রতিবাসীর বৌ ঝি তোমার বাড়ীতে আসিলে, হাসি-মুখে মিষ্টি কথায় তাঁদের আদর অবেক্ষা করিবে। হাসি-মুখে মিষ্টি কথায় তাঁদের এসো ব'সো বলিলে, বাড়ীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁরা তোমার শিষ্টাচারে, ভদ্রতায় বড়ই সন্তুষ্ট হইবেন। তোমার সে শিষ্টাচার—সে ভদ্রতা তাঁরা কখনও ভুলিবেন না। তোমার সে শিষ্টা চারের কথা, সে ভদ্রতার কথা মনে করিয়া তোমার বাড়ীতে আসিতে তাঁদের সর্ব্বদাই ইচ্ছা হইবে। তাঁরা যতক্ষণ তোমার কাছে থাকিবেন, হাসি-মুখে তাঁদের সঙ্গে মিষ্টি কথা বার্ত্তা কহিবে। বাক্যের কৃপণ, মা, কখনও

হইও না। বাক্যের কৃপণেরাই শিষ্টাচারের মাথায় পা দিয়া বসিয়া থাকেন। তোমাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় আমি যে কি সুখে ছিলাম, তা বলিতে পারি না। অবকাশ পাইলে, মাঝে মাঝে এক আধ দিন বেড়াইতে বেড়াইতে এ দিকে আসিলে, যার পর নাই সন্তুষ্ট হইব।—বিদায় লইতে চাইলে, এই রকম মিষ্টি কথা বলিয়া তাঁদের বিদায় দিবে। ঘাটে মাঠে পথে তাঁদের মুখে তোমার সুখ্যাতি সকলেই শুনিতে পাইবে।

কারও বাড়ী নিমন্ত্রণ হইলে, নিমন্ত্রণে গিয়া যত দূর সম্ভব শিষ্টাচার, ভদ্রতা দেখাইবে। তোমার শিষ্টাচার দেখিয়া, তোমার ভদ্রতা দেখিয়া, বৌ ঝিরা যেন তোমার নীতি-শিক্ষাকে বাহাদুরি দেয়। তোমার শিষ্টাচার দেখিয়া, তোমার ভদ্রতা দেখিয়া, তাদের যেন শিক্ষা হয়। তোমার বেশ ভূষার কোনও রকম খুঁত বাহির করিয়া, তারা যেন ঠাট্টা বিদ্রূপ

ভিগ্‌নেশ না করিতে পারে। ঠাট্টা বিদ্রূপ ভিগ্‌নেশ করা, অশিক্ষিত মেয়েরা সুখ্যাতির কাজ মনে করেন, গৌরবের কাজ মনে করেন, চালাক চতুরের কাজ মনে করেন। পরণের কাপড় ধোপ ধাপ পরিষ্কার হওয়া চাই। কাপড়ে কোনও রকম দাগ দোগ থাকিবে না। কাপড়ের বহর খাটো না হয়, কাপড় হাতে ছোট না হয়। পরণের কাপড় পুরু হওয়া নিতান্ত দরকার। ফ্যান্‌-ফেনে পাতলা কাপড় পরার চেয়ে নিন্দার কাজ আর নাই। আব্রু রক্ষারই জন্যে কাপড় পরা। ফ্যান্‌-ফেনে পাতলা কাপড় পরিলে সে আব্রু রক্ষা হয় না। এ কথাটা, মা, যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে। মেয়েরা এ কথাটা না ভুলিলে ভাল হয়। পাতলা চিকণ কাপড়ের দাম বেশী বলিয়া, অশিক্ষিত মেয়েরা বড়-মানুষি দেখাইবার জন্যে, পাতলা চিকণ কাপড় পরিয়া আব্রুর মাথায় পা দেন। অবস্থা একটু ভাল

হইলেই মেয়েরা পাতলা কাপড় পরিতে আরম্ভ করেন। পাতলা কাপড় পরা যে অকাজ, তাঁরা তা একবারও ভাবেন না। আমাদের শাস্ত্রে বলে, ধন দৌলত টাকা কড়ি থেকে ধর্ম্ম হয়। ধন দৌলত টাকা কড়ি থেকে ধর্ম্ম হইবারই কথা বটে। কেন না, ধন দৌলত টাকা কড়ি নৈলে আপন পর কারুই বজায় রাখা যায় না। আপন পর বজায় রাখাকেই ধর্ম্ম বলে। এ কথা এর আগে অনেকবার বলিছি। কিন্তু আমাদের এ হতভাগ্য দেশে ধন দৌলত টাকা কড়ি হইলেই লোকে যত অকাজ করে! এ পরিচয়, মা, ঘরে ঘরে, বাড়ী বাড়ী, পাড়ায় পাড়ায়, গাঁয়ে গাঁয়ে পাওয়া যায়। ধন দৌলত টাকা কড়ি হইলে লোকে যখন অকাজ না করিবে, তখনই, মা, জানিবে লোকের যথার্থ ধর্ম্ম-জ্ঞান হইয়াছে। অকাজ আর অধর্ম্ম যে এক কথা, এর আগেই তা বলিছি। তার পর বলি।

নিমন্ত্রণে গিয়া পরণের কাপড় আর গায়ের গহনা লইয়া অসাব্যস্ত হওয়া শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ। নূতন চেলি, নূতন গরদ, কি মাড়-ওআলা হড়্মড়ে কাপড় পরিয়া নিমন্ত্রণে গেলে। দশ মেয়ের কাছে গিয়া বসিলে। বারে বারে তোমার গায়ের কাপড় সরিয়া পড়িতে লাগিল। তুমি তাই লইয়াই ব্যস্ত! বারে বারে গায়ে কাপড় তুলিয়া দিতে তুমিও বিরক্ত হইলে, তোমার কাপড়ের হড়্মড় শব্দে আর তুমি পরণের কাপড়ই লইয়া ব্যস্ত দেখিযা আর দশ মেয়েও বিরক্ত হইলেন। গায়ের গহনাও লইয়া অসাব্যস্ত হওয়া শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ। বাড়ীতে যে সব গহনা সর্ব্বদা পরা অভ্যাস, সেই সব গহনা পরিযা নিমন্ত্রণে গেলে, তা লইয়া কখনও অসাব্যস্ত হইতে হয় না। যদি বল, সব রকম গহনা যদি দশ মেয়েতেই না দেখিল, তবে সে সব গহনার দরকার কি? আমি বলি, মা, গহনা গাঁটি করা

দশ মেয়েকে দেখাইবার জন্যে নয়, অহঙ্কার প্রকাশ করিবার জন্যে নয়। বিপদ্ আপদে কাজে লাগিবে বলিয়াই গহনা গাঁটি করা। আপদ্ বিপদ্ থেকে উদ্ধাব হইবারই জন্যে গহনা গাঁটি কবা। মেয়েবা এ কথাটা না ভুলিলে ভাল হয়। এ কথাটা মেয়েদের সর্ব্বদা মনে থাকিলে ভাল হয়। বাড়ীতে গহনা গাঁটি পরা যাঁদের অভ্যাস নয়, গহনা গাঁটি তুলিয়া রাখা যাঁদের অভ্যাস; হড়্মড়ে কাপড়ের মত, গাযের গহনা লইয়া দশ মেয়েব কাছে অসাব্যস্ত না হইতে হয, এমন সব গহনা পরিযা তাঁরা যেন নিমন্ত্রণে যান। কে কত টাকার গহনা পরিয়া আসিয়াছেন, কার পরণে কত টাকার কাপড়, নিমন্ত্রণে গিযা দশ মেয়ের এ রকম কথা বার্ত্তা শিষ্টাচারেব বিরুদ্ধ। কেন না, নিমন্ত্রণে যাঁরা গিযাছেন, তাঁদের সকলেরই অবস্থা কিছু সমান নয। কাজেই, ও রকম কথা বার্ত্তায় অনেকেরই মনে

কষ্ট হইতে পারে। কেউ দেড় টাকা যোড়ার কাপড় পরিয়া গিয়াছেন, কেউ পঁচিশ টাকা দামের চেলি পরিয়া গিয়াছেন, কেউ বা এক শ টাকা দামের বানারসী শাড়ি পরিয়া গিয়াছেন। কারও গায়ে এক শ টাকার গহনা, কারও গায়ে পাঁচ শ টাকার গহনা, কারও বা গায়ে হাজার দেড় হাজার টাকার গহনা। এমন তর জায়গায় দশ মেয়ের ও রকম কথা বার্ত্তা, সামান্য অবস্থার মেয়েদের মনে কষ্ট দেওয়ারই জন্যে বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? যাঁদের গায়ে বেশী গহনা, যাঁদের পরণে বেশী দামী কাপড়, তাঁদের বেশী আদর অবেক্ষা করা, তাঁদের ভাল করিয়া খাওয়ান দাওয়ান শিষ্টাচারের আরও বিরুদ্ধ। আমি জানি, ছেলের অন্নপ্রাশনে এক গৃহস্থের বাড়ীতে অনেকগুলি মেয়ের একবার নিমন্ত্রণ হয়। নিমন্ত্রিত মেয়েদের মধ্যে, যাঁদের গায়ে বেশী গহনা, যাঁদের পরণে বেশী দামী কাপড়,

ছেলের মা, ছেলের ঠাকুর-মা তাঁদেরই আদব অবেক্ষা বেশী করিলেন, বারে বারে তাঁদেরই খোঁজ খবর লইতে লাগিলেন। আর আব মেয়েদের যেন নিমন্ত্রণই হয় নাই ! তাঁবা যেন আর কারও বাড়ীতে আসিয়াছেন। বেশী গহনা-গাঁটি-ওআলি মেযেদের খাবার জায়গা আগে হইল। ছেলের মা, ছেলের ঠাকুর-মা আসিয়া তাঁদের ডাকিয়া লইয়া গেলেন। ছেলের মা, ছেলের ঠাকুব-মা কাছে বসিয়া তাঁদের খাওয়াইলেন। খাওযা হইলে আঁচা-ইবার জল লইয়া চাকবাণী তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আঁচাইবার জল চাকবাণী তাঁদের হাতে ঢালিয়া দিল। আঁচান হইলে চাক-বাণী তাঁদের হাতে হাতে পান দিল। ছেলেব মা, ছেলের ঠাকুর-মা তাঁদের আলাদা একটা ঘরে লইযা গিয়া বসাইলেন। চাকরাণী তাঁদের বাতাস করিতে লাগিল। এ দিকে, নিমন্ত্রিত আর আর মেয়েরা ছেলের মার আর

ছেলের ঠাকুর-মার ব্যবহারে একবারে অবাক্ হইয়া গেলেন। ঘণ্টা দুই পরে, খাবার জায়গা হইয়াছে বলিয়া বাঁধুনি বামণি আসিয়া তাঁদের ডাকিয়া লইয়া গেল। তাঁরা খেতে বসিলেন। রাঁধুনি বামণি তাঁদের পরিবেশন করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি পরিবেশন সারিয়া রাঁধুনি বামণি চলিয়া গেল। পাতের ভাত ব্যঞ্জন ফুরাইয়া গেলে চাহিয়া দেয়, আনিয়া দেয়, কি তাঁদের ফেরো ঘটিতে খাবার জল ঢালিয়া দেয়, এমন লোকও একটী তাঁদের কাছে থাকিল না! কাজেই, তাঁদের খাওয়া হইল কি না, খাইয়া তাঁদের পেট ভরিল কি না, এ খোঁজ খবরও তাঁদের কেউ লইল না। গৃহস্থের ভাব গতিক দেখিয়া তাঁরা আধ-পেটা খাইয়াই উঠিয়া গেলেন। আঁচাইবার জলই বা তাঁদের কে দেয়, পানই বা তাঁদের কে দেয়! আঁচাইবার জল, আঁচাইবার জল বলিয়া খানিক গগাইলে, একজন চাকরাণী এক

ঘটি জল দিয়া গেল। সেই জল টুকুতে তাঁরা যো সো করিয়া আঁচাইয়া ঘরে গিয়া বসিলেন। পান দেওয়া দূরে থাক্, পান পাইলেন কি না, তাঁদের তা কেউ একবার জিজ্ঞাসাও করিল না! বেশী গহনা-গাঁটি-ওআলি মেয়েদের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্যে, দরজায় পাল্কি বেহারা, ঘোড়গাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলের মা, ছেলের ঠাকুর-মা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁদের গাড়িতে, পাল্কিতে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন। আর সব মেয়েদের বাড়ী পাঠাইবার কথা ছেলের মা, ছেলের ঠাকুর-মা যেন একবারে ভুলিয়াই গেলেন! বেলা গেল, তবু তাঁদের বাড়ী পাঠাইবার কোনও বন্দোবস্ত হইল না। বাড়ী যাইবার জন্যে, তাঁরা শেষে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। চাকরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, ভাই, তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের বাড়ী পাঠাইয়া দেও। দেখ দেখি, বেলা দশটার

সময় আসিয়াছি, আর এখন সন্ধ্যা হয়, এখনও বাড়ী যাইতে পারিলাম না! আমাদের বাড়ীর পুরুষেরা কি ভাবিতেছেন, আর বলিবেনই বা কি? তোমাদের, ভাই, কি একটুও বিবেচনা নাই! গাড়ি পাল্কিতে আমাদের আর কাজ নাই। আমরা চলিয়াই যাই। সন্ধ্যা হইয়াছে, এখন পথ দিয়া চলিয়া গেলে আমাদের কেউ চিনিতে পারিবে না। আমাদের যেমন কর্ম্ম, শাস্তিও তেমনি হইয়াছে। নিমন্ত্রণে আসিয়া আমাদের এমন খোআর হবে, জানিতে পারিলে কি নিমন্ত্রণে আসি! বেশী গহনা গাঁটি যদি কখনও করিতে পারি, তবেই এ বাড়ীতে আবার নিমন্ত্রণে আসিব। নৈলে এই পর্য্যন্ত। চাকরাণী গিয়া ছেলের মাকে আর ছেলের ঠাকুর-মাকে এই সব কথা বলিল। তাঁরা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তবে গাড়ি পাল্কি আনিয়া তাদের এখনই বিদায় করিয়া দে। চাকরাণী গাড়ি পাল্কি আনিযা তাঁদের তখনই

বাড়ী পাঠাইয়া দিল। এখন, মা, একবার ভাবিয়া দেখ, ছেলের মার আর ছেলের ঠাকুরমার শিষ্টাচারের ত্রুটি এর বাড়া আর হইতে পারে, কি না? নিমন্ত্রণ করিয়া যাঁদের বাড়ীতে আনিবে, অবস্থা তাঁদের যার যেমনই কেন হোক্ না, তোমার কাছে তাঁরা সকলেই সমান। তাঁদের সকলেরই তোমার সমান আদর করা উচিত। তোমার কাছে তাঁরা সকলেই সমান আদরের সামগ্রী। অবস্থা বিশেষে, তাঁদের আদর অপেক্ষার ইতর বিশেষ তুমি কখনই করিতে পার না। যদি কর, তবে তোমার শিষ্টাচারের ত্রুটির পরিচয় দেওয়া হবে। যাঁর স্বামী মাসে পাঁচ শ টাকা উপায় করেন, যাঁর গায়ে হাজার টাকার গহনা, যাঁর পরণে এক শ—সওআ শ টাকা দামের কাপড়, তাঁর যেমন আদর অপেক্ষা করিবে; যাঁর স্বামী মাসে পঁচিশ টাকা উপায় করেন, যাঁর গায়ে এক শ দেড় শ টাকার বেশী গহনা নাই,

যাঁর পরণে ছুশ্টাকা ন সিকে যোড়ার কাপড়, তাঁরও তেমনি আদব অবেক্ষা করিবে। নিম-ন্ত্রণ করিয়া নিমন্ত্রিতদের যথা উচিত আদব অবেক্ষা না করা, কাছে বসিয়া তাঁদের ভাল করিয়া না খাওয়ান, তাঁবা যত ক্ষণ তোমাব বাড়ীতে থাকিবেন, কোনও রকমে তাঁদের সেবা শুশ্রূষার বা তত্ত্বাবধানেব ত্রুটি হইতে দেওয়া শিষ্টাচারের নিতান্ত বিরুদ্ধ। গহনা গাঁটির কমি বেশীতে, পরণের কাপড়ের দামের কমি বেশীতে, নিমন্ত্রিত মেয়েদের আদর অবেক্ষার ইতর বিশেষ করা, তাঁদের খাওযান দাওয়ানর ইতর বিশেষ করা, তাঁদের সেবা শুশ্রূষার ইতর বিশেষ করা, তাঁদের তত্ত্বাব-ধানের ইতর বিশেষ করা, খালি শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ নয, নিতান্ত অবিবেচনার কাজ। নিমন্ত্রণ করিয়া, নিমন্ত্রিত মেয়েদের যথা উচিত আদর অবেক্ষা করিবারই কথা, তাঁদের ভাল করিয়া খাওয়াইবার দাওয়াইবারই কথা,

তাঁদের মনে কষ্ট দিবার কথা নয়। নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ীতে আনিয়া, সামান্য অবস্থার মেয়েদের মনে যিনি কষ্ট দিতে চান, ছেলের মা, ছেলের ঠাকুর-মা নিমন্ত্রিত মেয়েদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করিছিলেন, তিনিও ঠিক্ সেই রকম ব্যবহার করিতে পারেন।

এ তরকারিটে ভাল হয় নাই, মোচার ঝালে নুণ হয় নাই, ডাইল সিদ্ধ হয় নাই, ভাতটা নিতান্ত কাদা হইয়া গিয়াছে, এ রকম কাদা ভাত খাওয়া যায় না; পরিবেশনের দশা দেখ, ওদের দৈ দিয়া খাওয়া হইয়া গেল, আমাদের পাতে এখনও মাছের ঝোল পড়িল না; এ ত সন্দেশ নয়, চিনির ডেলা, এতে ছানার ভাঁজ নাই, এমন সন্দেশ কি না দিলেই নয়; নিমন্ত্রণে গিয়া খেতে বসিয়া এই রকম করিয়া খুঁত কাটা নিতান্ত অশিষ্টাচার, নিতান্ত অভদ্রতা। কিন্তু আমাদের এ হত-ভাগ্য দেশের মেয়েদের এ রকম অশিষ্টাচা-

রের পরিচয় সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। কথায় কথায় মেয়েদের যে অশিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায়, শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি শিক্ষা না হইলে, তাঁদের সে অশিষ্টাচার কিছুতেই ঘুচিবে না।

মেয়েদের অশিষ্টাচারের পরিচয় আর কতই বা দিব। সংসারের সকল কাজেই তাঁদের অশিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। বেশী কথা আর কি, রাঁধা বাড়া—খাওয়া পরাতেও তাঁদের অশিষ্টাচারের পরিচয় পাইতে বাকী থাকে না। নিমন্ত্রণে গিয়াই হোক্, ঘাটেই হোক্, মাঠেই হোক্, আর পথেই হোক্, দশ মেয়ে একত্র হইলে তাঁরা পরস্পর কি রকম মিষ্টালাপ করেন? অশিষ্টাচারই তাঁদের মিষ্টালাপ। তাঁদের মিষ্টালাপে কেবল অশিষ্টাচারই প্রকাশ। পরের নিন্দা, পরের হিংসা, পরের কুৎসা, পরের গ্লানি, পরের ভিগ্‌নেশ, পরকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা,

পরকে গালি মন্দ দেওয়া, পরের মনে কষ্ট হয় এমন সব বার্ত্তা বলা—এই গুলিই তাঁদের মিষ্টালাপ। এ রকম মিষ্টালাপ কেমন শিষ্টচার, তা ত, মা, বুঝিতেই পারিতেছ।

চেঁচা-চেঁচি, বকা-বকি, রাগা-রাগি করিয়া সংসার আশ্রমের শান্তি নষ্ট করা শিষ্টাচারের নিতান্ত বিরুদ্ধ। মেয়েদের ঝগ্ড়া যাঁরা দেখিয়াছেন, এ কথায় তাঁদের হাসি পাইবার কথা। কেন না, সে ঝগড়ার কাছে, চেঁচা-চেঁচি, বকা-বকি রাগা-রাগির তুলনাই হইতে পারে না। মেয়েদের সে ঝগড়ায় খালি বাড়ীর শান্তি নয়, গাঁয়ের শান্তি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়।

শিষ্টাচার, ভদ্রতা, ভদ্রব্যবহার, এ তিনই এক কথা। শিষ্টাচার বলিলে যা বুঝায়, ভদ্রতা বলিলেও তাই বুঝায়, ভদ্র ব্যবহার বলিলেও তাই বুঝায়। ভদ্র ব্যবহার আপনি হয় না। ভদ্র ব্যবহার শিখিতে হয়। শিশু

বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা হইলে তবে ভদ্র ব্যবহার হয়। কোন্‌টী ভদ্র ব্যবহার, কোন্‌টী ভদ্র ব্যবহার নয়, এক এক করিয়া বলিতে হইলে, এ সংসারের সকল কাজেরই কথা বলিতে হয়। তাতেই বলি, মা, মোটামুটি জানিয়া রাখ, যে ব্যবহারে আপন পর দুই-ই বজায় থাকে, সেই ব্যবহারকে ভদ্র ব্যবহার বলে, সেই ব্যবহারকে শিষ্টাচার বলে, সেই ব্যবহারকে ভদ্রতা বলে। যে ব্যবহারে আপন পর কেউই বজায় থাকে না, সেই ব্যবহারকে অভদ্র ব্যবহার বলে, সেই ব্যবহারকে অশিষ্টাচাব বলে, সেই ব্যবহারকে অভদ্রতা বলে। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলে বেশ বুঝিতে পারিবে। পাড়া প্রতিবাসীর বৌ ঝি তোমার বাড়ীতে আসিলে, হাসি-মুখে মিষ্টি কথায় যদি তাঁদের আদর অবেক্ষা কর, হাসি-মুখে মিষ্টি কথায় তাঁদের এসো ব'সো বলিয়া বাড়ীর কুশল

জিজ্ঞাসা কর, তবে তাঁদের সন্তুষ্টও করা হয়, তাঁদের মানও রাখা হয়। তোমার ব্যবহারে যাঁরা সন্তুষ্ট হইলেন, তোমার ব্যবহারে যাঁদের মান বজায় থাকিল, তোমার সেই ব্যবহারে তাঁরা নিজেও বজায় থাকিলেন—তোমার সেই ব্যবহারে তাঁদের মানও বজায় রাখা হইল। তোমার ব্যবহারে তাঁরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। এতে দশ মেয়ের কাছে তোমাব বেশ সুখ্যাতি হইল। যশ, মান, সুখ্যাতিতেই লোক বজায় থাকে। তাতেই বলি, মা, যে ব্যবহারে তোমার সুখ্যাতি হইল, যে ব্যবহারে তুমি সুখ্যাতির পাত্রী হইলে, যে ব্যবহারে তোমার মান বাড়িল, সেই ব্যবহারেই তুমি বজায় থাকিলে, সেই ব্যবহারেই তোমাকে বজায় রাখিল। পাড়া প্রতিবাসীর বৌ ঝি তোমার বাড়ীতে আসিলে, তাঁদের যদি আদর অবেক্ষা না কর, তাঁদের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা বার্ত্তা না কও, তাঁদের যদি তুচ্ছ

তাচ্ছিল্য কর, তবে তাঁদের মনে তোমার কষ্ট দেওয়া হয়। তোমার বাড়ীতে তোমার সঙ্গে দেখা শুনো করিতে আসিয়া, তোমাব ব্যবহারে তাঁরা মনে কষ্ট পাইয়া চলিয়া গেলেন। যাঁদেব মনে কষ্ট দিলে, যাঁদের মন ভাঙিযা দিলে, তাঁদের কেমন করিয়া বজায় রাখিলে? তাঁরা তোমার কাছে কেমন করিযা বজায় থাকিলেন? পাড়া প্রতিবাসীব বৌ ঝি তোমার বাড়ীতে তোমার সঙ্গে দেখা শুনো করিতে আসিয়া, তোমার ব্যবহাবে তাঁরা মনে কষ্ট পাইয়া চলিয়া গেলেন। এতে দশ মেয়ের কাছে তোমার নিন্দা হইল। তোমাব নিন্দা হইলে, তুমি নিন্দার পাত্রী হইলে, তুমি খাটো হইয়া গেলে। খাটো হইলে তুমি আব কেমন করিয়া বজায় থাকিলে? কাজেই, তোমার সে ব্যবহারে পরও বজায় থাকিল না, আপনিও বজায় থাকিলে না। এমন যে ব্যবহার, সেই ব্যবহারকেই অভদ্র ব্যবহার

বলি, সেই ব্যবহারকেই অভদ্রতা বলি, সেই ব্যবহারকেই অশিষ্টাচার বলি। এই রকম করিয়া খতিয়ে, মা, শিষ্টাচার অশিষ্টাচার ঠিক্ করিবে।

তাব পর, বাসব-ঘরে মেয়েদেব অশিষ্টাচারের কথা বলি।

বিয়েব বাসব-ঘরে মেয়েরা যে রকম অশিষ্টাচাব করিয়া থাকেন, আব কোনও খানে তাঁদের সে রকম অশিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায় না। মেয়েদের বাসর-ঘর আর পুরুষদেব বাবইয়ারি তলা, দুই-ই সমান। বাসর-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচারেব আর কুশিক্ষার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। বারইযারি তলায় পুরুষদেব অশিষ্টাচারের আর কুশিক্ষার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। বাসর-ঘর মেয়েদের কুশিক্ষার পরিচয় দিবার যেমন জায়গা, তেমন জায়গা আর নাই। বার-ইয়ারি তলা পুরুষদের কুশিক্ষার পরিচয়

দিবার যেমন জায়গা, তেমন জায়গা আর নাই। বাসর-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচারের পরিচয় আমি বেদ বিধানে দিতে চাই না। সে অশিষ্টাচারের পরিচয় বেদ বিধানে দেওয়া যায়ও না। বেশ জ্ঞান হইয়া—বয়স হইয়া যাঁদের বিয়ে হইয়াছে, বাসর-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচারের পরিচয় তাঁদের বেশী করিয়া দিতে হবে না। অনেক দিন হইল একটী ভদ্র লোকের বিয়ে হয়। পাত্র স্কুলের এক জন শিক্ষক; বয়স পঁচিশ বছরের কম নয়। বিয়ে হইয়া গেলে তাঁকে বাসর ঘরে লইয়া গেল। তিনি বাসর-ঘরে গিয়া দেখিলেন, তিল দিবার জায়গা নাই এত মেয়ে মানুষ। বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ভদ্র লোকের ঘরের বৌ ঝি। পাত্র ক্রমেই মেয়েদের অশিষ্টাচারের বাড়াবাড়ির পরিচয় পাইতে লাগিলেন। শেষে তিনি বিরক্ত হইয়া কানে আঙুল দিলেন। পাত্রকে কানে আঙুল

দিতে দেখিয়া, মেয়েরা তাঁর সুমুখে গিয়া বিশ্রী রকম নাচনা আরম্ভ করিল। পাত্র এত ক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন; কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মেয়েদের ডাকিয়া বলিলেন—আমি গুঁপো ঝুপো মস্ত মিন্‌ষে। আমাকে আপনারা কখনও দেখেন নাই। আমার স্বভাব চরিত্র বাড়ী ঘর দুওর আপনারা কেউই জানেন না। অথচ স্বামীর সুমুখে যে সব কথা বার্ত্তা কৈতে, যে সব আচার অনুষ্ঠান করিতে স্ত্রীও লজ্জা বোধ করেন, আপনারা নির্লজ্জা হইয়া আমার সুমুখে কেমন করিয়া সে সব কথা বার্ত্তা কৈতেছেন? কেমন করিয়াই বা সে সব আচার অনুষ্ঠান করিতেছেন? এতেই আমার বোধ হইতেছে, আপনারা গৃহস্থের বৌ ঝি নন। গৃহস্থের বৌ ঝি হইলে, বাড়ীতে শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী আছেন—মাথার থামিন্দ আছেন, অবশ্যই এ পরিচয় দিতেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আপনাদের এ

রকম বিষম ব্যবহারের পরিচয় পাইলে, আপনাদের স্বামিরা কখনও আপনাদের ঘরে লন না। আপনাদের যে রকম শিক্ষা হইয়াছে দেখিতেছি, তাতে গৃহস্থের বাড়ীতে থাকা আপনাদের আর শোভা পায় না—আপনাদের জায়গা বাজারে হইলেই ভাল হয়। পাত্রের এই কথায়—ও মা, এমন জামাই ত কখনও দেখি নাই বলিয়া, মেয়েরা লজ্জা পাইয়াই হোক্, আর বিরক্ত হইয়াই হোক্, বাসর-ঘর থেকে চলিয়া গেলেন। আমি বলি, মেয়েরা অমন জামাই দেখেন না বলিয়াই, বাসর-ঘরে তাঁদের ও রকম অশিষ্টাচার বরাবরি চলিয়া আসিতেছে। সব জামাই যদি ঐ রকম হন, তবে বাসর-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচার আপনিই উঠিয়া যায়। বাসর-ঘরে মেয়েদের বিষম অশিষ্টাচার নিবারণের জন্যে, সব জামাইয়েরই স্কুলের শিক্ষকের মত হইলে ভাল হয়। নিতান্ত পল্লিগ্রামের চেয়ে গণ্ডগ্রামে

বাসর-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচার, দৌরাত্ম্য ঢের বেশী। তাতেই বলি, উলো শান্তিপুরের মত গণ্ডগ্রামে যে সব পাত্রের বিয়ে হবে, বাসর-ঘরে স্কুলের শিক্ষকের ব্যবহারে তাঁরা যেন কখনও না ভুলেন। বাসর-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচারের পোষকতা না করিলে, বা না করিতে পারিলে, মেয়ে-মহলে পাত্রের বোকা নাম রটে। এই দুর্নামের হাত এড়াই-বার জন্যে, পাত্রেরা বাসর-ঘরে মেয়েদের অশিষ্টাচারের পোষকতা করিতে ত্রুটি করেন না। অশিক্ষিত মেয়েদের কাছে দেড় দিনের জন্যে বোকা নাম রটিবার ভয়ে, পাত্রেরা কি বলিয়া নিজের শিষ্টাচারে জলাঞ্জলি দেন, বলিতে পারি না। বাসর-ঘরে মেয়েদের অশি-ষ্টাচারে বিরক্ত হইয়া, স্কুলের শিক্ষক তাঁদের মুখ ফুটে যে সব কথা বলিছিলেন, মনে মনে সে সব কথা বলিতে কোনও পাত্রই ছাড়েন না। তবেই দেখ, বাসর ঘরে বরের কাছে মেয়েরা

ইচ্ছা করিয়া আপনাদের কতই খাটো করেন ! মেয়েরা এটা একবার বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখেন ত তাঁদের পক্ষে এর মত ঘৃণার কথা—এর মত লজ্জার কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

স্ত্রী-আচারেও মেয়েদের বিস্তর অশিষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও মেয়েরা আপনাদের অশিষ্টাচারের কথা আপনারা ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়।

পুনর্ব্বিয়েতে মেয়েরা বড়ই অশিষ্টাচার করিয়া থাকেন। পুনর্ব্বিয়ের কাদাখেঁড়ের ব্যাপারটা বড়ই লজ্জাকর। সেই ব্যাপার যাঁরা দেখিয়াছেন, মেয়েদের অশিষ্টাচারের চূড়ান্ত পরিচয় তাঁদের পাওয়া হইয়াছে। পুনর্ব্বিয়ের কদর্য্য প্রথাটা উঠিয়া গেলেই ভাল হয়। এই কদর্য্য প্রথায়, খালি মেয়েদের নয়, বাড়ীর পুরুষদেরও বিলক্ষণ কুশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।

মেয়েদের এ রকম অশিষ্টাচার, এ রকম অভদ্রতা চকে দেখা যায় না—চকে দেখিয়া চুপ করিয়া থাকা যায় না। এমন পুনর্ব্বিয়ের আমার কাজ নাই। পুনর্ব্বিয়ের অনুরোধে, ঘৃণা লজ্জা ত্যাগ করিয়া শিষ্টাচারে আমি জলাঞ্জলি দিতে পারিব না। হয় আপনি মেয়েদের অশিষ্টাচার নিবারণ করুন্, নয় আমাকে বিদায় দিন্। জামাইরা শ্বশুরদের এ রকম ভাবে জানাইতে আরম্ভ করিলে, পুনর্ব্বিয়ের কদর্য্য প্রথা উঠিয়া যাইতে ক দিন লাগে ?

বাসর-ঘরে, স্ত্রী-আচারে, আর পুনর্ব্বিয়েয়, মেয়েদের অশিষ্টাচারের কথা স্বামিরা যেন কখনও না ভুলেন। তাঁদেরই শাসনে, এই তিন জায়গায় মেয়েদের অশিষ্টাচার ঘুচিবার কথা।

শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা না হইলে, মেয়েদের অশিষ্টাচার, অভদ্র ব্যব-

হার, অভদ্রতা কখনও ঘুচিবে না—কখনও ঘুচিতে পাবে না।

আর একটী বিষয়ে মেয়েরা বিশেষ অশিষ্টাচারের পরিচয় দিয়া থাকেন।

স্ত্রীকে স্বামী টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি, যা দেন বা দিযা থাকেন, ভাল কথায় তাকে স্ত্রীধন বলে। সে টাকা কড়ি, সে গহনা গাঁটি স্ত্রীর নিজেব সম্পত্তি—স্ত্রীর নিজেব বিষয়। সে সম্পত্তিতে—সে বিষযে আর কারও অধিকাব নাই। সে সম্পত্তি—সে বিষয় মেযেবা প্রাণপণে বক্ষা করিয়া থাকেন। সে সম্পত্তি—সে বিষয় বাড়াইবার চেষ্টা মেয়েদের নিয়ত দেখা যায়। সে সম্পত্তি—সে বিষয বাড়াইবাব চেষ্টা স্ত্রীর নিয়ত থাকায়, স্বামীকে তাব জন্যে, প্রায়ই বিব্রত হইতে হয়। তার জন্যে, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর ঝগড়া কোঁদল প্রায়ই হয। তার জন্যে, স্ত্রীর কাছে স্বামীর মান সম্ভ্রম প্রায়ই থাকে না। সংসার আশ্রমে ঢের

আপদ্ বিপদ্ আছে। স্ত্রীর হাতে টাকা কড়ি গহনা গাঁটি থাকিলে, বিপদ্ আপদের সময ঢের কাজে লাগিতে পারে। এই মনে করিয়া —এই ভাবিয়া, স্বামী প্রাণপণে স্ত্রীকে টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি দিবার চেষ্টা করেন। সুবিধা হইলেই স্ত্রীর হাতে টাকা দেন, সুবিধা হইলেই স্ত্রীকে গহনা দেন। সংসারের হাজার অভাব অপ্রতুল হইলেও, স্ত্রীকে এই রকম করিয়া সন্তুষ্ট করিতে বা সন্তুষ্ট রাখিতে স্বামী পার্‌তি পক্ষে কখনও ত্রুটি করেন না। টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি পাইলে স্ত্রীর যে সন্তোষ না হয়, টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি স্ত্রীকে দিলে স্বামীর তার বাড়া সন্তোষ হয়। এতেই, যাঁর যেমন অবস্থা, তিনি স্ত্রীকে সেই পরিমাণে টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি দেন—তার ত্রুটি কখনও করেন না। স্ত্রীকে টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি দেওয়ায় স্বামীর যেমন আহ্লাদ, যেমন সুখ, সংসারের অভাব অপ্রতুল ঘুচাইবার জন্যে,

আপদ্ বিপদ্ থেকে উদ্ধার হইবার জন্যে, স্ত্রীর কাছে সেই টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি চাওয়ায় তাঁর তেমনি দুঃখ, তেমনি কষ্ট। ধার ধোর করিয়া যদি চালাইতে পারেন, ধার ধোর করিয়া যদি উদ্ধার হইতে পারেন, তবে টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি চাহিয়া স্ত্রীকে অসন্তুষ্ট করিতে চান না। নিতান্ত বিপদে না পড়িলে—নিতান্ত দায়গ্রস্ত না হইলে— আর সেই বিপদ্ থেকে, সেই দায় থেকে উদ্ধার হইবার আর কোনও উপায় না থাকিলে, টাকা কড়ি, গহনা গাঁটির জন্যে স্ত্রীর কাছে স্বামীকে কাজেই যাইতে হয়। কারু কোনও জিনিশ দান করিয়া, উপস্থিত কাজ সারিবার জন্যে, তার কাছ থেকে সেই জিনিশ চাহিয়া লওয়া বা ধার করিয়া লওয়া যেমন অকাজ; সংসারের অভাব অপ্রতুল ঘুচাইবার জন্যে, আপদ্ বিপদ্ দায় থেকে উদ্ধার হইবার জন্যে, স্ত্রীর কাছে টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি

চাওয়া বা ধার করা, স্বামী তার বাড়া অকাজ মনে করেন। স্বামীর মনের এই রকম ভাব; স্ত্রী কিন্তু তা জানেন না। জ্ঞানের অভাবে স্বামীর মনের সে ভাব স্ত্রী বুঝিতেও পারেন না। আমাকে দশটা টাকা দিযাছেন, দু খান গহনা দিয়াছেন; স্বামী ছুতোয় নতায় দু বেলা সেই কটা টাকা আর সেই ক খান গহনা লইতে আসেন; স্ত্রীব মনের এই রকম ভাব— স্ত্রীর বিশ্বাসও এই। এই বকম বিশ্বাসেই, স্ত্রী নিজের সম্পত্তি স্বামীকে কিছুতেই দিতে চান না। আর এই জন্যেই, স্বামী টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি চাইলে বা চাহিয়া পাঠাইলে, স্ত্রী যার পর নাই বিরক্ত হন, যার পব নাই অসন্তুষ্ট হন। তাতেই বলি, মা, স্ত্রীর হাতে টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি থাকিলে, স্বামীব আপদ্ বিপদে তা প্রাযই কাজে লাগে না। লোকে আপদ্ বিপদেরই জন্যে সঞ্চয় করে। কিন্তু স্ত্রীর হাতে টাকা কড়ি দিয়া, স্ত্রীকে

গহনা গাঁটি দিয়া, আপদ্ বিপদের জন্যে সঞ্চয় করিলাম বা সঞ্চয় করা হইল মনে করিয়া কেউ যেন নিশ্চিন্ত না হন—কেউ যেন নিশ্চিন্ত না থাকেন। নিশ্চিন্ত হইলেই—নিশ্চিন্ত থাকিলেই ঠকিবেন। শিশু বেলা থেকে মেয়েদের দস্তুর-মত নীতি-শিক্ষা যত দিন না হইবে, তত দিন স্বামিদের এ কথাটা মনে থাকিলে ভাল হয়। কেন না, নীতি-শিক্ষারই অভাবে মেয়েরা যত অকাজ করেন।

এখানে একটী ভদ্র লোকের দুর্দ্দশাব পরিচয় দিই। ভদ্র লোকটী ছোট খাটো লোক নয়; কলিকাতার রেলি ব্রদারের মত খুব বড় একটা সওদাগরের মুচ্ছুদ্দি। সওদাগরের কাপড়ের কারখানার কর্ত্তাই সেই বাবু। বাবু যা করেন। সওদাগরেরা চক দিয়াও এক বার দেখেন না। অমন একটা বড় সওদাগবেব কারখানার যিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, তাঁর উপায়েব

সীমা কি ? আট দশ বছরের মধ্যেই তাঁর স্ত্রীর হাতে নগদ দু লাখ আড়াই লাখ টাকা জমিল, গহনা গাঁটিও প্রায় লাখ টাকার কাছাকাছি হইল। অকাজ অধর্ম্ম বেশী দিন চলে না। সওদাগর সাহেবরা বাবুর কাছে হিসাব চাই-লেন। বাবুর বিষম বিপদ্ উপস্থিত। হিসাব নিকাশ দিবার জন্যে দু মাস মেয়াদ লইলেন। মেয়াদের মধ্যে হিসাব দিলেন বটে, কিন্তু হিসাবে দু লাখ টাকা দেনা হইলেন। দেনা শোধ না দিতে পারিলে ফাটকে (জেলে) যাইতে হবে—সোজা কথা নয়! ভাড়া দিবার জন্যে কলিকাতায় দু খান বাড়ী করিছিলেন, সেই দু খান বাড়ী, গাড়ি ঘোড়া, ঝাড় লাণ্ঠন, কোচ কেদারা, শাল রুমাল, সোনা রূপর বাসন (যা তাঁর খানসামার জিম্মায় ছিল) বিক্রি করিয়া আর ধার ধোর করিয়া লাখ টাকা জুটাইলেন। আর এক লাখ টাকা না জুটাইতে পারিলে জেল্ রক্ষা হয় না। আমি

যে বিপদে পড়িছি, তা ত দেখিতেই পাইতেছ। মান সম্ভ্রম ত গিয়াছেই। এখন তোমার কৃপায় জেল্‌টা রক্ষা হইলেই বাঁচি। চিরকাল যে সুখে কাটাইয়াছি, তোমার তা জানিতে বাকী নাই। এখন এ বয়সে জেলে গেলে আর ক দিন বাঁচিব? তাতেই বলি, লাখ টাকা দিয়া আমার জীবন রক্ষা কর। এই রকম কাকুতি বিনতি করিয়া স্বামী বলিলে, স্ত্রী উত্তর করিলেন, কোন্ কালে গোটা কতক টাকা দিইছিলে, তা কি আজ্‌ও আছে? টাকা দিয়াছ, কেবল সেইটাই মনে করিয়া রাখিয়াছ! আমার যে কত খরচ, সেটা একবারও ভাব না! স্ত্রীর এই কথায় স্বামী নিরুত্তর হইযা বাইরে চলিয়া গেলেন। লাখ টাকা যা জুটাইয়াছিলেন, সওদাগরদের গিয়া দিলেন। বাকী লাখ টাকার জন্যে জেলে যাইতে স্বীকাব করিলেন। সওদাগরেরা তাঁর উপর জাত-ক্রোধ হইছিল। এই জন্যে, তাঁকে জেল দিতে

ছাড়িল না। স্ত্রীর হাতে দু লাখ আড়াই লাখ টাকা নগদ, আর প্রায় লাখ টাকার গহনা থাকিতে—এ টাকা, এ গহনা, তিনি বাপের বাড়ী থেকে আনেন নাই, এ টাকা, এ গহনা তাঁর স্বামীই তাঁকে দিইছিলেন—এক লাখ টাকার জন্যে স্বামীকে জেলে যাইতে হইল!! এখন, মা, একবার ভাবিয়া দেখ, স্ত্রীর স্বামিভক্তির এ পরিচয় চূড়ান্ত কি না। সাধ্বী স্ত্রীরা স্বামীর জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আর স্বামীকে ঘোর বিপদ্ থেকে উদ্ধার করিবার জন্যে এই রাক্ষসী টাকার মায়া ছাড়িতে পারিল না!!! তাতেই বলি, মা, নীতিশিক্ষার অভাবে সবই সম্ভব। এ নীতি-শিক্ষার অভাব কবে ঘুচিবে! ঘরে ঘরে মেয়েদের নীতি শিক্ষা দিবার পদ্দি (পদ্ধতি) কবে থেকে আরম্ভ হবে। স্ত্রীর হাতে টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি দেওয়ায় স্বামীর যেমন সুখ শান্তি সন্তোষ, তেমন আর কিছুতেই না। সেই

টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি স্ত্রীর কাছ থেকে লওয়ায় স্বামীর যেমন অনিচ্ছা, যেমন কষ্ট, তেমন আর কিছুতেই নয়। মেয়েদের মনে এ বিশ্বাসটী যত দিন না হবে, স্বামীর মনের এ রকম ভাব মেয়েরা যত দিন না বেশ বুঝিতে পারিবেন, টাকা কড়ি, গহনা গাঁটি লইয়া স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর ঝগড়া কোঁদল তত দিন ঘুচিবার কথা নয়—সংসার আশ্রমের সুখ শান্তিও তত দিন না হইবার কথা।

পুরুষ মানুষের হাতে টাকা থাকে না, পুরুষ মানুষে হাতে টাকা রাখিতে পারেন না। সংসার আশ্রমে ঢের আপদ্ বিপদ্ আছে। ব্যামো পীড়া হইলে রোজগার উপায বন্ধ হয; কিন্তু খরচ ঢের বাড়ে। ডাক্তর বৈদ্যকে টাকা দিতে হয, অসুদের দাম দিতে হয়, পথ্যের খরচ যোগাইতে হয। কাজেই, সঞ্চয় না থাকিলে বিষম দায়ে পড়িতে হয, বিষম অভাবে পড়িতে হয। সংসারের অভাব

অপ্রতুল ঘুচাইবার জন্যে, আপদ্ বিপদ্ থেকে উদ্ধার হইবার জন্যে, ব্যামো পীড়া হইলে চিকিৎসার খরচ চালাইবার জন্যে, স্বামীকে পরের দুওবে যাইতে হইলে স্ত্রীর মাথা যেমন হেঁট হয়, স্ত্রীর মনে যেমন কষ্ট হয়, তেমন আর কিছুতেই না। সংসারের যা নিত্য খরচ, তা ত আছেই। তার পর, ছেলে পিলে হইতে আরম্ভ হইলে খরচ পত্র খুবই বাড়িয়া যায়; সেই খরচ পত্র ক্রমেই বাড়িতে থাকে; শেষে সে খরচ পত্রের একবারে সীমাই থাকে না। এ অবস্থায় হাতে টাকা কড়ি না থাকিলে কি কষ্ট, তা কি আপনাকে বলিয়া জানাইতে হবে? সঞ্চয় না করিলে হাতে টাকা কড়ি থাকে না। সঞ্চয় করাটা পুরুষ মানুষের চেয়ে মেয়ে মানুষেরই ভাল আসে। এ ছাড়া, সংসার চালাইবার জন্যে স্বামীর ভাবনা চিন্তা কষ্ট এত বেশী যে, সংসারের আর কোনও জ্বালা বা ঝঞ্ঝট স্বামীর না জানিতে হইলেই

ভাল হয়; স্ত্রীর হাতে স্বামী টাকা কড়ি দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই ভাল হয়। তা হইলে, স্বামী যে কষ্ট করিয়া উপায় করেন, সে কষ্টের কতক ভাগ স্ত্রীর লওযা হয। আজ্ কি রান্না হবে; বাড়ীর লোকে কি দিযা ভাত খাবে, চাইল ডাইল নুণ তেল তরি তর কারী হাঁড়ি কাঠ ঘরে আছে, না আনিতে হবে, আজ্ মাছ আনিতে হবে, কি না; বাড়ীতে কুটুম্ব আছেন, তাঁকে দুধ দিতে হবে, ঘরে দুধ আছে, না গোআলা-বাড়ী থেকে দুধ আনিতে হবে; কুটুম্বকে সন্দেশ জল খাবার দিতে হবে. সন্দেশ ঘরে আছে, না আনিতে হবে; আজ্ কত খানি তেল লইতে হবে, এ মাসে কলু কত খানি তেল দিয়াছে, কলুর কত পাওনা; গোআলার কত পাওনা; ধোপার বাড়ী কার ক খান কাপড আছে; কাপড় কার আছে, কার নাই, কার্ কার্ কাপড় কিনিয়া দিতে হবে; ময়রার কত পাওনা, সেকরা অমুকের

গহনা গড়িযা দিইছিল, তার এত টাকা পাওনা, তার টাকা শীঘ্রই মিটাইয়া দেওয়া চাই, সেকরার টাকা গোছাইয়া না রাখিলে নয়—সংসারের এই সব ও আবও ঢের রকম ঝঞ্ঝট্ জানাইযা স্বামীকে জ্বালাতন তিত-বিরক্ত না করিতে হইলেই ভাল হয। তাতেই বলি, আপনি যা উপায করেন, আমার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হউন্। সংসাবের কোনও জ্বালা ঝঞ্ঝট্ আপনাকে সৈতে হবে না। সংসারের কোনও জ্বালা ঝঞ্ঝটের কথা আপনাকে কখনও শুনিতেও হবে না। আমাকে যে টাকা দিবেন, সে টাকা বাড়াইবার চেষ্টা আমার নিয়ত থাকিবে। যখন যে টাকা দিবেন, ডাকঘরে জমা দিব। তা ছাড়া, সংসারেব অভাব অপ্রতুল ঘুচাইবার জন্যে আমিও নিশ্চিন্ত থাকিব না। সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া, ঘুমাইয়া, দশ-পঁচিশ তাস খেলিয়া, ফাল্‌তো অকেজো বৈ পড়িয়া দিন না কাটা-

ইয়া, ছুঁচের কাজ, বোনার কাজ, ঢের রকম শিল্প কাজ করিয়া মেয়েরা স্বামিদের বেশই সাহায্য করিতে পারেন। আমাকে দিয়া সে সাহায্য যত দূর হইতে পারে, তার ত্রুটি কখনও হবে না। ঈশ্বর না করুন্, যদি কখনও কোনও আপদ্ বিপদ্ ঘটে, কখনও কোনও দায়ে পড়িতে হয়, আর সেই আপদ্ বিপদ্ দায় থেকে উদ্ধার হইবার জন্যে টাকা কড়ির দরকার হয়, তবে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেই টাকা দিব। গহনা গাঁটি যা দিবেন, তেমন দরকার হয় ত, তাও তখনই দিব। আপনার সুখেই আমার সুখ, আপনার আহ্লাদেই আমার আহ্লাদ, আপনার সন্তোষেই আমার সন্তোষ। তার ব্যাঘাত হইলে, আমার টাকা কড়িতেই বা কি কাজ, গহনা গাঁটিতেই বা কি কাজ? সংসার চালাইবার জন্যে, আপনার ভাবনা চিন্তা কষ্ট এত বেশী, আর সে ভাবনা চিন্তা কষ্ট আমার এত কম যে, সংসারের আর সব

জালা ঝঞ্ঝটের ভার লইয়া যদি আমি আপনার সাহায্য না করি, তবে আমাদের ভাত কাপড় দিবার জন্যে যে কষ্ট করিয়া আপনি উপায় করেন, সে কষ্টের ভাগ আমার মোটেই লওয়া হয় না। সে পাপ রাখিতে কি আমার জায়গা থাকে? না সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে?—বাপের বাড়ী শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি-শিক্ষা পাইয়া, আমাদের মেয়েরা যখন স্বামিদের এই রকম করিয়া বলিবেন আর কাজে সেই পরিচয় দিবেন, তখনই সংসারের যথার্থ সুখ শান্তি হবে।

তীর্থ দর্শন, গঙ্গাস্নান, পরব, পার্ব্বণ, মেলা।

এ সব উপলক্ষেও মেয়েরা কম অশিষ্টাচারের পরিচয় দেন না। ভদ্রলোকের ঘরের মেয়েদের আব্রু রক্ষার জন্যে বাড়ীতে তাঁদের যে অবস্থায় রাখা হয়, তাঁরা তীর্থদর্শনে

গেলে, যোগে গঙ্গাস্নানে গেলে, পরব পার্ব্বণ মেলা দেখিতে গেলে, তার ঢের তর তফাত হইয়া পড়ে। সে অবস্থার তর তফাত এতই বেশী হয় যে, আপনার জনে তা চকে দেখিয়া বিরক্ত না হইয়া কখনও থাকিতে পাবেন না। এই জন্যে, তীর্থদর্শনে যাব, যোগে গঙ্গাস্নানে যাব, পরব পার্ব্বণ মেলা দেখিতে যাব বলিয়া জেদ করিলে, স্ত্রীর উপব স্বামী এত বিরক্ত হন। তীর্থদর্শনে গেলে, যোগে গঙ্গাস্নানে গেলে, পরব পার্ব্বণ মেলা দেখিতে গেলে, মান সম্ভ্রম আব্রু বজায় রাখা ভাব, মেয়েরা তা না জানেন, এমন নয়। এ সব জানিয়া শুনিয়াও যে মেয়েরা জেদ করিতে ছাড়েন না, সেইটীই বেশী কষ্টের বিষয়। ও রকম জেদ করিয়া মেয়েরা অনেক জায়গায় অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছেন। অনর্থ ঘটাইতে মেয়েদের বিস্তর ক্ষণ লাগে না। কিন্তু সেই অনর্থ শুধ্‌রে লইতে পুরুষদের এক যুগ লাগে।

মেয়েরা দিন দিনই এ দেখিতেছেন—দিন দিনই এ শুনিতেছেন, তবু তাঁদের জ্ঞান হয় না, তবু তাঁরা সাবধান হন না, তবু তাঁরা জেদ করিতে ছাড়েন না! খাঁচার পাখীর মত, মেয়েরা বাড়ীতে বদ্ধ থাকেন। (পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের মাঠে ঘাটে যাওয়ার আপত্তি নাই।) এই জন্যে, বাড়ীর বাইরে, গাঁয়ের বাইরে, ভিন্ গাঁয়, দূরে যাইবার অবকাশ সুযোগ তাঁদের বড়ই ভাল লাগে। কিন্তু যে অবকাশে, যে সুযোগে মান সম্ভ্রম আব্রু খাটো হইবার কথা, সে অবকাশ সে সুযোগ না খুঁজিয়া বেড়াইলেই ভাল হয়। তীর্থ স্থানে, যোগে গঙ্গাস্নানে, পরব পার্ব্বণ মেলায় লোকের ভিড় এত হয়, অশিক্ষিত নষ্ট দুষ্ট পামর পাষণ্ড লোক সেখানে এত বেশী যোটে যে, বাপ খুড়ো জ্যেঠা কি স্বামীর সঙ্গে না গেলে মেয়েদের মান সম্ভ্রম আব্রু বাঁচাইয়া ফিরে আসা ভার। বাপ খুড়ো

জ্যেটা কি স্বামী সঙ্গে গেলেও মেয়েদের মান সম্ভ্রম আব্রু টেনে টুনে বাঁচাইয়া আসিতে হয়। এ সব জানিয়া শুনিয়াও মেয়েরা অনেক জায়গায় এমন জেদ করেন যে, তা শুনিলে, মা, আশ্চর্য্য হবে। এক গৃহস্থের বৌ কোন একটা যোগ উপলক্ষে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতে চাহিয়াছিলেন। শাশুড়ি তাঁকে গঙ্গাস্নানে যাইতে মানা করিছিলেন—শাশুড়ি তাঁকে গঙ্গাস্নানে যাইতে দেন নাই বলিয়া তিনি গলায় দড়ি দিইছিলেন। গঙ্গা-স্নানে যাইতে না পাইয়া গলায় দড়ি দিয়া মরা, গৃহস্থের বৌর পক্ষে কত বড় অন্যায় কাজ, তা ত, মা, বুঝিতেই পারিতেছ। তাতেই বলি, নীতি-শিক্ষার অভাবে সবই সম্ভব। যদি বল, মেয়েরা কি তবে কিছু দেখিবে শুনিবে না? মেয়েদের কি দেখিবার শুনিবার সাধ নাই? মেয়েরা কেন না দেখিবে শুনিবে? মেয়েদের দেখিবার শুনিবার সাধই বা কেন না থাকিবে?

তাঁদের দেখিতে শুনিতেও বারণ করি না— তাঁদের দেখিবার শুনিবার সাধও ঘুচাইতে চাই না। তবে তাঁদের মান সম্ভ্রম আব্রু বজায় রাখিতে চাই। তাঁদের মান সম্ভ্রম আবরু বজায় রাখিবারই জন্যে এখানে এ সব কথা উপস্থিত করিলাম। যে সব কাজে মান সম্ভ্রম আব্রু বজায় থাকে না, বা বজায় রাখা ভার, মেয়েদের সে সব কাজই অকাজ। মেয়েদের এ কথাটা মনে থাকিলে ভাল হয়। পুরুষদেরই হাতে মেয়েদের মান সম্ভ্রম আব্রু রক্ষার ভার--মেয়েরা এ কথাটাও যেন না ভুলেন। স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা স্ত্রীর প্রধান কাজ, স্ত্রীর প্রধান ধর্ম্ম। তীর্থদর্শন, গঙ্গাস্নান, পরব পার্ব্বণ মেলা দেখা—এ সব কাজে তিনি সে ধর্ম্ম কত দূর বজায় রাখিতে পারেন, তাঁকে আগে তা বিচার করিয়া দেখিতে হবে। মেয়েদের তীর্থদর্শন, গঙ্গাস্নান, পরব পার্ব্বণ মেলা দেখা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

তীর্থদর্শনে গঙ্গাস্নানে ধর্ম্ম হয়, পুণ্য হয় বলিয়া বাপ খুড়ো জ্যেঠা কি স্বামীর মানা না শুনিয়া, এমন কি, তাঁদের না বলিয়াই, মেয়েরা পুণ্য করিতে বাড়ী থেকে বাহির হন। তীর্থদর্শন বল, গঙ্গাস্নান বল, ব্রত বল, নিয়ম বল, পূজা বল, অর্চ্চা বল, জপ বল, তপ বল, যাগ বল, যজ্ঞ বল, স্বামীকে ভক্তি করা, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করা, স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা—এ সব ধর্ম্ম কর্ম্মের কাছে স্ত্রীলোকের আর কোনও ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই—এ সব ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়া স্ত্রীলোকের আর কোনও ধর্ম্ম কর্ম্ম নাই। খালি এ কথা বলায়, আমার ঢের রাখিয়া বলা হইল। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা এর চেয়ে ঢের বেশী বলিয়া গিয়াছেন। ৭০—৭১র পাতে তা বিশেষ করিয়া বলিছি। মেয়েরা এ কথাটা না ভুলিলে ভাল হয়—মেয়েদের এ কথাটা মনে থাকিলে ভাল হয়—সোণার অক্ষরে মেয়েদের মনে এ কথাটা লেখা থাকিলে ভাল হয়।

ব্রত।

স্বামীব সেবা শুশ্রূষা ছাড়া স্ত্রীলোকের আলাদা যজ্ঞও নাই, আলাদা ব্রতও নাই, আলাদা উপাসনাও নাই। অর্থাৎ স্বামীর সেবা শুশ্রূষাই স্ত্রীলোকেব যজ্ঞ, স্বামীর সেবা শুশ্রূষাই স্ত্রীলোকের ব্রত, স্বামীব সেবা শুশ্রূষাই স্ত্রীলোকেব পূজা অর্চ্চা। যে স্ত্রী স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করেন, তিনি স্বর্গে গিযা পূজা পান। স্বামী বাঁচিয়া থাকিতে যে স্ত্রী উপস করিযা ব্রত করেন, তিনি স্বামীব পরমাযু ক্ষয় কবেন. আর তিনি নিশ্চযই নবকে যান।—আমাদেব শাস্ত্রে যখন এমন কথা বলে, ব্রতেব কথা শাস্ত্রকর্ত্তারা যখন এমন করিয়া বলিযা গিয়াছেন (৭০—৭১র পাত দেখ), তখন সেই ব্রত কবিবাব জন্যে মেয়েবা কেন এত হঙ্গাম হুজুক করেন, কেন এত জেদ কবেন, সেই ব্রত করিতে না পাইলে কেন এত রাগা-রাগি করেন, কেন এত কলহ করেন,

কেন ঝগড়া বিবাদ করিয়া সংসারের শান্তিতে জলাঞ্জলি দেন, সেই ব্রত না কবিলে ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই হয না—মেযেবা কেন এমন কথা বলেন বুঝিতে পারা যায না। বাপ নাই, মা আছেন, দেশের পোনর আনা লোককে এই পবিচয় দেওযাইবাবই জন্যে কি মেযেবা শাস্ত্র অমান্য করিয়া, শাস্ত্র না মানিযা ব্রত কবেন। ব্রত করিবাব জন্যে তাতেই কি মেযেদেব এত জেদ। তা যদি হয, তবে তাঁদেব ইষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে। তা যদি হয, তবে তাঁবা ব্রত করুন্—ব্রত কবিতে থাকুন। সধবাবা প্রণাম করিলে, হাতেব লোআ ক্ষয যাক্ বলিযা, গিন্নিবা আশীর্ব্বাদ কবেন। গিন্নিদেব সে আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল কবিবাবই জন্যে কি মেযেবা ব্রত কবেন। পতির সেবা শুশ্রূষা করাই যে স্ত্রীর ব্রত, সেই স্ত্রীকেই পতিব্রতা বলে। পতির সেবা শুশ্রূষা কবিয়াই সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী চিরকালের জন্যে পতিব্রতা নাম

কিনিয়া গিয়াছেন। অনন্তব্রতে, পঞ্চমীব্রতে, দূর্ব্বাষ্টমীব্রতে, অমাবস্যাব্রতে তাঁদের সে নাম দিতে পারিত না। যদি বল, সধবারা ব্রত করিলে যখন এত দোষ, তখন ব্রত করিবার নিয়ম হইলই কেন? কেন, তা তোমাকে এক কথায় বলিয়া দিতেছি। আমাদের দেশে কেনর ত উত্তরই নাই। সূতিকাঘর (আঁতুড় ঘর) কি রকম পরিষ্কার পবিত্র হওয়া উচিত, আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা তা বেশই জানিতেন। তাঁরা বেশ জানিলে কি হয়— তাঁরা ভাল নিয়ম করিয়া দিয়া গেলে কি হয়? আমরা সে নিয়ম পালন না করিলে—সে নিয়ম একবারে উল্টে দিলে, তাঁদের জানাইতেই বা কি লাভ? তাঁদের নিয়ম করিয়া দিয়া যাওয়াতেই বা কি লাভ? মহাভারতে সূতিকা-ঘরের অবস্থা* যে রকম লেখা আছে,

* তখন মহাত্মা হৃষীকেশ অবিলম্বে অভিমন্যু-তনয়ের জন্ম ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ঐ গৃহ বিবিধ মাল্য

আমাদের এখনকার সূতিকাঘরের অবস্থা তার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে কি একবারে অবাক্ হইতে হয় না! মহাভারতে সে সূতিকা-ঘর নয়—সে স্বর্গ। আমাদের এখনকার সূতিকাঘর সূতিকাঘর নয়—নরক! সে স্বর্গকে কে নরক করিয়া তুলিল? জল কি রকম পরিষ্কার পবিত্র হওয়া উচিত, আমাদের শাস্ত্র কর্ত্তারা তা বেশই জানিতেন। জলকে নারায়ণ বলাই তার প্রমাণ। সেই নারায়ণের দুর্দ্দশা আমরা এখন কি না করিতেছি? সেই নারায়ণের এমন দুর্দ্দশা করিতে, আমাদের কে শিখাইল? স্বর্গকে নরক করিতে আমাদের যাঁরা

হারা যথাবিধ অর্চ্চিত হইয়াছে, উহার চতুর্দ্দিকে পূর্ণকুম্ভ, ঘৃত, তিন্দুক কাষ্ঠের অঙ্গার, সর্ষপ ও শাণিত অস্ত্র প্রভৃতি রক্ষোঘ্ন দ্রব্য সমুদায় বিকীর্ণ রহিয়াছে, স্থানে স্থানে হুতাশন প্রজ্বলিত হইতেছে এবং বৃদ্ধ নারী ও চিকিৎসা-নিপুণ বৈদ্যগণ তথায় অবস্থান করিতেছেন। বাসুদেব ঐ গৃহের ঐ রূপ যথোচিত সজ্জা দেখিয়া প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

আশ্বমেধিক পর্ব্ব।

শিখাইয়াছেন—জল-নারায়ণের এমন দুর্দ্দশা করিতে আমাদের যাঁরা শিখাইয়াছেন, সধবাদের ব্রত করিতে বুঝি তাঁরাই শিখাইয়াছেন। ব্রতের কথা, মা, বেশী আর কি বলিব? স্বামীর কল্যাণেরই জন্যে স্ত্রী যা কিছু করেন। ব্রত করিয়া স্ত্রীকে যদি তাই ঘুচাইতে হয়, তবে ব্রত করিয়া তাঁর ত বিস্তর লাভ হইল। শিক্ষার অভাবে, জ্ঞানের অভাবে এখনকার মেয়েদের এই রকম লাভই অনেক জায়গায় হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে বলে, কেবল স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র গুরু। স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর গুরু নাই—আর গুরু হইতে পারে না। তবে সধবা স্ত্রীরা কি বলিয়া এ শাস্ত্র অমান্য করেন? কি বলিয়া তাঁরা দীক্ষাগুরু কাড়েন? সধবাদের ব্রত করিতে যাঁরা শিখাইয়াছেন, তাঁদের দীক্ষাগুরু কাড়িতেও বুঝি তাঁরাই শিখাইয়াছেন! দীক্ষাগুরু কাড়িয়া পতিব্রতা নাম হারানো

মন্দ লাভ নয়। কৈ, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীদের দীক্ষাগুরুর ত কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে এখনকার মেয়েদের সে পরিচয় দিতে যাওয়া কি সেই সব সাধ্বী পতিব্রতাদের উপর বাহাদুরি খাটানর জন্যে!

উপন্যাস।

মেয়েদের কাছে শিশুরা যে সব উপন্যাস শুনিয়া থাকে, ভাল শিক্ষার চেয়ে তাতে তাদের মন্দ শিক্ষাই বেশী হয়। জিনিশ ভাল হইলেও, তার ব্যবহার না জানিলে, সে জিনিশ মন্দরই ভাগে পড়িয়া যায়। উপন্যাসেরও বেলায় ঠিক্ তাই ঘটিয়াছে। অনেক উপন্যাস আছে, বেশ করিয়া তলিয়ে বুঝিলে, তা থেকে ঢের উপদেশ পাওয়া যায়। কিন্তু তলিয়ে বুঝে কে? তলিয়ে বুঝিবার শক্তি মেয়েদের কোথায়? কোনও বিষয় তলিয়ে

বুঝা জ্ঞানের কাজ, শিক্ষার কাজ। এ দেশের মেয়েদের সে শিক্ষাও হয় না, সে জ্ঞানও নাই। উপন্যাস ভাল হইলেও, শিক্ষার দোষে মেয়েদের কাছে তা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। মেয়েদের যে রকম জ্ঞান, যে রকম শিক্ষা, উপন্যাসও তাঁরা শিশুদের ঠিক সেই রকম করিযা শুনাইযা থাকেন। মেয়েরা শিশুদের যে রকম করিয়া উপন্যাস শুনান্, যে রকম করিযা উপন্যাস বলেন, শিক্ষা দিবার জন্যে শিশুদের উপন্যাস বলা হইতেছে, জ্ঞানবান্ লোকেও তা ঠিক্ করিতে পারেন না! কিন্তু শিশুদেব শিক্ষা দিবারই জন্যে যে গোড়ায উপন্যাসের সৃষ্টি হইছিল, তা নয় বলা যায না। তাতেই বলি, যদি গোড়া থেকে আমাদের দেশেব মেয়েদের শিক্ষা বরাবরি চলিয়া আসিত, তবে মেয়েদের কাছে উপন্যাস শুনিয়া, ভাল শিক্ষার চেয়ে শিশুদের মন্দ শিক্ষাই বেশী হয়, এ কথা, মা, তোমাকে

আজ্ আমায বলিতে হইত না। কিন্তু এখন সে আক্ষেপ করিয়া আর কি হবে ? এখন সে আক্ষেপ করিয়া ফল কি ? মেয়েদের শিক্ষার অভাবে—জ্ঞানের অভাবে, তাঁদের উপন্যাস থেকেও শিশুরা মন্দ বৈ ভাল শিখিতে পাবে না! উপন্যাস থেকে শিশুরা কেবল মন্দ টুকুই শিখিযা রাখে। ছেলেদের চেয়ে উপন্যাসে মেয়েদেরই শিক্ষার কথা বেশী। মাসী, পিসি, খুড়ি, জ্যেটি, ঠাকুর-মা, আই মা, মাব কাছে শিশু বেলা উপন্যাস শুনে নাই, এমন মেয়ে নাই। এর আগেই বলিছি, শিশু বেলা মন্দ শিক্ষা—মন্দ অভ্যাস হইলে, পরে হাজাব বুদ্ধি বিদ্যা সুশিক্ষা হইলেও, সে মন্দ শিক্ষা—সে মন্দ অভ্যাস ঘোচে না। ছেলেরা কলেজে স্কুলে পড়িয়া, দশ জনেব কাছে গিয়া, ভদ্র সমাজে বেড়াইযা, দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া, শিশু বেলার মন্দ শিক্ষা—মন্দ অভ্যাস কতক শুধ্রে লইতেও পারে। কিন্তু মেয়েদের সে

আশা নাই—এ কথাও এর আগে বলিছি। এতেই, মা, বুঝিয়া লও, শিশু বেলা মেযেবা যাঁদেব কাছে মানুষ হয়, তাঁদের শিক্ষাব—তাঁদেব জ্ঞানের কত দরকাব! এ দবকার বোধ যত দিন না হবে, মেয়েদেব নীতি শিখান, মেযেদের লেখা পড়া শিখান অকাজ—আমাদের এ সর্ব্বনেশে বিশ্বাস কিছুতেই ঘুচিবে না, কেউই ঘুচাইতে পারিবে না। শিশু বেলা মেযেরা অশিক্ষিত স্ত্রীদের কাছে যে সব উপন্যাস যে ভাবে শুনিযা থাকে—ঝগড়া, কোঁদল, হিংসা, দ্বেষ, বাগ, অহঙ্কাব, অভিমান, পরের নিন্দা করা, পরের মনে কষ্ট দেওয়া, পবকে পীড়ন করা, চুবি করা, ফাঁকি দেওযা, মিথ্যা কথা বলা—এই সব কুশিক্ষাই তা থেকে তাদেব বেশী হয। নীতি শিখিয়া, লেখা পড়া শিখিয়া মেযেরা যখন শিশুদের উপন্যাস শুনাইবেন, শিক্ষিতা স্ত্রীদের কাছে শিশুরা যখন উপন্যাস শুনিবে,

তখন থেকে শিশুদের ও রকম কুশিক্ষা আর হবে না, উপন্যাস শুনিয়া শিশুদের ও রকম কুশিক্ষা হইবার আশঙ্কা আর থাকিবে না। শিশুদের নীতি-শিক্ষার জন্যে, মেয়েদের জ্ঞানের—মেয়েদের সুশিক্ষার কত দরকার, এর আগেই তা বিশেষ করিয়া বলিছি। বাপের বাড়ী শিশু বেলা থেকে দস্তুর মত নীতি শিখিয়া, লেখা পড়া শিখিয়া যাঁরা না হন, তাঁদের ছেলে মেয়েকে নীতি শিখাইবার জন্যে —এক রাজা, তাঁর দুও সুও দুই রাণী—এক রাজ-পুত্র, এক পাত্রের পুত্র, এক সওদাগরের পুত্র, এক কোটালের পুত্র, এঁরা চারি বন্ধু—এক বাঘের একটী কড়ির-গাছ ছিল—এ সব উপন্যাস বলিবার দরকার নাই। তাঁরা নিজে নিজেই কত নীতি-কথা রচিয়া বলিতে পারেন —বৈতে তাঁরা যে সব নীতি-কথা পড়িয়াছেন, শিশুরা বেশ বুঝিতে পারে, এমন করিয়া সে সব নীতি-কথাও শুনাইতে পারেন।

রান্না।

হাতের রান্না ভাল হওয়া মেয়েদের বড়ই সুখ্যাতির কথা। আমি বলি, হাতের রান্না ভাল হওয়া মেয়েদের বড় ভাগ্যের কথা। কেন না, ভাল করিয়া বাঁধিয়া বাড়িয়া কাছে বসিয়া স্বামীকে খাওয়ান, স্বামীর শুশ্রূষার যেমন পরিচয়, তেমন আর কিছুতেই নয়। এ শুশ্রূষায় স্বামীর বড়ই তৃপ্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বামীর ভাগ্যে এ শুশ্রূষা আজ্ কাল্ খুবই কম ঘটে। ভাত বাঁধা, রাঁধুনি বামণ বা রাঁধুনী বামণীব কাজ—লিখিতে পড়িতে শিখিযাছেন, কার্পেট্ মোজা টুপি বুনিতে শিখিযাছেন, ছুঁচের কাজ শিখিয়াছেন—এমন সব মেয়েব আজ্ কাল্ বিশ্বাসই এই। লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মেয়েদের মনে যদি এ বিশ্বাস জন্মে, তবে মেয়েদের লেখা পড়া শিখিতে নাই যাঁরা বলেন, তাঁদের কথা আমি মাথায়

করি। এ দেশে পুরুষেরা লেখা পড়া করেন, মেয়েরা লেখা পড়া করেন না—লেখা পড়া শেখেনও না। পুরুষেরা রাঁধা বাড়া করেন না, মেয়েরা রাঁধা বাড়া করেন। পুরুষদের লিখিতে পড়িতে শেখার যেমন দরকার, মেয়েদের রাঁধিতে বাড়িতে শেখার তেমনি দরকার —এ দেশের মেয়ে পুরুষের এই বিশ্বাস। এই জন্যে, বাড়ীর গিন্নিরা বলিয়া থাকেন—ছেলের বাঁচিয়া থাকাও যেমন দরকার, ছেলের লেখা পড়া শেখাও তেমনি দরকার; মেয়ের বাঁচিয়া থাকাও যেমন দরকার, মেয়ের রাঁধিতে বাড়িতে শেখাও তেমনি দরকার। এতেই লোকের মনে এমনি একটী ধারণা হইয়া আছে যে, লেখা পড়া শেখার সঙ্গে রাঁধা বাড়ার যেন কোন বিরুদ্ধ সম্বন্ধ আছে। তাতেই বুঝি, মেয়েরা লেখা পড়া শিখিয়া হাঁড়ির কাছে যাইতে চান না! কিন্তু, মা, মেয়েদের এটী ভারি ভুল। এর মত ভুল

মেয়েদের আর হইতে পারে না। মেয়েদের এ রকম ভুল হওয়াই উচিত নয়। কেন না, পুরুষদের অধিকার কমাইবার জন্যে মেয়েদের লেখা পড়া শিখান হয় না। পুরুষদের সেবা শুশ্রূষার হানি করিবার জন্যে মেয়েদের লেখা পড়া শিখান হয় না। সংসারের সুখ শান্তির জন্যে, গৃহস্থালি কাজ কর্ম্মের শৃঙ্খলার জন্যে, শিশুদের শরীর রক্ষার জন্যে, শিশুদের নীতি-শিক্ষার জন্যে মেয়েদের লেখা পড়া শিখান হয়।

স্বামীকে ভক্তি করা—স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করা—স্বামীকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখা—এ তিনটী কাজের কথা আলাদা আলাদা করিয়া বলিছি বটে। কিন্তু ধরিতে গেলে, তিনটী কাজই এক। যাঁকে ভক্তি করিতে হবে, তাঁর সেবা শুশ্রূষা না করিলে সে ভক্তি বজায় থাকে না। আবার যাঁকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিবে, তাঁর সেবা শুশ্রূষা না

করিলে, কিসে তাঁর সন্তোষ হবে? তাতেই বলি, মা, স্ত্রীলোকের ও তিনটী কাজই এক। একটী কাজের ত্রুটি হইলে, আর দুটী কাজের ত্রুটি সেই সঙ্গে সঙ্গে হয়। তাতেই বলি, যাঁরা ভাল রাঁধিতে বাড়িতে না পাবেন, হাতের রান্না যাঁদের ভাল নয়, ধরিতে গেলে, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা তাঁদের দিয়া হয়ই না। কেমন করিয়া হবে? আধ-সিদ্ধ ডাইল, আলুণি মাছের-ঝোল, নুণে-পোড়া তরকারি দিয়া ভাত দিলে, খিদের সময় স্বামী কি রকম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করেন বা করিতে পারেন, তা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হবে? আহার করিয়া স্বামীর যদি তৃপ্তি না হয়, তবে সে আহার প্রস্তুত করিবার জন্যে স্ত্রীর কষ্ট করা পণ্ড শ্রম মাত্র। তাতেই বলি, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করা স্ত্রীর যদি প্রধান কাজ হয়, তবে ভাল করিয়া রাঁধিতে বাড়িতে শেখাও যে তাঁর প্রধান কাজ, তা অস্বীকার করিবার

যো নাই। রাঁধা বাড়ায়, খাবার জিনিশ তয়ের করায় যাঁর যত হুনরি, যিনি যত পোক্ত, স্বামীর সেবা শুশ্রূষার উপকরণ তাঁর তত আয়ত্ত। ৭০র পাতে বলিছি, স্বামীর সেবা শুশ্রূষা ছাড়া স্ত্রীলোকের আলাদা যজ্ঞও নাই, আলাদা ব্রতও নাই, আলাদা উপাসনাও নাই। এ যদি মানিতে হয়—না মানিবে কেন, শাস্ত্র মানিতে হইলেই এ মানিতে হবে—আর যাঁরা ভাল রাঁধা বাড়া করিতে পারেন, যাঁদের হাতের রান্না ভাল, খাবার জিনিশ* যাঁরা ভাল তয়ের করিতে পারেন, তাঁদেরই দিয়া যদি সেই সেবা শুশ্রূষা ভাল হয়, তবে মেয়ে মানুষের রান্নাই যে প্রধান বিদ্যা, তা কি, মা, আব বলিতে হবে? মেয়ে মানুষের রান্নাই যে প্রধান বিদ্যা, তা অস্বীকার করি-

*খাবার জিনিশ বলিলে খালি, ডাইল তরকারী মাছের-ঝোল ভাত বুঝায় না, খিচুড়ি পোলাও মাংস রুটি লুচি পায়স মোহনভোগ—এ সবও বুঝায়।

বারই যো নাই। কেন না, সেই বিদ্যাই স্বামীর সেবা শুশ্রূষার প্রধান সাধন। মেয়েদের এমন যে প্রধান বিদ্যা, তাও আজ্ কাল্ রাঁধুনি বামণ রাঁধুনি বামণীর বিদ্যা হইয়া পড়িয়াছে। মেয়েরা এখন সে বিদ্যা শিখিতে অপমান মনে করেন! কুশিক্ষার ফলের পরিচয় এর মত আর কিছুই হইতে পারে না। মেয়ে মানুষের রান্নাই যে প্রধান বিদ্যা, সে কালের গিন্নিরা তা বেশই জানিতেন। সেই জন্যে, তাঁরা কথায় কথায় বলিতেন, মেয়ের বাঁচিয়া থাকাও যেমন দরকার, মেয়ের রাঁধিতে বাড়িতে শেখাও তেমনি দরকার। মেয়েরা বিদ্যা শিখিতে গিয়া তাঁদের প্রধান বিদ্যার অনাদর করিতেন বলিয়াই বুঝি, গিন্নিরা মেয়েদের লেখা পড়ার উপর অত চটা ছিলেন।

মেয়েদের পড়িবার বৈ।

মেয়েদের লেখা পড়া শিখানর যেমন দর-

কার, মেয়েদের পড়িবার বৈও বাছিয়া দেওয়ার তেমনি দরকার। মেয়েদের লেখা পড়া শিখানর দরকারের কথা প্রায় প্রতি পাতেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হইয়াছে। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের শিক্ষার দরকার ঢের বেশী—খালি পুরুষদের শিক্ষা হইলে, সে শিক্ষায় পুরুষেরা কোনও ফল পাইবেন না—এ কথাও বার বার বলিছি। মেয়েদের পড়িবার বৈ আমাদের খুবই কম আছে। সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীদের স্বামি-ভক্তির কথা, স্বামি-শুশ্রূষার কথা যে সব বৈতে বিশেষ করিয়া লেখা আছে, সেই সব বৈই মেয়েদের পড়িবার বৈ। ধরিতে গেলে, মেয়েদের পড়িবার বৈ আমাদের মাত্র দু খানি আছে। নীলমণি বসাকের 'নবনারী' আর বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'। সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রীদের মধ্যে সীতারই চরিত্র অদ্ভুদ। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা সীতার সেই অদ্ভুত চরিত্রের পুরস্কারও তেমনি করিয়া

গিয়াছেন। প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙিলেই—প্রাতঃকালে বিছানা থেকে উঠিবার আগেই, ভক্তির সঙ্গে সীতার নাম হিন্দু মাত্রেরই করিতে হয়। সীতার যশের পরিচয় এর মত আর কি হইতে পারে?

পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা, পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী, পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥

প্রাতঃকালে বিছানা থেকে উঠিবার আগে হিন্দুদের এই বচনটী পড়িতে হয়। পুণ্য মানে পবিত্র, আর শ্লোক মানে কীর্ত্তি। এই জন্যে, পবিত্র কীর্ত্তি যাঁর, পবিত্র চরিত্র যাঁর, তাঁকেই পুণ্যশ্লোক বলে। বৈদেহী মানে সীতা। তবেই দেখ, মা, অদ্ভুত চরিত্রের গুণে সীতা চিরকালের নিমিত্তে ভারতবাসিদের প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া আছেন। সীতার পবিত্র চরিত্রের কথা যে বৈতে বিশেষ করিয়া লেখা আছে, সে বৈ খানি মেয়েদের যেন জপ-মালা হয়।

মন্দ বৈ মেয়েরা যেন কখনও না পড়েন। কুসঙ্গের যেমন দোষ, মন্দ বৈ পড়ারও তেমনি দোষ। মন্দ হবার ভয়ে যেমন কুসঙ্গ ত্যাগ করিতে হয়, মন্দ হবার ভয়ে তেমনি মন্দ বৈ পড়াও ত্যাগ করিতে হয়। সুশিক্ষার ফল কুসঙ্গে যেমন নষ্ট হয়, মন্দ বৈ পড়িলেও সুশিক্ষার ফল তেমনি নষ্ট হয়। ওর পাতে বলিছি, মন্দ শিক্ষাটা আপনিই হয়। মন্দ হইবার জন্যে চেষ্টা করিতে হয় না। ভাল হইবার চেষ্টা যদি না কর, তবে মন্দ আপনিই হইয়া পড়িবে। মন্দ শিক্ষাটা যদি আপনিই হয়, মন্দ হইবার জন্যে যদি চেষ্টা না করিতে হয়, তবে মন্দ বৈ পড়িয়া মন্দ হইবার চেষ্টা করিলে কতই মন্দ হওয়া যায়, কত বেশী মন্দ হওয়া যায়, তা কি, মা, আর বলিতে হবে? ভাল হইবার চেষ্টা না করিলে যদি আপনিই মন্দ হইতে হয়, তবে মন্দ বৈ পড়িয়া মন্দ হইবার চেষ্টা করিলে কতই মন্দ হইবার

কথা—কত বেশী মন্দ হইবার কথা, তা ত, মা, বুঝিতেই পারিতেছ। কোন্ কোন্ বৈ মন্দ, কোন্ কোন্ বৈ মেয়েদের পড়া উচিত নয়, নাম করিয়া বলা সোজাও নয়, নাম করিয়া বলা উচিতও নয়। বাপ মা, খুড়ো জ্যেটা, ভাই ভগিনী, কি আপনার সন্তানকে, যে বৈ পড়িয়া শুনাইতে কোনও খানে একটুও কুণ্ঠিত হইতে না হয়, মেয়েরা সে বৈ পড়িতে পারেন—মেয়েরা সে বৈ পড়িলে দোষ হয় না। ভাল বৈ, কি মন্দ বৈ, তার মোটামুটি সংকেত এই।

আত্মহত্যা।

আমাদের শাস্ত্রে বলে আত্মহত্যা মহাপাতক। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে এই মহাপাতকের পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। শিক্ষার অভাবেই মেয়েরা এ পরিচয় দিয়া থাকেন। যে কাজে বা যে কথায় জ্ঞানবান্

লোকের রাগও হয় না, সে কাজে বা সে কথায় মেয়েরা রাগ করিয়া অনেক জায়গায় নিজের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করেন। তাতেই বলি, শিক্ষার অভাবে সবই সম্ভব। জলে ডোবা, গলায় দড়ি দেওয়া, বিষ খাওয়া—মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার এই তিনটী উপায়ই চলিত। অন্য অন্য বিষের চেয়ে সুলভ বলিয়া, সহজে পাওয়া যায় বলিয়া, সহজেই মিলান যায় বলিয়া, জীবন নষ্ট করিবার জন্যে মেয়েরা আফিং-ই বেশী পছন্দ করেন।

খালি শিক্ষারই অভাবে মেয়েরা যে অনেক জায়গায় আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, তা নয়—তা স্থির করা হবে না, তা স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত থাকাও হবে না। পেটে ক্রিমি থাকিলে আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা আপনি হয়। সে ইচ্ছা ক্রিমিরই জন্যে হয়। পেটে যত বেশী ক্রিমি থাকে, আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা তত বেশী হয়। লোকে বলে "গলায়

দড়ের” পায়। “গলায় দড়ে” গাছে থাকে না —পেটের ভিতর থাকে। এ পরিচয় অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে। মেডিকেল্ কলেজে আমি যখন ডাক্তরি আইন শিখিতাম, তখনকার কথা বলিতেছি। ডাক্তর উড্‌ফোর্ড সাহেব ডাক্তরি আইন শিখাইতেন। জলে ডুবে মরিলে, গলায় দড়ি দিয়া মরিলে, বিষ খাইয়া মরিলে, পরীক্ষার জন্যে সেই সব লাশ চালান হইয়া তাঁর কাছে যাইত। এই রকম যত লাশ চালান হইত, তার মধ্যে চারি ভাগের তিন ভাগ মেয়ে মানুষ। লাশ পৌঁছিলে, তার আত্মীয় স্বজনের কাছে তার আত্মহত্যার কারণ, সাহেব জিজ্ঞাসা করিতেন। আত্মহত্যার কারণ জানিয়া আমাদের বলিতেন, আত্মহত্যার যে কারণ তোমরা শুনিলে, সে কারণ ত অতি সামান্য কারণ, সে কারণে আপনার জীবন নষ্ট করিবার ইচ্ছা হওয়া সম্ভব নয়; সে কারণ কেবল উপলক্ষ মাত্র—

আত্মহত্যার আসল কারণ এর পেটের ভিতর। এই বলিয়া লাশের পেট চিরিয়া ফেলিতে বলিতেন। পেট চেবা হইলে—অন্ত্র (আঁতুড়ি) চেরা হইলে, অন্ত্রের ভিতর এমন শত শত ক্রিমি আমরা দেখিতে পাইতাম। এই শত শত ক্রিমিই এর আত্মহত্যার কারণ, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ এর আত্ম-হত্যার কারণ নয়; এই বলিয়া ডাক্তার সাহেব আমাদের বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তাতেই, মা, বলি, খালি শিক্ষারই অভাবে মেয়েরা অনেক জায়গায় আত্মহত্যা করিয়া থাকেন, এ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। যদি বল, মেয়েদেরই পেটে কেন এত ক্রিমি হয়? এর উত্তর দেওয়া শক্ত নয়। এখানেও মেয়েদের সেই অনাদরের কথা আসিতেছে। মেয়েদের ভাল খাইতে নাই। ভাল জিনিশ যা, তা পুরুষেরাই খাবেন। সরু চাইলের ভাত, মেয়েদের খাইতে নাই। মাংস, মেয়েদের

খাইতে নাই। ঘি, মেয়েদের খাইতে নাই। দুধ, মেয়েদের খাইতে নাই। ভাল মাছ, মেয়েদের খাইতে নাই। পায়স, মেয়েদের খাইতে নাই। সন্দেশ, মেয়েদের খাইতে নাই। এ সব উত্তম ভোগ পুরুষদের। আর মেয়েদের কেবল কর্ম্মভোগ। এ ব্যবস্থায় শাক পাতাড়, হাজা গোজা, পচা পাচ্‌কো ছাড়া ভাল আহার মেয়েদের ভাগ্যে কেমন করিয়া ঘটিবে? ভাল আহার যদি মেয়েদের ভাগ্যে না ঘটে, তবে মেয়েদেরই পেটে বেশী ক্রিমি কেন না হবে? আহারেরই দোষে না পেটে ক্রিমি হয়। তবেই দেখ, মা, মেয়েদের অনাদর সোজা কথা নয়। সেই অনাদরে অনেক জায়গায় তাদের আত্মহত্যার কারণ তাদেরই শরীরে সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়। এ ছাড়া, মেয়েদের কদাহারে আর একটী প্রকাণ্ড দোষ ঘটে। সে দোষেরও দিকে আমাদের নজর নাই। সে দোষের দিকে আমাদের নজর যত দিন না

পড়িবে, দুর্ব্বল বাঙালি—এ দুর্নাম আমাদের কখনও ঘুচিবে না, এ দুর্নাম আমাদের কেউই ঘুচাইতে পারিবে না। পোআতির শরীরের দোষ গুণে পেটের ছেলের দোষ গুণ ঘটে। আবার আহারের দোষ গুণে শরীরের দোষ গুণ ঘটে। ভাল আহারে শরীর ভাল থাকে। মন্দ আহারে শরীর অসুস্থ হয—শরীরে নানা রকম রোগ হয। এতে আমাদের দেশের পোআতিদের পেটের ছেলের যে রকম দুর্দ্দশা হইবার কথা, তা কি মা, আর বলিতে হবে? ভাল ফল চাও ত, আগে গাছের অবস্থা ভাল কর। আমাদের এ হতভাগ্য দেশে সে ব্যবস্থা কৈ? গাছের তদ্বির আমাদের মোটেই নাই। কিন্তু ভাল ফল পাইবার ইচ্ছা টুকু বেশই আছে।

সমাপ্ত।